প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা

DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION

(D.El.Ed)

কোর্স - 503

প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা

ব্লক - 3

শ্রেণিকক্ষে ভাষা শিক্ষা

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

ব্লক - 3

শ্রেণিকক্ষে ভাষা শিক্ষা

ব্লক ইউনিট

একক 7 সাহিত্য

একক 8 শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনা

একক 9 ভাষা শিক্ষায় শিখনের উপাদান

একক 10 ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন এবং অভীক্ষা

ব্লক পরিচয়

এই ব্লকটি একক-7 ও 8-এর সমাহার।

আমরা এই পর্বে সাহিত্যের ভাষাগত অনুরাগ সম্পর্কে শিখতে পারবো এবং জানতে পারবো যে, যে সকল উপাদান ভাষাশিখনের আহরণে শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার সৃষ্টি করে এবং কী উপায়ে তা সম্ভব হয়।

একক–9, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বা প্রদীপন ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা এই পর্বে আমরা দেখতে পাবো ভাষা শিক্ষায় প্রয়োগের মাধ্যমে। বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য কী কী পরিকল্পনা করা দরকার তা ঠিক করতে পারি যা ভাষা শিক্ষায় প্রকরণগতভাবে এক কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

এটা পরিষ্কার যে যদি শ্রেণি শিক্ষণ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের দ্বারা তাহলে শিশুরাও সৃজনশীল পরিবেশ পেয়ে শিক্ষা গ্রহণে বা অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যথায় তারা পাঠের আনন্দ বা আগ্রহ খুঁজে পাবে না যা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

একক–10, এই অংশে পরিমাপ ও মূল্যায়ন নিয়ে জানতে পারবো। আমরা প্রচলিত ঐতিহ্যগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উপরে এখানে পরীক্ষা করবো এবং দেখতে পাবো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াগুলোকে পরিমাপ (measured) ও শ্রেণীভুক্তির (graded) মাধ্যমে আধুনিক ও শিক্ষাগত মান নির্ণয়ের সহায়ক করা যায়।

বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-7 : *সাহিত্য*	1
2	একক-8 : *ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনা*	22
3	একক-9 : *ভাষা শিক্ষায় শিখনের উপাদান*	52
4	একক-10 : *ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন এবং অভীক্ষা*	73

নোট

একক - 7 সাহিত্য ও ভাষা

গঠন

7.0 – ভূমিকা

7.1 – শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

7.2 – সাহিত্যিক প্রক্রিয়া।

7.3 – ভাষা শিক্ষায় সাহিত্যের ভূমিকা

7.3.1 – সাহিত্য কী?

7.3.2 – সাহিত্যের আঙ্গিক

7.3.3 – ভাষা শিক্ষায় সাহিত্যের ব্যবহার ও প্রয়োগ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

7.4 – সাহিত্য শিক্ষার বিষয় সমূহ ও উদ্দেশ

7.4.1 – পাঠকক্ষের প্রকার

7.4.2 – প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার (অথবা বিদেশী ভাষা) পঠন কক্ষ।

7.4.3 – সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যমে নানা বিষয়ে উন্নতি ও দক্ষতা।

7.5 – সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার

7.5.1 – প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আঙ্গিক বৈচিত্রের প্রয়োগ

7.5.2 – পাঠকক্ষে সাহিত্য আঙ্গিক ব্যবহারের কৌশল

7.5.3 – পাঠকক্ষে সমস্যার মোকাবিলা

7.6 – উপসংহার

7.7 – পঠনীয় বিষয়

7.8 – একক অন্তে অনুশীলনী

7.1 – সূচনা বা ভমিকা

এই এককে আমরা দেখবো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা কি হওয়া উচিত। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্যকে একটি আলাদ বিষয় বলে নির্দেশ করা হয় না, এটি ভাষাগত পাঠ্যসূচির অন্তর্গত থাকে (হিন্দি, ইংরেজি সংস্কৃত বাংলা বা অন্য ভাষা)। যদিও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রায় সব পাঠপুস্তকে সংকলিত হয়, তবু কেন সেগুলি প্রয়োজনীয় এবং ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা জরুরী সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

নোট

এই এককে আমরা কিছু বিষয়ে আলোচনা করবো। যেমন সাহিত্য কী? শিশু সাহিত্য বলতে কী বোঝার, পাঠকক্ষে তার প্রয়োগ বিধি কেমন হওয়া উচিত এবং কোন উদ্দেশ্য তা চরিতার্থ করবে।

7.1 শিক্ষণীয় বিষয় ও উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের পর-

- সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার ও রূপভেদ সম্পর্কে আপনারা পরিচিত হবেন।
- ভাষা শিক্ষায় সাহিত্যের ভূমিকা ও তাৎপর্য বিষয়ে আপনারা অবগত হবেন।
- প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক্ষেত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা ও প্রয়োগ সম্পর্কে আপনারা নিজেদের দৃষ্টিকোণ ও বক্তব্য প্রকাশে সক্ষম হবেন।
- সাহিত্য পাঠের সমস্যা ও তার সমাধানে সক্ষম হবেন
- সাহিত্য পাঠ দানে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবেন

7.2 সাহিত্যিক অলংকার সমূহ

সাধারণ কথ্য ভাষার চেয়ে সাহিত্যের ভাষা আলাদা, কারণ এর মধ্যে নানা ধরণের সাহিত্যিক, নান্দনিক, শৈল্পিক প্রয়োগ থাকে যেমন উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, ছন্দ প্রভৃতি নানাবিধ আলংকারিক চিহ্ন। আমরা এবার তেমন কিছু বিষয়ে আলোচনা করবো।

1. **উপমা :** দুটি শব্দবন্ধ বা বিষয়কে কিছু সাধারণ সাদৃশ্যবশত যখন তুলনা করা হয় - তাকে বলে উপমা। এর চারটি বৈশিষ্ট্য : X এবং Y - দুটি ভিন্ন বস্তুর তুলনা : যে বিশেষ সাদৃশ্যগত কারণে এরা উপমিত হয়-সেটি হল Z এবং শেষপর্যন্ত XYZ-এর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিষয়টি প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণ :

‘তার মুখটি চাঁদের মতো সুন্দর’। এই বাক্যে ‘তার মুখ’-হল X, ‘চাঁদ হল Y, বিশেষ গুণ ‘সুন্দর’ হল Z এবং সংযোগকারী চিহ্ন হল ‘মতো’।

2. **রূপক Metaphor :** এই অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য হল দু’টি ভিন্নধর্মী বস্তুকে তুলনা করা। আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী হলেও একটি সাধারণ ধর্মের কারণে তাদের তুলনা করা হয়।

ক) মরুভূমিতে উটের দেখা পাওয়া যায়।

খ) উটকে মরুভূমিক জাহাজ বলা হয়।

দুটি বাক্যে কোনো মিল নেই। কিন্তু তবু মিল আরোপ করা হয়। সাধারণভাবে উটের কথা মনে এলে জাহাজের ছবি মনে আসে না। কিন্তু যখন ‘‘উটকে জাহাজ’ বলা হচ্ছে, তখন বোঝা যায় সমুদ্রে

নোট

জাহাজের যে কাজ মরুভূমিতে উট সেই ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালের প্রবাহে উপমা লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেটি আমাদের প্রতিদিনের কথা মিশে যায়। যেমন - মন মাঝি এখানে মন রূপ মাঝি-র রূপ কথাটি মুছে গেছে। তাছাড়া মিশ্র রূপক আছে যেখানে মিশ্র বিভ্রান্তি মূলক প্রতীতি জন্মায়।

যেমন - আমি বিষের গন্ধ পাচ্ছি (I Smell a rat)

3. **অনুপ্রাস (Alliteration) :** গদ্যে বা পদ্যে একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বারবার ব্যবহৃত হয়ে যে শব্দ বা ধ্বনি সাম্য সৃষ্টি করে তাকে অনুপ্রাস বলে। যেমন - চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিবরণ।

   (ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস - একটি ব্যঞ্জনধ্বনি বা একগুচ্ছ ব্যঞ্জনধ্বনি বারবার ব্যবহৃত হয়ে যে ধ্বনি সাম্য সৃষ্টি করে তাকে বৃত্ত্যনুপ্রাণ (Consonance) বলে।

   যেমন - কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি।

4. **ব্যজস্তুতি (IRONY) :** প্রশংসার ছলে নিন্দাকে ব্যজস্তুতি বলে। যেমন-

   (ক) তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ/আমি আজ চোর বটে

   (খ) 'কি সুন্দর মালা আজ পরিয়াছি গলে, হে প্রচেত' এখানে সাগরের বুকে পাথর দিয়ে সেতু বন্ধনকে উপহাস করে রাবন স্তুতিছলে বলছেন 'হে সমুদ্র কি সুন্দর মালা গলায় পরেছ।'

5. **উৎপ্রেক্ষা (Allusion)** : যখন উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হয় তখন উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

   যেমন - পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

6. **অতিশয়োক্তি (Hyperbole) :** যে বাক্যে উপমাণই উপমেয় বলে প্রতীত হয়, তাকে অতিশয়োক্তি বলে।

   যেমন - সাগরের যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়
   তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয়
   এখানে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অগ্নিসম তেজকে প্রকাশ করা হ'য়েছে।

7. **ছন্দোরীতি (Rhyme)** : কবিতার চরণে একই ধ্বনি যখন বারবার উচ্চারিত হয় - তখন সেই ধ্বমি সাম্যকে ছন্দ বলে।

   যেমন - বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বাণ
   শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।

8. **সমাসোক্তি (Personification) :** কবি-সাহিত্যিকরা অনেকসময় অচেতন প্রকৃতি প্রাণী বা জড় বস্তুর উপর সজীব মানবিক ধর্ম আরোপ কারণ, তখন সমসোক্তি অলংকার হয়।

   যেমন - 'সন্ধ্যা আসিছে অতি ধীর পায়ে
   দুহাতে প্রদীপ নিয়ে'

নোট

এখানে 'সন্ধ্যা'কে মানবী কল্পনা করা হয়েছে।

9. **সংকেত (Symbol) :** অনেক সময় একটি শব্দের সংকেত বা প্রতীক হিসেবে অন্য শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন 'পারাবত' কে 'শান্তির' প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

আশাকরি - এখন আপনারা কবিতা ও গল্প পাঠ করলে এ জাতীয় সাহিত্যিক অলংকার ও তার প্রয়োগবিধি বুঝতে পারবেন।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা

1. প্রতীক, উপমা এবং রূপকের পার্থক্য কী?
2. নিম্নলিখিত বাক্যের মধ্যে কোনটি উপমা, কোনটি রূপক এবং কোনটি অন্য অলংকার?

ক) আমরা ভালোবাসা রক্তিম রক্ত গোলাপের মত

খ) মেয়েটির হাসি মোনালিসার মতো সুন্দর

গ) জীবন এক সংগ্রাম

ঘ) প্রথম দুটি খেলার সে জয়ী কিন্তু তৃতীয়টি তার ক্ষেত্রে পলাশির যুদ্ধ

ঙ) তাদের জননী স্তম্ভের মতো শক্তিময়ী

চ) সে দৃঢ় স্তম্ভের মতো অনমণীয়

ছ) সে অঙ্কে পারদর্শী। কিন্তু ভাষা তার কাছে কঠিন

3. তোমাদের পাঠ্য কবিতাগুলির মধ্য থেকে সমাসোক্তির উদাহরণ দাও।

_____

_____

_____

4. তোমার পঠিত ইংরেজি/বাংলা কবিতার ছন্দোরীতির পরিচয় দাও।

_____

_____

_____

5. ক) 'কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ'

_____

_____

_____

নোট

খ) 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে'-বৃত্যনুপ্রাসের আরো তিনটি উদাহরণ লেখো।

_____

_____

_____

6. 'বাণ' ও 'দান' ধ্বনিসাম্যের অনুপ্রাস। এমন শব্দ যুগলের উদাহরণ দাও।

_____

_____

_____

7.3 ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্য পাঠের ভূমিকা

7.3.1 সাহিত্য কী?

সাধারণভাবে সাহিত্য বলতে অর্থবোধক শব্দ সহযোগে মনের ভাব প্রকাশ বোঝায়; কিন্তু অর্থবোধক শব্দ তো ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। আসলে সব বিষয়েই নিজস্ব ভাব ভাধা আছে। যা বিষয়টির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কাজে লাগে।

যেমন রন্ধন প্রণালীর ও নিজস্ব কিছু প্রক্রিয়া আছে যা বিশেষ বিশেষ রান্নার পদ্ধতি জানায়। কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রণালী ও পদ্ধতি সাহিত্যের মাধ্যমে বর্ণিত হয়।

বিভিন্ন বিষয়ের সাহিত্যিক প্রকাশের ভাষা যে ভিন্ন ধরণের হয়, সেটি আমাদের জানা দরকার। এটি শুধুমাত্র শব্দ সমষ্টি নয়, এটির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যও আছে। কোনো বিষয়ের সাহিত্যিক প্রকাশ হ'ল সেই বিশেষ সময় ও সমাজের দর্পণ। এর মধ্য দিয়ে বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে। বিশেষ কাজের মানুষের অনুভব ও আবেগের নান্দনিক প্রকাশই হল সাহিত্য। এর মধ্যে দিয়ে মানবিক মূল্য বোধও সঞ্চারিত হয়। তাই সাহিত্যের যে কোন বর্গ-কবিতা, উপন্যাস, নাটক-সবেরই সামাজিক, নান্দনিক এবং সর্বজনীন আবেদন থাকে। সমাজ জীবনের রীতি-নীতি প্রথা উৎসব সব কিছুরই প্রকাশ ঘটে তার মধ্যে। তার ফলে পাঠকের আবেগ উৎসারিত হয়। মানব মনের সর্ববিধ অনুভূতি-সত্য সুন্দর প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়।

এই ভাবে সাহিত্যকে তাদের বিষয়ভিত্তিক বিচারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

1. **তথ্যমূলক সাহিত্য :** এ জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে আছে রেফারেন্স বই, যেমন এনসাইক্লোপিডিয়া (শব্দবোধ), অভিধান, বাগবিধি ও উচ্চারণ বিধির অভিধান ইত্যাদি, যার দ্বারা আমরা অনেক না জানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। এগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলি যথার্থ সাহিত্য নয়, কারণ এদের মধ্যে তথ্য থাকলেও নান্দনিক কোন গুণ নেই।

নোট

2. **সমালোচনা মূলক সাহিত্য :** এই বিভাগে একটি বিশেষ বিষয় যুক্তি সহ আলোচিত হয় এবং বিষয়ের কার্যকারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করা হয়। এর ফলে পাঠক বিষয়টি সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী হয়। এর মধ্যে পড়ে দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্কের গ্রন্থাবলী।

এই দুই ধরণের সাহিত্যকে নান্দনিক রচনা বলা যায় না। এ জাতীয় লেখার তথ্য সংগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়। তৃতীয় বিশেষ ভাষাকেই আমরা যথার্থ অর্থে 'সাহিত্য' বলতে পারি।

3. **সৃজনশীল সাহিত্য:** এই ধারায় পড়ে কাব্য কবিতা, নাটক, উপন্যাস, মহাকাব্য, ছোট গল্প ইত্যাদি-যা পাঠ করে এক আনন্দ লাভ করা যায়, এর ফলে পাঠকরা সাহিত্যিক চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যেতে পারে এবং পাঠকদের সৃষ্টিশীল সত্তাটিও জাগ্রত হয়।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন অবদান কিভাবে উপলব্ধি করবো-এই এককে আমরা সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করবো। ভাষা শিক্ষক, প্রথম ভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা যা-ই পড়াক না কেন, পাঠ্যপুস্তকই (text book) সাহিত্য পাঠের মূল উৎস। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিদ্যালয়গুলি কেবল সীমিত জ্ঞানই দিতে পারে - কারণ সময়াভাব। তাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছু ভালো বই-এর প্রয়োজন যা শিক্ষক ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করবে। এই নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক ভাবে কিছু নির্দেশিকার প্রয়োজন-

- কিছু লিখিত পুস্তকের প্রয়োজন যার দ্বারা যথার্থ ভাষা শিক্ষা করা যেতে পারে, যেখানে বাকবিধি ও ভাষার প্রয়োগ কৌশল লিপিবদ্ধ।
- সাহিত্যের যে-কোনো একটি শাখার পুস্তক প্রয়োজন-তা গদ্য, পদ্য, নাটক বা উপন্যাস হ'তে পারে।
- এই গ্রন্থগুলি যাতে ছাত্রদের মনে আনন্দের খোরাক জোগায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে।

অবশ্য এই বিধিনিষেধ খুব কঠোরভাবে পালনের দরকার হয় না। একজন শিক্ষক যাতে ঠিকমত সাহিত্য গ্রন্থ নির্বাচিত করতে পারেন, সেজন্যই এই নিয়ম মেনে চলতে হয়। ভালো সাহিত্যের গুণাবলী জানলেও আমাদের স্থির করা প্রয়োজন নির্দিষ্ট পাঠ কক্ষের জন্য ঠিক কোন বইটা উপযোগী। শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রীদের বয়স অবশ্যই মনে রেখে সেভাবে পুস্তক নির্বাচন করতে হ'বে। শিশুদের জন্য উপযোগী গ্রন্থাবলী নির্বাচনের সময় 'শিশু সাহিত্য' নামাঙ্কিত বইগুলিকেই অগ্রাধিকার দিতে হ'বে। শিশুবোধ সাহিত্যগ্রন্থে দেখা যায় মূল চরিত্রগুলি শিশু/কিশোর। 'রেড রাইডিং হুড' বা বাংলা রূপকথা অরুণ-বরুণ-কিরণমালার দেখা যায় শিশুরাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। আবার স্টিভেনসনের 'কিডন্যাপড' বা বাংলা 'পথের পাঁচালী'-তে একটি কিশোরই কাহিনির প্রধান কেন্দ্র চরিত্র। কিন্তু শুধুমাত্র প্রধান চরিত্র শিশু/কিশোর হলেই একটি বই শিশুদের উপযোগী সবসময় হয় না। এ জাতীয় অনেক বই-এর বিষয়বস্তু শিশুদের বোধগম্য না-ও হ'তে পারে। কাহিনির ভাষাগত ও ভাবগত উপস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যা সহজেই শিশুরা বুঝতে পারে।

নোট

এই এককে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করতে চাইছি। তবে অন্য মুদ্রিত বস্তু যেমন বিজ্ঞাপন, কার্টুন ইত্যাদিও শিশুদের উপযোগী হ'তে পারে-যদিও তা সাহিত্য পদবাচ্য নয়।

আপনার উন্নতি পরীক্ষা করুন - 2

1. নান্দনিক সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্যের পার্থক্য বিচার।

_____

_____

_____

2. এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনি কিভাবে শিশু সাহিত্যকে চিহ্নিত করবেন? 6 বছর থেকে 14 বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য লিখিত যে কোনও বিষয়কেই কি আপনি শিশু সাহিত্য বলবেন।

_____

_____

_____

3. শিশুকেন্দ্রিক সব গল্প-কাহিনীই কি প্রকৃত অর্থে শিশুতোষ সাহিত্য? আপনার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দিন।

_____

_____

_____

4. নিম্নে উদ্ধৃত বিষয়গুলি কি সাহিত্য বলে বিবেচিত হ'বে-ভেবে উত্তর দিন।

ক) সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন

খ) অভিধান

গ) কোনো খাদ্যের, রন্ধন প্রণালী

ঘ) কবিতা

7.3.2 সাহিত্যের রূপ ভেদ

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে সাহিত্যের নানা রূপভেদ, যেমন কবিতা, গল্প, নাটক, আত্মজীবনী, জীবনচরিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়ানো হয়-যাতে শিশুরা জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নান্দনিক বিষয়ে অবহিত হ'তে পারে। এতে কোনো সন্দেহে নেই যে সাহিত্যের নানা বর্গের

নোট

বিচিত্র বিষয় জানলে শিশুদের জানার পরিধি ও আগ্রহ বর্ধিত হ'বে।

নাটক : নাটক হলো জীবনের বিচিত্র ঘটনার অভিনেয় প্রকাশ, অনেক সময়ই যা কোনও মনীষীর জীবনও কর্মসংক্রান্ত হ'য়ে থকে। নাট্যকারদের কাজটা বেশ কঠিন। বহু বিচিত্র চরিত্রের কর্ম ও আচরণের ছবিটি বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তব করে রূপায়িত করা তাদের কাজ যাতে পাঠকরা চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। সব নাটকের আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি স্তর আছে। নাটক বিয়োগান্ত (ট্র্যাজেডি) বা মিলনান্ত (কমেডি) হ'তে পারে-আবার মিশ্ররসের হতে পারে এবং গদ্যে বা পদ্যে লিখিত হ'তে পারে। গদ্য পদ্যের মিশ্রিত ভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে। শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট' এবং কিং লীয়র প্রধানত পদ্যছন্দে লিখিত কাব্যিক ট্র্যাজেডি। নাটকের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করে তার মঞ্চাভিনয়-যা গল্প, কবিতা বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে হয় না। নাটক হল দৃশ্য কাব্য। যে সব কুশীলব বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন - তাঁদের বলা হয় অভিনেতা-অভিনেত্রী। নাটকের যথার্থ সাফল্য তার মঞ্চায়নে। নাটকের কাহিনি বিবৃত হয় চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে কখনো কখনো কোনো একক চরিত্রে স্বগত সংলাপেও (সলিলকি) তা প্রকাশ পায়।

একাঙ্ক নাটক : এই শ্রেণীর স্বল্পায়তন নাট্যে সমগ্র নাট্য কাহিনি ও ঘটনা একই সময় ও স্থানে বিবৃত হয়। এর আয়তন সংক্ষিপ্ত যা Climax বা শীর্ষ বিন্দু অল্প সময়ে স্পর্শ করে। এই নাটক মঞ্চস্থ করা অপেক্ষাকৃত সহজ-কারণ পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো সময় লাগেনা। মঞ্চ সজ্জাও বাহুল্য বর্জিত হয়। শিশু ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এমন নাটক লেখানো ও অভিনয় করানো যেতে পারে।

উপন্যাস : উপন্যাস হচ্ছে একটি বিশাল আয়তন বিশিষ্ট বহু চরিত্র সমন্বিত কাহিনি। সমকালীন সময়ের বাস্তব চিত্রণ এখানে দেখা যায়। কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ঔপন্যাসিক হলেন - ডিকেন্স, হার্ডি, মেরিডিহ এবং বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের লেখাতে মানবজীবন ও চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত যে বিশাল আয়তন হলেও পাঠকের কাছে তা ক্লান্তিকর হয় না।

ছোটগল্প : সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ছোটগল্প সম্ভবত সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনার অন্যতম। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি তালিকায় ছোটগল্প বহুল সংখ্যায় অন্তর্ভক্ত থাকে। ছোটগল্প অতি অল্প সময়ে পড়ে শেষ করা যায় এবং পাঠকের মনে তার স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। এর মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় মেলে। বিশিষ্ট কয়েকজন ছোটগল্পকার হলেন - আন্তন চেকভ, ও-হেনরি, সমারসেট মম মঁপাসা এবং বাংলার রবীন্দ্রনাথ, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। শিশুও কিশোরদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় লেখক ইংরেজিতে রাসকিন বন্ড-বাংলায় সত্যাজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রবন্ধ : প্রবন্ধ হল যুক্তি পূর্ণ, চিন্তাশীল মননঋদ্ধ গদ্য রচনা। প্রবন্ধ পাঠ ও রচনার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে ওপর জ্ঞান থাকা জরুরী। প্রবন্ধ রচনায় স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি প্রয়োজনীয় তথ্য যুক্তি ও

নোট

উপযুক্ত উদাহরণ সহ উপস্থাপিত হয়। চার্লস ল্যাম্ব, এডিসন, এমারসন, নেহরু, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক প্রবন্ধ রচয়িতা।

আত্মজীবনী : কোনও লেখকের নিজের জীবনকথা, অভিজ্ঞতার আলোকে সরস বস্তুনিষ্ঠ অথচ ব্যক্তিগত গদ্যরচনাই আত্মজীবনী নামে পরিচিত। লেখক নিজেই এই আত্মজীবনীর প্রধান চরিত্র তাঁর নিজের জীবনের অতীত স্মৃতি, বর্তমান অভিজ্ঞতা, দুঃখ সুখের লিপিই আত্মজীবনীর অবলম্বন। গান্ধীজীর My experiments with Truth এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ দুটি রচনা।

জীবনচরিত : জীবনচরিতের লেখক অন্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের জীবন কাহিনি বিবৃত করেন। প্রথম অভিধান রচয়িতা ড. জনসনের জীবনচরিত এই পর্যায়ের পথিকৃৎ এর লেখক বসওয়েল।

ভ্রমণ সাহিত্য : কোনো লেখক যখন দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা স্বাদু গদ্যে প্রকাশ করেন-তখন তাকে ভ্রমণ সাহিত্য বলা হয়। লেখক বিশেষ স্থানের বিবরণ, দৃশ্যবলী ও অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলী যখন রসগ্রাহী গদ্যে প্রকাশ করেন তখনই তা সার্থক ভ্রমণ কাহিনী হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি এ জাতীয় রচনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

নক্সা : কোনো ব্যক্তি, স্থান বা বিষয়ের উপর লেখা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনকে নক্সা জাতীয় রচনা বলা হয়।

স্মৃতি চিত্রণ বা স্মৃতি কথা : এ জাতীয় রচনায় লেখক তাঁর নিজের অথবা অন্য কারোর জীবনের অতীত স্মৃতি চারণা করেন। স্মৃতি সূত্রে এই বর্ণনা করা হয়। এটি অবশ্যই অতীত চারণা - বর্তমান অথবা ভাবীকালের কথা নয়।

কবিতা : কবিতাকে সাহিত্যের নির্যাস বলা যেতে পারে। কাব্যকবিতা সম্ভবত সাহিত্যের আদি প্রকাশ মাধ্যম। বিশ্ব সাহিত্যের বিখ্যাত মহাকাব্য সবই কবিতায় লিখিত। গ্রীসের বিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়াড' বা 'ওডিসি' কিংবা ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত প্রকৃতপক্ষে কাব্যে লিখিত কাহিনি। এছাড়া কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব-শেক্সপীয়র, ডান, শেলী, কীটস, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এলিয়ট এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ। কবিতা সর্বদাই গীতিময় যাতে উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকারের প্রযোগ করা হয়। কবিতার মধ্যে কবির আবেগ ও অনুভূতি অল্প কথা প্রকাশিত হয়। কবিতা পয়ার, মুক্ত ছন্দ বা গদ্য ছন্দেও লেখা হয়। সাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে কবিতা অনুবাদ করা সবচেয়ে কঠিন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পরিচয় এজন্যই দেওয়া হ'ল, যাতে পাঠকক্ষে ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রে বেছে নেওয়া যাবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সেগুলি উপভোগ করার যোগ্য হ'য়ে ওঠে-সেজন্যই বিভিন্ন ধারার উপস্থাপনা। সেইসঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা শৈলী, ছন্দ, অলংকার, বাক্যগঠন রীতি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা যাতে অবহিত হ'তে পারে-এজন্যই এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

নোট

আপনার উন্নতির পরীক্ষা যাচাই করুন - 3

1. গদ্য নিম্নলিখিত বিষয় লেখা হয় না-

   (ক) নাটক

   (খ) উপন্যাস

   (গ) কবিতা

   (ঘ) গল্প

2. আত্মজীবনী ও জীবনচরিতের মধ্যে কী পার্থক্য?

   _____

   _____

   _____

3. কবিতার বৈশিষ্ট্য কী?

   _____

   _____

   _____

4. কয়েকজন বিখ্যাত ছোটগল্পকারের নাম লিখুন-

   _____

   _____

   _____

5. আপনার প্রিয় কোনো কবিতার কয়েক চরণ লিখুন। এটি কোন কবির রচনা? চরণটির অর্থ বোঝান।

   _____

   _____

   _____

6. বিখ্যাত কয়েকজন ছোটগল্পকারের নাম লিখুন। গল্প থেকে তৈরি কোনো চলচ্চিত্রের নাম বলুন। সেই গল্পটি কার লেখা?

   _____

   _____

   _____

নোট

7.3.3 ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা : তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

বিংশশতাব্দীর চার দশকের আগে পর্যন্ত ভাষাশিক্ষার জন্যই সাহিত্য পাঠের প্রচলন ও প্রয়োজন ছিল। বিদেশি ভাষা শিক্ষার জন্য সেই ভাষার সাহিত্য পাঠ খুব জরুরী কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ খ্রি: পর্যন্ত বিদেশি ভাষা শিক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পাঠের তেমন ভাবে চল ছিল না, কারণ সাহিত্যপাঠের চেয়ে কিছু প্রয়োজন-ভিত্তিক মডেলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ঐ সময়ে সাহিত্যকে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হত। তখন ভাষা শিক্ষা প্রধানত ব্যাকরণ নির্ভর ছিল, পরে তাতে অনুবাদ কর্ম যুক্ত হয়।

পাঠ্যবিষয় সবসময় ব্যাকরণ মেনে চলতো না এবং তখন স্বয়ং সম্পূর্ণ পাঠ্যবস্তু নির্বাচন সহজ ছিল না, যেখানে ভাষাগত ও জ্ঞানগত বিষয়ের যথার্থ সহাবস্থান আছে। ব্যাকরণ শিক্ষা কেবল বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়াপদ মুখস্ত করে শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু ছিল এবং এখন তা কার্যকরী আছে, বহু ক্ষেত্রেই।

১৯৭০ - ৮০ র দশকেই ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বুদ্ধিগম্য শিক্ষা দান প্রক্রিয়া শুরু হয়, যাতে ছাত্ররা সহজাত বুদ্ধিও বোধ নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে এবং তাদের যথার্থ পাঠদানে শিক্ষকরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। এর ফলে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োগ দেখা গেল।

Widdowson-এর কথা অনুযায়ী ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়টির দুটি স্তর আছে - ব্যবহার ও ব্যবহার বা প্রয়োগ রীতি। 'ব্যবহার' বলতে নিয়ম বিধি এবং 'ব্যবহাররীতি (usage) বলতে বোঝায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে জ্ঞান।

বর্তমানে পাঠ তালিকার অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যপুস্তক ভাষা প্রয়োগরীতির প্রাথমিক শিক্ষা দান করে। Pove'-এর (1972) বক্তব্য হল ''সাহিত্য ভাষা শিক্ষার দক্ষতা বাড়ায় কারণ সাহিত্য ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে।"

এভাবে বিশশতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ভাষাশিক্ষার দক্ষতার ক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় সাম্প্রাতিক কালে মুখস্ত করে বর্ণমালা বা শব্দ না শিখিয়ে গল্প-কবিতার মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয় করানো হয়।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা - 4

1. ভাষা শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি ছিল

   ক) অর্থ বোঝানো

   খ) বাক্য গঠন

   গ) ব্যাকরণ শিক্ষা

   ঘ) ধ্বনিগত শিক্ষা

2. বিশ শতকের শেষভাগে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োগরীতির উপর আলোকপাত

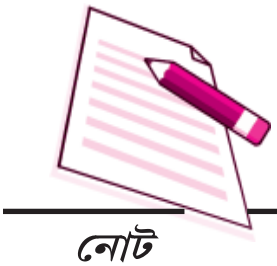

নোট

করুন।

_____

_____

_____

3. ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ গত অনুবাদ পদ্ধতির মূলনীতি কি?

_____

_____

_____

7.4 সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য

সাহিত্যের পাঠদানের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে। সাহিত্য শিক্ষণ এবং প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষাদান নির্ভর করে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের মনোভাব ও কাজের উপর।

1. **ভাষাগত প্রয়োগ বিধি :** এ জাতীয় পাঠে সাহিত্য সাধারণভাবে ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে শব্দ সম্ভার এবং বাক্যগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হল যে সাহিত্য পাঠের জন্য কোনো উৎসাহ ও আগ্রহ জন্মায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার পরে ব্যাকরণ, শব্দচয়ন কিছুই ঠিকমত শেখেনা এবং সাহিত্যে তাদের কোনো আকর্ষণ জাগে না।

2. **সাহিত্যগত পাঠদান পদ্ধতি (format) :** সাহিত্য নির্ভর শিক্ষা ক্ষেত্রে বিষয় ও ভাবগত দিকের উপর জোর দেওয়া হয়। মানবিক মূল্যবোধ ও বিশেষ সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলাই এ জাতীয় পাঠদানের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে ভাষায় সহজাত জ্ঞান ও দক্ষতা ছাড়া ব্যাকরণ বিধি-প্রয়োগরীতি ও বাক্যগঠন বিষয়ে যথার্থ শিক্ষা লাভ সম্ভব হয় না। L–1–এর ক্ষেত্রে হয়তো এটি তেমন ক্ষতিকারক নয়-কিন্তু L–2-এর ক্ষেত্রে এটি দারুন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

3. **ব্যক্তিত্ব গঠনমূলক প্রয়োগপদ্ধতি (format)** : এ জাতীয় শিক্ষাদানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল সাহিত্য-পাঠের মাধ্যমে শিশুদের মানসিক গঠনে সাহায্য করা। এর ফলে আশা করা হয় যে সাহিত্য পাঠের ফলে ছাত্রদের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে এবং জীবনে তারা আদর্শ মানুষ হ'য়ে উঠবে।

7.4.1 শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন প্রকার

আমরা সাহিত্যশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে (class room) সেই বিষয় কিভাবে প্রয়োগ করবো? আপনারা কী কখনো ভেবেছেন কোন পদ্ধতিকে শিক্ষাদান করা হ'বে? শিশুরা তাদের বাড়িতে কি ধরণের ভাষা ব্যবহার করে? এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যই

নোট

বা কোথায়? এই পর্বে আমরা সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবো। Krashen আগের একক গুলিতে দেখিয়েছেন-অর্জন এবং শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য আছে। বাড়ির পরিবেশে বা রাস্তাঘাটে শোনা ভাষা বিধি হ'ল প্রাথমিক ভাবে অর্জিত এবং বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে শেখা হল যথার্থ শিক্ষা। প্রথমটি সহজাত অর্জন (acquistion) এবং দ্বিতীয়টি যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা (learning).

সাধারণ ক্ষেত্রে শিশুরা তাদের ভাষার প্রয়োগ বিধি শিখে যায়, কারণ ছোট থেকেই তারা যথেষ্ট যত্ন, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িতে পায় ফলে ভাষা শেখাও সহজ হ'য়ে যায়। তবে নিজস্ব বোধ না থাকলে ভাষার বিভিন্ন রীতি ও প্রয়োগ সহজে আয়ত্ত হয় না। আমাদের উচিত বিদ্যালয়ে এই ভাষাশিক্ষাকে উৎসাহ দিয়ে শিশুদের আগ্রহী করে তোলা। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে সাহিত্যপাঠ বিশেষ কার্যকরী। সাধারণ ক্ষেত্রে সাহিত্যপাঠ শিশুদের বিষয়ের আঙ্গিকের চেয়ে অর্থের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। আর একবার যখন ব্যাকরণ বিধি ও বাগরীতির প্রক্রিয়া আত্মস্থ হ'য়ে যায় তখন সাহিত্যের বোধও সহজেই অন্তরস্থ হ'য়ে যায়। তবু ব্যাকরণের রীতি ও প্রয়োগ-বিধির বিষয়টি যথেষ্ট শিক্ষার মাধ্যমে স্পষ্ট ও বোধগম্য হ'য়ে ওঠে। একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার নিশ্চয় জানা আছে যে প্রাথমিক শিক্ষণ ক্ষেত্রে একজন শিশুর দ্বিতীয় ভাষার চেয়ে প্রথম ভাষার উপর দখল অনেক বেশি। দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষকদের কর্তব্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত নিয়ম নীতির ব্যাখ্যা না করে দ্বিতীয় ভাষার ব্যবহার ও চর্চার ওপর জোর দেওয়া, যাতে সেটি আয়ত্তে আসে। জোর করে শেখানোর চেয়ে সহজ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে ছাত্ররা প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়।

একটি L2 Class room বা শ্রেণীকক্ষ কেমন দেখতে হয়? গৃহ পরিবেশ থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বিতীয় ভাষা ও বিদেশি ভাষার শিক্ষকরা ব্যাকরণ ও অনুবাদ পদ্ধতির বেশি নির্ভরশীল। এই শিক্ষকরা শব্দের তালিকা তৈরি করেন এবং কিছু উদাহরণ সহ ব্যাকরণের বিধি শেখান। তারপর একটি নমুনা দেওয়া হয়, যার মধ্যে শব্দের তালিকা বা পরিভাষা সংকলন থাকে - এবং সবশেষে অভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা tutorial-এর মতো যা সাধারণ Class room-এর মতো নয়।

অন্যদিকে স্বাভাবিক পরিবেশে গঠিত শ্রেণীকক্ষে শিশুরা মানসিক-চাপ (টেনশন) মুক্ত পরিবেশ পায় যেখানে যথার্থ বোধবিকাশের সুযোগ হয়। তাদের ভুলত্রুটির জন্য তাদের শাসন করা হয় না। প্রতিদিনের ব্যবহার উপযোগী বিষয় তারা প্রয়োগ করতে শেখে এবং তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী বিশেষ ভাষায় কথোপকথন ও জনসংযোগ সহজেই করতে পারে।

আপনার উন্নতি যাচাই করুন - 1

1. একটি শিশু বিদ্যালয়ে আসার আগে প্রথম ভাষা শিক্ষা করে-

   ক) শিক্ষক-কেন্দ্রিক পাঠ কেন্দ্র

   খ) স্বাভাবিক ব্যবস্থায়

   গ) বাবা-মার শিক্ষায়

   ঘ) এর কোনোটিতেই নয়

নোট

2. দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষকদের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত?

_____

_____

_____

3. ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং শিক্ষক-কেন্দ্রিক (টিউটোরিয়াল) পাঠকেন্দ্রের পার্থক্য কোথায়?

_____

_____

_____

4. ব্যাকরণ-অনুবাদ পদ্ধতি বলতে কি বোঝায়?

_____

_____

_____

7.4.2 প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার (বিদেশি ভাষা) শ্রেণীকক্ষ

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এবং বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষার যে পার্থক্য তা আশাকরি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই পার্থক্য প্রকাশ ও গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকের দেখা উচিত শ্রেণীকক্ষে কি ধরণের পাঠ্যবিষয় দেওয়া উচিত যাতে শিশুরা সহজেই মাতৃভাষার মতো দ্বিতীয় ভাষাও শিখতে পারে।

সাহিত্যপাঠ যে কোনো ভাষার মাধ্যমেই করা সম্ভব-তা প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা বা অন্য কোনো ভাষাই হোক। নির্বাচিত সাহিত্য সহজ শব্দে, সরল বাক্যে হওয়া উচিত, যাতে সহজেই বোধগম্য হয়। নির্বাচিত পাঠক্রম অবশ্যই আকর্ষনীয় হওয়া উচিত। ব্যাকরণ ঠিক যেখানে যতটা প্রয়োজন, ততটাই শেখানো উচিত। শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট গ্রন্থাদি প্রয়োজন এবং ভাষাশিক্ষার জন্য সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ছাত্রদের গ্রহণ ক্ষমতা সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবহিত হওয়া উচিত এবং সেইমত ছাত্রদের ভালো পাঠ্যবস্তু দেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা উপযুক্ত হ'য়ে উঠতে পারে। সেজন্য শিশু ছাত্রদের গ্রহণ করার ক্ষমতা শিক্ষকদের জানা প্রয়োজন ও সেইমত পাঠ্যবস্তু (material) সরবরাহ করা উচিত। ভাষা নিয়ে যত তারা চর্চা করবে, ততটাই তারা শিখবে।

বেশির ভাগ রাজ্যেই প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। যেহেতু প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষার চেয়ে অন্য ভাষার সংযোগ করা শক্ত, সেইজন্য শিক্ষকের উচিত যোগাযোগের উপযোগী পাঠ্যবস্তু নির্বাচন করা। পাঠ্যবিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের চেয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত ছাত্ররা স্বাধীনভাবে কেমন করে পড়তে পারে।

নোট

সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত-

(১) পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি না হলেও আংশিক জ্ঞান দরকার

(২) পাঠ্যবস্তু পাঠ করে শিশুদের কী প্রতিক্রিয়া জানা দরকার। তাদের প্রতিক্রিয়া তাদের কথায় ব্যক্ত হ'তে পারে।

(৩) ছাত্রদের কল্পনা ও সৃজনশীলতার সুযোগ দেওয়া উচিত।

(৪) শিশুদের ভ্যুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা - শাসন না করে পাঠবিষয় সম্বন্ধে তাদের উৎসাহিত করতে হ'বে। সাহিত্যের পাঠ্য অংশের ভাব যাতে তার গ্রহণ করতে পারে সেদিকে তাদের উৎসাহ দিতে হ'বে।

7.4.3 সাহিত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতার উন্নয়ন

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি পাঠকক্ষে (Class room) কীভাবে সাহিত্য শিক্ষা করা উচিত। পাঠ্য গল্প কবিতার পাঠপ্রসঙ্গে কিভাবে উপযুক্ত ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করতে হয় শিক্ষার্থীরা তা শিখতে পারবে। কিন্তু এছাড়া সাহিত্যের আরও বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা আছে। আকষর্ণীয় কাহিনি পাঠকদের আরো পড়ার ও জানার জন্য আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। ভালো সাহিত্য পাঠের পর ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানস্পৃহা বেড়ে কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতা বর্ধিত করে তারা অজানা শব্দ বন্ধর অর্থ বোঝার ক্ষমতা ও দক্ষতাও লাভ করে। নিজেদের মতন ও চিন্তাশক্তি তাদের সাহিত্য পাঠে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে এবং ভবিষ্যতে সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সাহায্য করে। সাহিত্যিক স্কটের মতে সাহিত্য হল সৌন্দর্যবোধ, নীতিজ্ঞান ও মানসিক মূল্যবোধের দর্পণ স্বরূপ, যা সামাজিক নীতিবোধ ও সংস্কৃতির রূপায়ণে সাহায্য করে। সাহিত্য মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা করলে ব্যক্তিত্ব গঠনে তা সহায়ক হয়। ফলে ছাত্ররা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যোগ দিয়ে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

> উইডসন-এর (Widdowson) মতে সাহিত্য কেবল ভাষা শিক্ষার সহায়ক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ে আগ্রহী করে তাই নয়, তা জনসংযোগ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। সাহিত্য উপকরণ (material) কেবল পাঠের দক্ষতাই বৃদ্ধি করে না, তা দেখা, শোনা, পড়া ও লেখার দক্ষতাও বাড়িয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য শিক্ষা ও বিশ্লেষণ-এর সাহায্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। পাঠকের আবেগ ও অনুভূতির মানসিকতা তাদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বোধকে জাগ্রত করে।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা - 1

1. আকষর্ণীয় গল্প-কাহিনি সাহায্য করে-

   ক) মনোযোগ

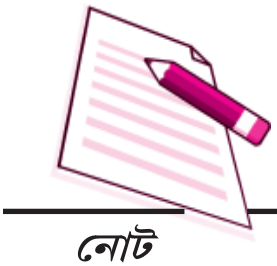

নোট

খ) অনুমান ক্ষমতা

গ) কল্পনা

ঘ) সবকটি বিষয়

2. শিশুদের সাহিত্যিক বোধ জাগ্রত করার সুফল কী?

_____

_____

_____

7.5 বিভিন্ন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি

ভাষা শিক্ষক হিসাবে আপনাকে বিভিন্ন সাহিত্যিক শাখা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয় - গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। এর মধ্যে কোনটি পড়াতে আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে? যখন সব শিশুই গল্প পড়তে বেশি ভালোবাসে আপনি কীভাবে তাদের কবিতাপাঠে উদ্বুদ্ধ করবেন? প্রবন্ধের প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা বোঝাবেন? পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছাত্রদের প্রশ্নোত্তর আগ্রহী করে তোলার জন্য আপনি কি কৌশল প্রয়োগ করবেন? এই সব বিষয় নিয়ে এই এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

7.5.1 প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন পাঠ্যপ্রণালী প্রবর্তনের মূলসূত্র

প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে গল্প, লোককাহিনী, পুরাণকথা কিংবদন্তী, নীতিকথা ও ছড়া সংকলিত হয়।

উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত হয়, উপন্যাস, নাটক, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত, ইত্যাদি।

শিশুদের পাঠক্রমে গল্প থাকার অনেক সুবিধা। সেগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত-যাতে শিশুরা সহজেই পড়তে চায়, সমগ্র কাহিনী অল্প কয়েক পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত থাকায় তা পড়ার জন্য ছাত্রদের আগ্রহ বজায় থাকে। ফলে পাঠকের কাছে এর আবেদন ও আকর্ষণ সমধিক।

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে ছড়া অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিশুদের আকর্ষণ ও উৎসাহ বাড়িয়ে তোলা হয় পরবর্তী উচ্চতর স্তরে শব্দ ও ছন্দ সম্বন্ধে আগ্রহ বর্ধিত হয়। কবিতায় গদ্যের চেয়ে বেশি সংখ্যায় উপমা, রূপক অনুপ্রাসের ব্যবহার বেশি এবং এই বিষয়গুলির সঙ্গে শিশুরা কবিতার মাধ্যমেই পরিচিত হয়। এতে ভাষা প্রয়োগের দক্ষতাও বাড়ে। নাটকের ব্যবহার ও প্রয়োগ ছাত্রদের মধ্যে শ্রবণের ইচ্ছাকে বাড়িয়ে তোলে। জটিল ব্যাকরণগত গঠনের মধ্য থেকে নাটকের বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিকতা বুঝে নিতে পারা যায়। নাট্যপাঠ করতে গিয়ে তার দৃশ্যায়ণ তাদের কাছে প্রতিভাত হয় এবং চরিত্রের সংলাপের মধ্যে নিজেদের একাত্ম করতে পারা যায়। মানবিক বোধও এর মধ্যে জাগ্রত হয়। পাঠকের কল্পনা, অন্তর্দৃষ্টিও এর ফলে বেড়ে যায়।

নোট

সাম্প্রতিক কালে সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিকতার যোগের বিষয় নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে সাহিত্যের অধ্যয়ন ও পাঠের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করে। পড়ার উৎসাহ বাড়লে আমরা আরো বেশি করে পড়তে আগ্রহী হই। শিশুদের এমন বই পড়তে দেওয়া উচিত যা তাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে অনুভব ও বোধকে জাগ্রত করে বিবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়ে উৎসাহী করে তোলে।

সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্য প্রধানত উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ছড়া, লোকগাথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাই এমন প্রশ্নের ওপর জোর দেওয়া উচিত যা ছাত্ররা সহজেই বুঝতে পারে। ছাত্ররা যাতে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় ব্রতী হতে পারে সেজন্য শিক্ষকদের উচিত তাদের সাহায্য করা। পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যাতে ছাত্ররা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে জানতে পারে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ও পড়ার অভ্যাস বেড়ে ওঠে।

সাহিত্য একই সঙ্গে ভাষাগত দক্ষতা (লেখা, পড়া দেখা, শোনা, বলা) ও ভাষার ক্ষেত্র বিস্তারে (শব্দ চয়ন ও ব্যাকরণ) সহায়তা করে।

প্রত্যাশা অনুযায়ী ছাত্রদের সাহিত্যপাঠের দক্ষতা কতখানি পূরণ হয় তা লক্ষ করার জন্য NCERT-এর হিন্দিও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের গুলি দেখা প্রয়োজন।

প্রথম শ্রেণীর হিন্দী পাঠ্যপুস্তক ছড়া ও গল্প দিয়ে শুরু হয় এবং শেষে দেখা যায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কিভাবে শিশুরা সেগুলি আত্মস্থ করতে পারছে। অন্যদিকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ধরণের গদ্য (গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার), কবিতা ও নাটক সংকলিত হয়। প্রেমচাঁদের গল্প 'ঈদগা' কিংবা বিভূতিভূষণের পুঁইমাচা গল্প শিশুদের অনুভব শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

নির্দিষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ নির্বাচনের সময় পাঠ্যপুস্তক ভালোভাবে বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ করা উচিত।

উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ছাত্ররা শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্কর সন্ধিক্ষণে উপনীত। এ ক্ষেত্রে এমন গল্প কবিতা নির্বাচন করা উচিত যা একাধারে তাদের শৈশব স্মৃতিকে জাগ্রত করবে এবং ভবিষ্যতের পথনির্দেশে সহায়ক হ'বে। নাটক তাদের ভাব-প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করবে এবং কিছুকাল আগেও যা তাদের অনায়ত্ত ছিল, সেই বিষয়কে বোধগম্য করবে, এজন্য আমাদের উচিত এই স্তরের জন্য এমন গ্রন্থ নির্বাচন করা যা শৈশব ও বয়ঃসন্ধির পার্থক্যকে সুচিহ্নিত করতে পারে।

7.5.2 শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রকারকে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত

এই প্রতিবেদনে আমরা আলোচনা করা দেখতে চাইবো সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ভেদ (অর্থাৎ গল্প, কবিতা উপন্যাস, একাঙ্ক-) যা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত-সেগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করবো।

গল্প ও ছোট গল্পর উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার প্রক্রিয়া ঃ

প্রায় সব পাঠ্যপুস্তকে ছোটগল্প সংকলিত থাকে। আপনি একটি গল্পের উদ্ধৃতাংশ গ্রহণ করে এই কাজগুলি করতে পারেন।

- যদি কোনো দীর্ঘ কাহিনির উদ্ধৃতি হয় তাহলে ছাত্রদের বলুন সেটির প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করতে - আগে কী ঘটেছে বা পরে কী ঘটতে পারে তা লিখতে।

নোট

ঐ উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত কোনো বিশেষ চরিত্রের বিবরণ দিতে বলুন। ঐ অংশের দুটি চরিত্রের কথোপকথনের বর্ণনা দিতে বলুন। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের কোনো গল্প বলতে বলতে বিশেষ একটি জায়গায় থেমে গিয়ে ছাত্রদের প্রশ্ন করতে পারেন। বিভিন্ন গ্রেড বা শ্রেণী অনুযায়ী প্রশ্নও বিভিন্ন প্রকারের হ'বে। প্রশ্নের উত্তর ছাত্রদের কাছে জানতে চাওয়া হ'বে-যেমন কাহিনিটি শুনে তাদের কি মনে হচ্ছে? বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? গল্পটি শুনে তাদের মনে কী প্রশ্ন আসছে? নিম্নশ্রেণীর বাচ্চারা মুখে মুখে উত্তর দিতে পারবে এবং উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা লিখিত ভাবে এর উত্তর দেবে। আকবর-বীরবল, তেনালি রাম, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি লোকগাথা ও প্রচলিত কাহিনি এক্ষেত্রে নমুনা স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে যাতে ছোটদের পক্ষে তার উত্তর দেওয়া সহজ হয়।

কবিতার ব্যবহার ও প্রয়োগ

শিক্ষক একটি কবিতা ক্লাসে আবৃত্তি করতে পারেন বা ছাত্রদের সেটি আবৃত্তি করতে বলবেন যথাযোগ্য উচ্চারণ ও আবেগসহ। এছাড়াও আপনি যা করতে পারেন-

- কবিতাটি অন্তর্নিহিত অর্থ বা গল্পটি ছাত্রদের বলতে বলুন। কবিতাটি কার জন্য, কি উপলক্ষে কে লিখেছিলেন জানতে চাইবেন।

শিক্ষক কবিতাতে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদের কাছে জানতে চাইবেন এবং তাদের জীবনের সঙ্গে এর কোথায় যোগ সেটিও জিজ্ঞাসা করবেন। তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতিফলন তার মধ্যে ঘটতে পারে। কবিতাটি অর্থ পরিবর্তন করে, কাঠামো অবিকৃত রেখে ছাত্রদের সেটি পুনর্লিখন করতে বলুন। মেধাবী ছাত্রদের কাছে কবিতাটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য জানতে চাওয়া হ'তে পারে এবং কেন কবিতাটি তাদের কাছে শ্রুতি সুখকর তাও জানতে চাওয়া হতে পারে। শিক্ষক কবিতাটির ছন্দোলিপির বিষয়ও তাদের মতামত জানতে চাইতে পারেন।

নাটকের প্রয়োগ বিধি

আপনার ক্লাসে কি ধরণের নাট্যপাঠ হ'বে তা আপনি স্থির করতে পারেন। কেউ কেউ সমকালীন বিষয়ের ওপর জোর দেন যেমন আর্থার মিলার (ইং) মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মনোজ মিত্রর (বাংলা) নাটক, অন্যরা চাইবেন ধ্রুপদী নাটক যেমন শেক্সপীয়র, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের রচনা। তবে এটাও ঠিক যেমন নাটক তাদের আবেগ অনুভূতি জাগ্রত করে চেতনা উদ্দীপ্ত করে সেগুলির ব্যবহারই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের নিজেদের লেখা নাটক অভিনয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তারা প্রয়োজনমত কাগজের কাটিং ছবি বা অন্য কিছু আনতে পারে-যা নাটকের জন্য দরকার। এর ফলে তারা নিজস্ব মতামত জানিয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ এর বিষয়কে উন্নত করতে পারে।

7.5.3 সাহিত্য পাঠের ক্লাসের কিছু সমস্যা

পাঠ্যবস্তুর উপকরণ যদি সুনির্বাচিত না হয় এবং শিশুর ভাষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক না হয়। তাহলে গভীর সমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারে। ছাত্ররা যদি তাদের পাঠ্যবস্তুর মূল অর্থ বুঝতে না পারে,

নোট

তাহলে তারা শিক্ষায় আকর্ষণ হারাবে এবং পুরো শিক্ষা প্রক্রিয়াটি বিফলে যাবে। এমন কোনো ভাষা যা ছাত্রের কাছে কঠিন ও দুর্বোধ তার মাধ্যমে শিক্ষা অর্থহীন হয় এবং ছাত্ররা সেই ভাষার বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে অসমর্থ হয়।

ভিন্নভাষার শিক্ষক বা ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হ'ন। বিভিন্ন পরিবেশ ও পারিবারিক অবস্থান, বিভিন্ন মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষাদান করতে গিয়ে শিক্ষকদের যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। এটাও তাঁদের বোঝা দরকার যে ছাত্রদের প্রথম ভাষায় শিক্ষাদান ও দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম ভাষার ক্লাসের তুলনায় প্রাথমিক স্তরের সাহিত্য পাঠ উপকরণ-এর মান অনেকটাই নিম্নস্তরের। দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষকদের দক্ষতার মান ও সাহিত্য বোধের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটাও ঠিক যে ভাষা শিক্ষাদান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এবং সেজন্য উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োজনীয়।

আপনর উন্নতি পরীক্ষা - 1

1. সাহিত্যপাঠ কোন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ে

   ক) পড়া

   খ) লেখা

   গ) কথা বলা

   ঘ) শোনা

2. নাট্য অভিনয়ের দ্বারা ভাষা শিক্ষায় শিশুরা কতখানি উপকৃত হয়?

   _____

   _____

   _____

3. প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহৃত বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রকারের বর্ণনা।

   _____

   _____

   _____

4. প্রাথমিক শ্রেণীতে সাহিত্যগ্রন্থ নির্বাচনের উৎস কি?

   _____

   _____

   _____

নোট

7.6 উপসংহার

- সবধরণের রচনাই সাহিত্যের অন্তর্গত কিন্তু এর মূল বৈশিষ্ট্য হল কল্পনা সমৃদ্ধ সৃষ্টিশীল রচনা। তথ্য সম্বলিত লেখা বা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন জাতীয় রচনা কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাহিত্য নয়।
- সাহিত্য দু-প্রকার : সৃষ্টিশীল সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্য। সৃজনশীল সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান ও সহানুভূতি-সংবেদন জাগ্রত করা। এক্ষেত্রে আমরা গল্প, কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করি; অন্যদিকে সৃষ্টিশীল নয় এমন সাহিত্যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হ'ল তথ্য সংগ্রহ এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া যার সঙ্গে সংবাদপত্র, অভিধান, বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ জড়িত।
- সাহিত্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন, কার্টুন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সাহিত্যের তিনটি মূল প্রকার ভেদ আছে-গদ্য(গল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনি) কাব্য (কবিতা, শ্লোক) এবং নাটক।
- ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক প্রয়োগ বিষয়ে তিনটি প্রকার আছে - ভাষা বিষয়ক, সাহিত্য বিষয়ক এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশক।
- ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি আছে - ভাষা অর্জন ও ভাষা শিক্ষণ। সাধারণ মুক্ত ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষা ছাড়াই ভাষা শেখা যায়; এবং বিধি সম্মত শ্রেণীকক্ষে ভাষার জ্ঞান লাভ হয়। অর্জন এবং শিক্ষণ-এর সমন্বয় সাধনে সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের জ্ঞান লাভ ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী।
- সাহিত্য পাঠ শিশুদের সৃজনশীলতা বাড়ায়, গ্রন্থের বিষয় মতামত প্রকাশ করে। বিশ্লেষণ ও মনোযোগের ক্ষমতা বাড়ায়। তারা কল্পনাপ্রবণ এবং সংস্কৃতিমনা হ'য়ে ওঠে।
- শিশু সাহিত্য পাঠে শিশুদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায় পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়ে।
- লেখা, পড়া, শোনা প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান ছাড়াও সাহিত্য ভাষার অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। যেমন—ভাবপ্রকাশ, সৃজনশীল রচনা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

আপনার শ্রেণীকক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্থান পাঠাগারের (লাইব্রেরী) জন্য রাখুন। সেখানে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বইপত্র থাকবে।

7.7 পাঠনির্দেশ

- অগ্নিহোত্রী, আর.কে (2007) হিন্দি
  An Essential Grammar

নোট

- ক্রাশেন, স্টিফেন. ডি (1981)
  Principles and Practice in Second Language Acquisition, English Language Teaching series
- উইডোসম. এইচ. জি (1990)
  Aspects of Language Teaching, Oxford
  Working Papers of the Summer Institute of Linguistics 1997 (University of North Dakota Session)

7.8 একক-শেষের অনুশীলনী

১। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কত ধরণের সাহিত্যবর্গ আছে?

২। সাহিত্য প্রয়োগের কারণে শিক্ষক হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

৩। আপনি কি ছাত্রদের মূল গ্রন্থ পাঠে উৎসাহ দেন নাকি শুধুমাত্র বর্ণনা করেন? কারণ দেখান।

৪। ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য আপনি তাদের কি শেখান?

৫। সাহিত্য পাঠদানে আপনার ছাত্রদের সাহিত্যের চারটি পদ্ধতি কিভাবে শেখান?

৬। মহাকাব্য বলতে কি বোঝায়? উদাহরণ সহ বোঝান?

৭। ভাষা শিক্ষাদান কালে সাহিত্যের বিভিন্ন বর্গকে কিভাবে প্রয়োগ করেন? একটি কবিতার উদাহরণ দিয়ে বোঝান?

৮। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার জন্য কবিতাও গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেন?

৯। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োগ বিধির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

একক - 8 শ্রেণীকক্ষে ভাষাশিক্ষা পদ্ধতি

নোট

পরিকাঠামো

8.0 – ভূমিকা

8.1 – শিক্ষণীয় বিষয়

8.2 – পাঠ প্রকল্প প্রণয়ণের তাৎপর্য

8.3 – পাঠ প্রকল্প (পরিকল্পনা) কী? (lesson plan)

8.4 – পাঠ উপাদান বা অঙ্গ

8.4.1 – কী পড়ানো হ'বে?

8.4.2 – কাকে পড়ানো হ'বে?

8.4.3 – নির্ধারণের কৌশল

8.4.4 – পাঠ্যতালিকার উপকরণ

8.5 – পাঠশালা তালিকা তৈরি পরিকল্পনা

8.6 – আদর্শ পাঠমালার গঠন

8.6.1 – তুলিকার শ্রেণীকক্ষ

8.6.2 – Satpura ke ghane jingal (সাতপুরার ঘন জঙ্গলে)

8.6.3 – অক্ষর পরিচয়

8.6.4 – রাধার শ্রেণীকক্ষ

8.6.5 – গল্পবলার কৌশল

8.7 – প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপনককক

8.8 – পাঠ্যসূচি প্রণয়ণের কৌশল

8.9 – উপসংহার

8.10 – পাঠ ও রেফারেন্সের সংকেত

8.11 – একক শেষে অনুশীলনী

8.0 ভমিকা

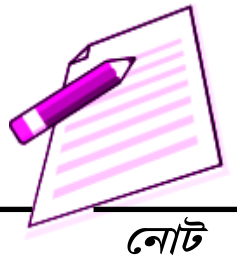

নোট

শিশুদের ভাষা শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেসব পদ্ধতি বা কৌশলের কথা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে-তার মধ্যে আছে-নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান, পাঠ্যতালিকা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তার সংক্ষেপ-করণ, নানা ধরণের প্রশ্নের উত্তরদানে শিশুদের উপযোগী করে তোলা, সমস্যা সমাধানের উপায় অবহিত করা, তাদের নানা কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলা। ভাষা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োগ কৌশল (টেকনিক) আছে - এবা প্রতিটির নির্দিষ্ট বিধি ও নিয়ম বর্তমান। অনেক শিক্ষকই সেই নির্দেশনামা না মেনে নিজস্ব মতে শিক্ষা দান করেন? আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক শিক্ষক পাঠশেষে অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর ছাত্রদের তৈরি করে দেন যাতে তারা মুখস্ত করে ক্লাসের এবং বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পাঠদান ও শিক্ষাগ্রহণের বিধি বিশেষভাবে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মেনে চলা হয় যাতে শিক্ষকরা নিজস্ব নীতিগত ভাবে শিক্ষা দান করেন এবং সেই নির্দিষ্ট নীতি মেনে ছাত্ররা পড়ে। অপরপক্ষে এই পাঠদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি কিছু ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনী কৌশলে প্রয়োগ করা হয়, ফলে এটি হয়ে ওঠে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যার ফলে ছাত্রদের নতুন নতুন জ্ঞান লাভ হয় এবং তারা মানসিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ছাত্ররা বিশেষ ধরণের পাঠ প্রকল্পের বাইরে অনেক কিছু সাধারণ জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তাদের পারিবারিক পরিমন্ডল ও সামাজিক পরিবেশ থেকে তারা অনেক কিছু শেখে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে ছাত্ররা যদি নিজেরা নিজের থেকে পরিকল্পনার বাইরে গিয়েই ভাষা শিখতে পারে তাহলে কেন আমরা ভাষা শিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের রীতিনীতি শেখাতে চাইছি? এর প্রয়োজনীয় কোথায়?

আসলে এটা বোঝা দরকার যে শ্রেণীকক্ষের বা শিক্ষণ কেন্দ্রের নিদিষ্ট কাঠামোর মধ্যে ভাষা শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবেশে শিক্ষালাভের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই দু'ধরণের শিক্ষার ফলও স্পষ্টতই ভিন্ন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষণপদ্ধতিতে ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন অবস্থার ছাত্রছাত্রীরা একত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষা লাভ করে। আমরা বাসকরি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত শিশুদের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হ'ল মূল লক্ষ্য। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি কোনটি সেটা জানা যেমন জরুরী তেমনই জরুরী হল একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে শিশুদের শিক্ষার উন্নয়ণ এবং কিভাবে তারা সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা। শিক্ষণীয় পদ্ধতির যথার্থ মূল্যায়ণ করাও জরুরী। সঠিক পদ্ধতিগত শিক্ষণ এবং ছাত্রদের আত্মবিকাশ ও চরিত্রগঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অবশ্যই বিশেষরূপে সহায়ক।

এজন্য খুব জরুরী হল শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ক্লাসরূপ বা শ্রেণীকক্ষের যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে বিদ্যালয়ে আসার আগেই ছাত্ররা অনেক বিষয়ই জেনে আসে। সেজন্য এই পরিকল্পনা পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যা ছাত্রদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং তাদের পরিবেশের অনুকূল হয়-যার ফলে এই শিক্ষা তাদের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও উপযুক্ত হ'তে পারে। এই এককে আমরা বিভিন্ন ধারার শিক্ষণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করবো এবং আমাদের নিজস্ব এক বিশিষ্ট 'মডেল' বা আদর্শ পদ্ধতি তৈরি করতে পারবো।

নোট

8.1 শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই একক নিম্নলিখিত বিষয়ে আমাদের জানাবে-

- ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত রীতি কী ছিল এবং তার সীমাবদ্ধতাই বা কী?
- পাঠ-পরিকল্পনার গুরুত্ব
- পাঠ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? শিক্ষণ পদ্ধতির কথাই শুধু নয়, কেন আমরা পাঠ পরিকল্পনা কথাও বলছি?
- কার্যকরী পাঠ পরিকল্পনা প্রয়োগ ও মূল্যায়ণ
- পাঠ পরিকল্পনায় কতটা নমনীয়তা সম্ভব এবং তার সুযোগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।
- উপযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা জন্য সম্ভাব্য প্রস্তুতি।

8.2 পাঠ প্রকল্প গঠন ও প্রয়োগের তাৎপর্য

পাঠপরিকল্পনা তৈরি করার প্রয়োজনীয় কী - সেটা আমাদের জানা দরকার যাতে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট সময় না দিয়েও ছাত্ররা প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান লাভ করতে পারে। শিশুদের যে তাদের মাতৃভাষা জানার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা থাকে-সেটা জানা সত্ত্বেও পাঠ্যসূচিতে ভাষা শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি কেন প্রয়োজন? পরিকল্পনার প্রয়োজন কেন?

আমরা জানি যে অনেক শিক্ষক যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই ক্লাসে যান এবং ছাত্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভালো ভাবেই শিক্ষা দিয়ে থাকেন; তাঁরা তাঁদের বিষয়ে খুবই দক্ষ এবং ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন ছাত্রদের ক্ষমতা ও গ্রহণ যোগ্যতার বিষয়ে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা আছে। এই জাতীয় শিক্ষকরা পাঠ্যপরিকল্পনা বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন এবং ছাত্রদের প্রয়োজনমত পাঠদান করে থাকেন।

বিদ্যলয়ে শিক্ষাগ্রহণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা সাধারণ ভাবে অর্জিত শিক্ষার থেকে কিছু আলাদা। এটা জানা খুব জরুরী যে ক্লাসরুপে ছাত্রদের বিধিসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সাধারণভাবে বাইরে থেকে অর্জিত ভাষাজ্ঞানের চেয়ে স্পষ্টতই আলাদা। এমনকি একজন মা তাঁর শিশুসন্তানকে যে বিশেষ ধরণের ভাষায় বাড়িতে শিক্ষা দেন - বিদ্যালয়ে সেই ভাষায় শিক্ষা দেন না। ভাষা একটি জটিল বিষয় এবং এর বাগবিধি, বাক্য গঠনের রীতি, শব্দের প্রয়োগ ও নির্বাচন ক্ষেত্রবিশেষ পরিবর্তিত হয়। সেজন্য বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের যথেষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হয়।

বাড়িতে বসে পড়াশোনার ক্ষেত্র অনেকটাই পরীক্ষামূলক স্তরে থাকে, তাই ভুল করলে উপহাসের পাত্র না হয়ে নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে সেই সুযোগ একজন ছাত্র পায়না কারণ বিদ্যালয়ে 'নির্ভুল এবং যথার্থ' পাঠই প্রধান লক্ষ্য।

ভাষার একটি অত্যাবশক লক্ষণ হ'ল ব্যক্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ভিন্নতা ও বৈচিত্র; যদি একটি শিশুকে ভাষা শিক্ষার দক্ষতা অর্জন করতে হয় তাহলে তাকে ভিন্নস্তর ও প্রসঙ্গের বৈচিত্রও

শিখতে হ'বে। এক্ষেত্রেই আসে পাঠক্রম পরিকল্পনার অপরিহার্য ভূমিকা। ব্যক্তিক-সামাজিক, সাংস্কৃতিকও ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র অর্জনের জন্যই পাঠক্রমের পরিকল্পনা বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা-1

1. ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বাড়ির শিক্ষার তফাৎ ও সুযোগ :

   ক) কম খ) বেশি গ) সমান ঘ) যথেষ্ট নয়

2. একটি শিশু পরিবেশ থেকেই তার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে। এ বিষয়ে কোনো নমুনা পেশ করতে পারবেন কি?

   ---

3. শ্রেণীকক্ষে ভাষাশিক্ষার জন্য বিশেষ পরিকল্পনার গুরুত্ব কতখানি?

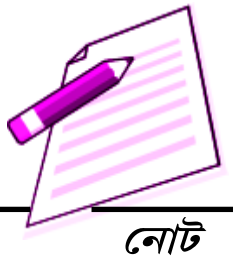

নোট

8.3 পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan) আসলে কী?

পাঠ পরিকল্পনা বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা শ্রেণীকক্ষের দৃশ্যটি দেখবো। এই বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা মহিমা নামের একটি শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা জানবো, যিনি রাজস্থানের এক গ্রামীন বিদ্যালয়ে পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। তাঁর ক্লাসে মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রী। NCERT-একটি বই থেকে ১৬ নং 'জাপান' নামক অধ্যায় পড়াবার জন্য মহিমা একটি Plan বা পরিকল্পনা করেন। সেটি ছিল জাপানের সংস্কৃতি ও উৎসব বিষয়ের আলোচনা। শিক্ষিকা ক্লাসে বই থেকে সেই অধ্যায়টি জোরে জোরে পড়ে শোনান।

যদিও ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কথামত প্রতিটি অধ্যায় লক্ষ্য করছিল, তবু তারা কিন্তু বিষয়টি ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না। শিক্ষিকা দু'টি অনুচ্ছেদ জোরে পড়ার পর ছাত্রদের জাপান সম্বন্ধে নানা কথা বলছিলেন। ছাত্ররা তাঁর দিকে খুবই গম্ভীর ও মনোযোগী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কিন্তু আসলে সেই মুখ ছিল ভাবলেশহীন। সেদিকে লক্ষ্য না করে শিক্ষিকা তাঁর নিজের মতো করে পড়িয়ে চলেছিলেন। জাপান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করে তিনি আবার অন্য অনুচ্ছেদ গুলো চেঁচিয়ে পড়েছিলেন। সারা ক্লাসে কোনো কর্ম চাঞ্চল্য ছিল না, ছাত্রছাত্রীরা চুপচাপ বসেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে নানা বিষয়ে ছবি আঁকতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। কেউ কেউ বইয়ের ছবি আবার কের্ড বা নানা খেলনার ছবি আঁকছিল।

শিক্ষিকা তাঁর নিজের মতো করে পড়াবার পর দাঁড়িয়ে উঠে ব্ল্যাকবোর্ডে নানা কঠিন শব্দ ও তার অর্থ

লিখতে শুরু করলেন। ছাত্রছাত্রীরা সেগুলিকে নিজেদের খাতায় নকল করতে শুরু করলো। শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শিক্ষিকা মহিমাদেবী ঘোষণা করেন যে তার পরের দিনই ইউনিট টেস্ট (Unit Test) হ'বে এবং তিনি যেসব শব্দ-অর্থ বোর্ডে লিখে দিয়েছেন, সেগুলিই পরীক্ষাতে আসবে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে গেলে তাঁর শেখানো শব্দ ও তার অর্থ ভালো ভাবে পড়তে হ'বে।

নোট

আপনার উন্নতির পরীক্ষা-2

1. নিম্নে লিখিত বিশেষ লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করে আপনি যদি মহিমার শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ম করতে চান তাহলে দশ (10)-এর মধ্যে আপনি কত নম্বর (marks) দেবেন।

- শ্রেণীকক্ষের অধ্যয়ণ
- ছাত্রকেন্দ্রিক পঠন বা শিক্ষাদান
- পাঠ বই থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমন
- শিক্ষণের জন্য প্রস্তুতি
- বিষয়টির বোধগম্যতা
- ছাত্রদের নিজে পড়ার জন্য সুযোগ করে দেওয়া

8.4 পাঠ-প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান

এখন আমরা দেখবো রঘু (একজন শিক্ষক) কিভাবে তার পাঠ-প্রকল্প বিন্যস্ত করেছেন-

1. কি পড়ানো হ'বে?
2. মূল পাঠ্য (Text) পড়ানোর জন্য তিনি নিজে কীভাবে প্রস্তুত হবেন?
3. Text কিভাবে পড়ানো হ'বে?
4. শিক্ষাদানের জন্য কী ধরণের সহায়ক প্রয়োজন?
5. ছাত্ররা ঠিকমত শিক্ষালাভ করলো কি না-কীভাবে নির্ণয় করা হ'বে?
6. মূল্যায়ণ করে যদি দেখা যায় ফল সন্তোষজনক নয় সেক্ষেত্রে কি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পাঠপ্রকল্প আরম্ভ ও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এটি প্রাথমিক পর্যায়। পরিকল্পনাটি অধিকতর কার্যকরী করার জন্য অন্য কোনো পদ্ধতি কি আপনি ভেবেছেন? যদি তা হয় তাহলে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যাবার সময় সেই সূত্র প্রয়োগ করবো।

8.4.1 কী পড়ানো হ'বে?

ছাত্রদের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা এবং তাদের গ্রহণ যোগ্যতার কথা চিন্তা করে লেখকরা text বই প্রস্তুত করেন। গ্রন্থের বিষয় নির্বাচন আমাদের হাতে না থাকলেও কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে সেটি প্রয়োগ করবো-সেটা আমরাই নির্ধারণ করে থাকি। ছাত্রদের যোগ্যতার মান বুঝে সেইমত শিক্ষক

সিদ্ধান্ত নেবেন যে কি পড়াবেন এবং কতখানি পড়াবেন।

নিম্নশ্রেণীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত অনেক গ্রন্থের মধ্যে থেকে ছাত্রদের উপযোগী বই নির্বাচনের দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর থাকে। একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের যোগ্যতার মান জানা দরকার যাতে তাদের জন্য উপযুক্ত সঠিক বই নির্বাচন করা হয় এবং কতটা পড়ানো হ'বে সেটিও স্থির করা যায়। একটি বইয়ের 20টি অধ্যয় থাকলে সেই 20টি অধ্যায়-ই পড়ানো হ'বে-এমন নয়। তার চেয়ে কম অধ্যায়-ই পড়ানো যেতে পারে-এমনকি অতিরিক্ত কিছু পাঠও যোগ করা যেতে পারে। যদি 20টি অধ্যায়ের মধ্যে 12টি অধ্যায় পড়ানো স্থির হয়-তাহলে জানতে হ'বে কেন ঐ বিশেষ অংশ নির্বাচন করা হলো। প্রথম থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে ছাত্রদের উন্নতির জন্য কেন ঐ 12টি অধ্যায় গ্রহণ ও নির্বাচন করা হল, সেটি স্পষ্ট হ'বেনা। নির্ধারিত পাঠক্রমের উপযুক্ত ফল যাতে পাওয়া যায়-সেজন্যও আমাদের সতর্ক থাকতে হ'বে। শেষপর্যন্ত এটাই দেখার যে পাঠ্যবিষয় ছাত্রদের জন্য কতখানি উপকারী ও কার্যকরী।

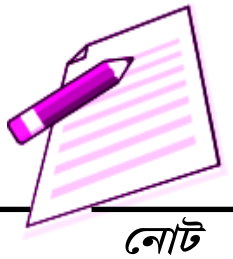

নোট

8.4.2 কাকে পড়াবো

একজন শিক্ষক যখন তাঁর ছাত্রদের যোগ্যতা ও গ্রহণ ক্ষমতার মান সম্বন্ধে যথার্থ অবহিত হন তখনই যোগ্য ও কার্যকরী পাঠ পরিকল্পনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। আপনার ক্লাসে যোগ দেবার আগে শিশুটি কতখানি জানে এবং কতখানি শিখতে চায়-সেটা জানা খুব দরকার। আপনি যা শিক্ষা দেবেন তা যদি ছাত্র ইতিমধ্যেই জেনে থাকে অথবা তা তার দূরতম কল্পনাতেও না থাকে, তাহলে ছাত্রের একেবারে অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনা প্রবল এবং একের পর এক ক্লাস করলেও ছাত্রটি তেমন কিছুই আয়ত্ত করতে পারবে না। আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী যাতে শেখা ও শেখানোর উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

আমরা কাদের পড়াবো সেটা না জেনে যদি পাঠ্যবই নির্বাচন করে থাকি তাহলে আমাদের সময় ও কাজ ব্যর্থ হ'বে। দ্বিতীয়-যে অধ্যায় পড়ানো হ'বে সে সম্বন্ধে ছাত্র ইতিমধ্যেই কতটা জানে-সেটাও আমাদের জানা জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যদি নির্বাচিত গ্রন্থপাঠ দেওয়ালী উৎসব সম্পর্কিত হয়-তাহলে আমাদের প্রথমেই জানতে হ'বে শিশুটি 'দেওয়ালী' সম্বন্ধে কতটা জানে-এবং তারপর দেওয়ালী উৎসবের নানা বৈচিত্র্য ও ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাকে শিক্ষা দান করতে হ'বে।

একটি ছাত্র শ্রেণীকক্ষে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা বা তৃতীয় ভাষা কোন শাখাতে নিজেকে প্রকাশ করে সেটাও শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। যদি দেখা যায় ওড়িয়া ভাষাভাষঈ কোনো শিশু যে তার বাড়িতে মাতৃভাষা ওড়িয়াতে কথা বলে, বিদ্যালয়ে সে 'হিন্দী'-কে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে-কারণ সেই ক্লাসে 90% ছাত্রছাত্রীর হিন্দী ভাষাভাষী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কর্তব্য হ'ল দেখা যে সেই শিশুটিই কি একমাত্র ছাত্র যে তার মাতৃভাষার বদলে অন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয়ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে নাকি আরও কিছু তেমন ছাত্রছাত্রী আছে। ক্লাসে তারা বিশেষ মনোযোগ দাবী করে এবং শিক্ষকদের কর্তব্য তাদের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা, যাতে তারা ভাষঅটি আয়ত্তে আনতে পারে। শিক্ষকদের উচিত সেইসব ছাত্রছাত্রী যাতে অন্যদের মতোই সুযোগ ও শিক্ষা পায় সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওযা। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি শিশুকে তার বাড়ির কথ্য ভাষাতেই বাক্যালাপ করতে দেওয়া উচিত।

নোট

8.4.3 শিক্ষার মূল্যায়ণ

আমাদের উচিত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান ও মূল্যায়ণের দিকে নজর রাখা যাতে পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ ও যথাযথ প্রয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ক্লাসের পাঠদান কেমন হচ্ছে, তার সদর্থক প্রতিক্রিয়া কেমন, ছাত্রদের শিক্ষার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না এটা বোঝা দরকার। না হলে শিক্ষাদান বন্ধ করে আরো আকর্ষণীয় উপায়ের মাধ্যমে পাঠদান করা উচিত যাতে ছাত্ররা সদর্থক চিন্তাভাবনার দ্বারা ক্লাসের পঠনপাঠনকে আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে। প্রতিনিয়ত শিক্ষাগ্রহণের যথাযথ মূল্যায়ণ এজন্য দরকার। অনেক সময় শিক্ষক মনে করেন যথাযথ কর্মমুখী শিক্ষায় তিনি ছাত্রকে উদ্বুদ্ধ ও নিয়োজিত করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয় তো সম্ভব হয় না। সময়মত পরিকল্পনা না করলে এটা সম্ভব হয় না। শিক্ষকের পরিকল্পনা এমন ভাবে করা উচিত যাতে পাঠ্যসূচি শেষ করাটাই বড় নয়-ছাত্রদের যথার্থ অগ্রগতি কতটা হচ্ছে সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া যায়। ক্রমাগত মূল্যায়ণের মাধ্যমে এটি সম্ভব। সেজন্য একজন শিক্ষকের উচিত পাঠ পরিকল্পনা যথাসম্ভব নমনীয় রাখা যাতে প্রয়োজনমত পরিবর্তন বা সংযোজন করে ছাত্রদের উপযোগী ও গ্রহণ যোগ্য করে তোলা যায়-এজন্য প্রতিনিয়ত যথাযথ মূল্যায়ণ প্রয়োজন।

8.4.4 কিভাবে পাঠ দান করা হবে ?

পাঠসূচি প্রণয়ন ও পাঠ পরিকল্পনার যথাযথ প্রয়োগের জন্যে বোঝা দরকার নির্দিষ্ট মানের ছাত্রমন্ডলী নিয়ে নির্দিষ্ট ক্লাসে কি ধরণের পাঠদান প্রয়োজন। যেমন একজন শিক্ষক স্থির করবেন তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের 5 বা 10 জনের ছোট ছোট দলে (বা group) ভাগ করে পড়াবেন না কি প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করবেন। অনেকসময় দেখা যায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা যাচ্ছে না - কারণ পাঠদানে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় লাগছে। শিক্ষক পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অনেক সময় নিচ্ছেন, যাতে ছাত্ররা বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক পরবর্তী ক্লাস-এর সময়তে কিছুটা মানিয়ে নিয়ে পড়াবেন যাতে শেষ পর্যন্ত পাঠদান সম্পূর্ণ হ'তে পারে এবং কোনো অধ্যায় বা বিষয় অনালোচিত না থাকে। ক্লাসের কাজকর্মের সঙ্গে শিক্ষাকে সমন্বিত করার নানা প্রক্রিয়া আছে। সেই শিক্ষাভাবনাকে যথাযথ রূপ দিতে গেলে একজন শিক্ষকের তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার যাতে সেটি যথাযথ কার্যকর হ'তে পারে। পরিকল্পনাটি সুগঠিত হলেও নমনীয় হওয়া দরকার যাতে প্রয়োজনে সেটি পরিবর্তিত বা সংশোধিত হ'তে পারে।

পাঠদান করার আগে সবরকম পাঠের উপকরণ হাতের কাছে রাখা দরকার। এই উপকরণের মধ্যে আছে পাঠ-পরিকল্পনা, কার্যবিবরণী তালিকা বা নক্সা (Chart), ছবি প্রভৃতি। ভাষাশিক্ষার উপকরণও খুব প্রয়োজনীয় কারণ শিক্ষাদানের জন্য সেটি আবশ্যিক। ছবি সম্বলিত কার্ড বা অক্ষরলেখা কার্ড শিক্ষাদানের প্রাথমিক পর্বে খুবই সহায়ক। এই ছোট ছোট উপকরণ গুলির যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন যাতে সুবিধামত নানা কাজে ব্যবহার করা যায়।

আপনার উন্নতি ও অগ্রগতি পরীক্ষা - 1

1. একটি শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে প্রয়োজনীয়-

ক) শিক্ষক খ) বাবা-মা গ) শিশু নিজে ঘ) পাঠক্রম

2. আপনার নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষের আয়তন এবং বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর মান জানা কতটা জরুরী?

---

3. পাঠ প্রকল্পের 'নমনীয়তা' কেন প্রয়োজন?

---

4. বিশেষত প্রাথমিক স্তরে শিশুদের উপযোগী ভাষা কেন শিক্ষাদানের সময় ব্যবহার করবো?

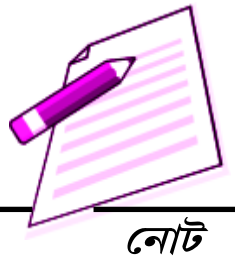

নোট

8.5 কত আগে থেকে পাঠ-প্রকল্প (Plan) প্রস্তুত করা উচিত

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের পাঠপরিকল্পনার (lesson plan) উপর জোর দেওয়া হয় এই আশাতে যে এই সঠিক পদ্ধতি মাধ্যমেই পঠন পাঠন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সর্বোত্তম ফল পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা খুবই পরিশ্রম করেন কিন্তু সেই অনুপাতে ছাত্রদের শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষকদের প্রস্তুত করা সাপ্তাহিক বা দৈনিক উন্নতিপত্র (Progress report) এসব ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষক তাঁর কাজ সম্পূর্ণ সমাধান করলেও যথাযর্থ উদ্দেশ্য সাধন না হলে সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। এই পদ্ধতি ছাত্রদের উন্নয়নে তেমন জোর দেয়না বরং তাদের লক্ষ্য থাকে শিক্ষকদের নির্দেশিত পক্ষে শিক্ষাদান। এ জাতীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ছাত্রদের মানসিক বিকাশের কোনো সুযোগ দেয় না। একটি শিশুর তার নিজস্ব পথে ভাধা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির পক্ষে এটি বিরাট বাধাস্বরূপ।

কত আগে পাঠপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষা হ'ল এক উন্নয়নশীল পদ্ধতি যার নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। একজন শিক্ষকের কর্তব্য হ'ল ছাত্রদের কৌতূহল, প্রশ্ন, ও মানসিক বোধের সমন্বয় সাধন। এই বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই যথার্থ নয়, পাঠ পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যাতে একটি শিশু তার মনের সব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে। তার এই সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকা উচিত যাতে তার মনের সব কৌতূহল ও জটিল জিজ্ঞাসার সমাধান সে খুঁজে পায়। একটি শিশুকে তার নিজস্ব সৃজন ও ধারণার সুযোগ দেওয়া উচিত, যা শিক্ষকের Plan বা পরিকল্পনার বিরোধী নয়-বরং দুয়ের সম্মিলিত রূপ।

ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে উৎসাহদানের মতোই কোনো ছাত্রের একক ও নিজস্ব বোধ বিকাশে উৎসাহ দান করা প্রকৃত শিক্ষকের কর্তব্য। ছাত্রের ভুল উত্তরে লাল কালির দাগ দিয়ে চিহ্নিত না করে ছাত্র/ছাত্রীর ভুল সংশোধন করে তাকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে পাঠ বুঝিয়ে দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। এই ভুল সংশোধন একটি সদর্থক পদ্ধতি। ভুলকে ব্যাখ্যা করে ছাত্রকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যাতে সে ভবিষ্যতে আর সেই ভুল না করে। এটিই যথার্থ শিক্ষাদানের পদ্ধতি।

নোট

আপনার উন্নতি ও অগ্রগতি পরীক্ষা - 4

1. নীচের বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন :

   সাধারণত শিক্ষকরা _____ ওপর জোর দেন এবং _____ শেষ করতে চান।

2. ছাত্র-কেন্দ্রিক পাঠপরিকল্পনা বিষয়ে এই উপ-এককে কি কি বিষয়ে অগ্রাধিকার ও জোর দেওয়া হ'য়েছে?

   _____

   _____

3. একটি পাঠ্যপুস্তকের পাঠপরিকল্পনার বিষয়ে যদি ছাত্রছাত্রীই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহলে যথার্থ কার্যকরী শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে তার পার্থক্য কী?

   _____

   _____

4. একজন শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে যথাযথ ও উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য বোঝার আগে কীভাবে তাঁর পাঠ-প্রকল্পের পরিকল্পনা করবেন?

   _____

   _____

8.6 আদর্শ পাঠ প্রকল্প (Model lesson plans)

এখন আমরা কয়েকটি পাঠ-প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করে দেখবো সেই পরিকল্পনাতে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হ'য়েছে। এই প্রকল্প (Plan) গুলি বিভিন্ন বিষয়ও প্রসঙ্গ থেকে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক/শিক্ষিকা এর থেকে কি গ্রহণ করেছেন বা কি গ্রাহ্য করেননি। আমরা এও দেখবো শিক্ষক কিভাবে ক্লাসের গ্রহণযোগ্য বিষয় ভিত্তি করে পাঠদান করেছেন অথবা করেননি - এবং পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছেন।

8.6.1 আদর্শ পাঠ-প্রকল্প (প্রথম)-তুলিকার ক্লাস

এই পাঠ প্রকল্পটি **তুলিকা** নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর (Class 2) এক শিক্ষিকার নিজস্ব Plan বা পরিকল্পনা। এটি আলোচনা করে আমরা এটি বিশ্লেষণ করে দেখবো।

বিহারের এক গ্রামীণ অঞ্চল কল্যাণপুর-এর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলিকা শিক্ষায়ত্রী। এই বিদ্যালয়ের একপ্রান্তে গ্রাম অন্যপ্রান্তে জঙ্গল। সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকা কৃষিকর্ম। কোনো কোনো ছাত্রর অভিভাবকরা শহরে মজুর, রিক্সাচালক ছুতোর বা সবজিবিক্রতো এবং তারা সপ্তাহান্তে একবারই ঘরে আসে। শিশুরা/ছাত্ররা প্রায় সকলেই মাঠের ফসলের কাজে ব্যস্ত তাদের মাকে গৃহের কাজে, রান্নাবান্না বা ছোটভাইদের দেখাশোনার সাহায্য করে। বেশির ভাগ শিশুদের বাবা-মাই অক্ষর জ্ঞানহীন অথবা অতি সামান্য শিক্ষিত-বড়জোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া করেছে। শিক্ষিকা তুলিকার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা কেউ-ই সংবাদপত্র বা কোনো পত্রপত্রিকা পাঠের সুযোগ পায়নি।

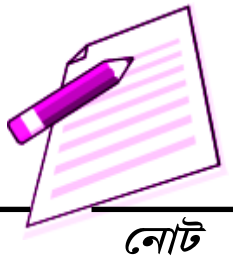

নোট

দ্বিতীয় শ্রেণীর (ক্লাস-টু) ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা-30। বাড়িতে তারা ভোজপুরি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে কিন্তু বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি। তারা হিন্দি বর্ণমালা চেনে এবং সেকারণেই কিছু কিছু শব্দ গড়তে পারে কিন্তু গড়গড় করে সাবলীল ভাবে বই পড়তে পারে না বা বাক্যের পুরো অর্থও বুঝতে পারে না।

তুলিকার ছাত্রদের একটি দলের পাঠ্যপুস্তক থেকে কিছু নমুনা গ্রহণ করা হ'য়েছে। গল্পটির নাম 'সাচ্চা মিত্র' (প্রকৃত বন্ধু)-যেটি বিহার বোর্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের দশম অধ্যায়।

তুলিকা উপলব্ধি করে যে তার এই ছাত্রদের পড়াতে গেলে তাকে হিন্দির সঙ্গে ভোজপুরি ভাষাও বলতে হ'বে। তুলিকা এটাও অনুভব করে যে তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ছেলেমেয়েরা ভোজপুরি ভাষাই ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রথম ভাষা ব্যবহার করার জন্য সে তাদের নিষেধও করবেনা বা তাদের শাসন ও করবে না। তুলিকা এটাও বুঝেছে যে ছাত্রদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে শিক্ষা দিলে তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া অনেক ভালো হবে। সে এও বুঝেছে যে পাঠদানকালে ছাত্রছাত্রীর পড়া, লেখা, কথাবলা ও শোনার এমন সুযোগ করে দেবে যাতে ছাত্ররা তাদের পাঠবিষয়, প্রসঙ্গ বুঝতে পেরে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে।

আলোচ্য গল্পটি ছিল দুই বন্ধুর কথা, যারা বাড়ি ফেরার সময় এক ভালুকের মুখোমুখি হয়েছিল। তুলিকা ঠিক করেছিল ক্লাসে বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের পরিচিত কিছু পশু সম্বন্ধে আলোচনা করবে, যেসব সম্বন্ধে তাদের ধারণা আছে। এই গল্পটি তাকে একসপ্তাহের মধ্যে পড়িয়ে শেষ করতে হ'বে, এবং তার প্রতিদিনের ক্লাসের সময় সীমা ৩৫ মিনিট। ক্লাসে যাবার আগে সে গল্পটি দুবার বা তিনবার পড়ে। তার পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষণের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে।

- ক্লাসের বাচ্চাদের ড্রইং বা আঁকাতে উৎসাহিত করা।
- বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে এবং শিক্ষিকার সঙ্গে গল্পটি নিয়ে আলোচনায় উৎসাহিত করা।
- গল্পসংক্রান্ত ছবিগুলি নিয়ে তাদের আলোচনা করার সুযোগ দেবার ব্যবস্থা
- চলে গল্পটি পাঠ করে সেটি বোঝার জন্য উৎসাহিত করা, বা বলা
- চকে গল্পটি ঠিকমত বুঝে সেটি পাঠ করার সুযোগ দেওয়া
- নানা ধরণের পশুর নাম লেখার জন্য ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া

নোট

- গল্পের শেষ কি হবে-সেটি ছাত্রদের আন্দাজ করতে দেওয়ার ব্যবস্থা।
- তাদের চারপাশের পরিবেশ যেসব পশু তারা দেখেছে সে সম্বন্ধে তাদের কাছে জানতে চাওয়া উচিত।

তুলিকার প্রতিদিনের শিক্ষণ পরিকল্পনা রূপ :

প্রথম দিন : ছাত্ররা যেসব জন্তুকে চেনে তাদের নাম লিখতে তাদের উৎসাহ দিতে হয়।

পদ্ধতি

1. শিক্ষিকা ছাত্রদের পরিচিত জন্তু জানোয়ারের নাম লিখতে বলবেন।
2. তাদের চারপাশে যেসব পশু তারা দেখে তাদের নাম লিখে, প্রিয় পশুটির ছবি আঁকতে শিক্ষিকা উৎসাহ দেন - 1 তাদের গল্পের বইতে যে পশুর ছবি আছে সেটি চিহ্নিত করতে বলেন।
3. বোর্ডে যেসব পশু নাম লেখা সেগুলি ছাত্ররা যাতে পড়ে সে ব্যবস্থা করতে হ'বে; সেই পশুর ডাক শোনাতে হ'বে এবং এভাবেই ভাষা শিক্ষার পাঠ সম্পূণ' হ'বে।

দ্বিতীয় দিন : ছাত্রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাকে বর্ধিত করা :

পদ্ধতি :

1. বইয়ের তিনটি গল্পের মধ্য থেকে নির্বাচিত গল্পটি পাঠের জন্য ছাত্রদের সময় দেওয়া উচিত।
2. ছাত্ররা যাতে গল্পটি বলতে পারে এবং তার সপ্রশংস মূল্যায়ণ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে।
3. গল্পটির মাঝপথেই তার সমাপ্তি সম্বন্ধে যাতে ছাত্ররা আন্দাজ করতে পারে-সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।
4. সব সিদ্ধান্ত বোর্ডে লিখতে হ'বে।

তৃতীয় দিন : গল্পের সমাপ্তি বিষয়ে ছাত্রদের অনুমানের সূত্রে গল্পপাঠ শেষ করতে হ'বে।

পদ্ধতি :

1. সম্পূর্ণ গল্পটি জোরে জোরে পাঠ করে ছাত্রদের শোনাবার পর তাদের খুব পরিচিত-ব্যবহৃত শব্দগুলি বোর্ডে লিখতে হ'বে-যেমন গাঁ, ভালুক, ফুটবল, বন্ধু, দাদী ইত্যাদি
2. এই সব শব্দগুলি ছাত্রছাত্রীদের খাতায় লিখতে হ'বে।
3. খাতার প্রথম পাতায় গাঁ, ফুটবল ইত্যাদি শব্দগুলি গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করতে হ'বে। এই একই পদ্ধতিতে তিন পাতার শেষ অনুচ্ছেদের কিছু পরিচিত শব্দ-যেমন নাক, কান ইত্যাদিকেও চিহ্নিত করতে হবে।

চতুর্থ দিন : গল্পটির প্রথমাংশের দূরূহ কঠিন শব্দগুলি উচ্চারণ করে ছাত্রদের কাছে সেইগুলির মানে জানতে চাইবেন শিক্ষক।

পঞ্চম দিন : অধ্যায় শেষে যে সব অনুশীলনী আছে ছাত্রদের সঙ্গে সেগুলি অভ্যাস করতে হবে।

ষষ্ঠ দিন : অধ্যায় শেষে বাক্যগঠন সম্বন্ধীয় অনুশীলনী ছাত্রদের সঙ্গে অভ্যাস করতে হ'বে।

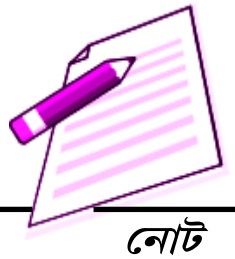

নোট

প্রতিদিনগত বিশ্লেষণী প্রকল্পর সংক্ষিপ্ত সার

প্রথম দিন : শিক্ষিকা তুলিকা ছাত্রছাত্রীরা তার চারপাশে যেসব পশু দেখে তাদের সম্বন্ধে জানতে চাওয়ার মাধ্যমে পাঠদান শুরু করবেন। তারপর তিনি বোর্ডে সেইসব পশুর নাম লিখবেন, ছাত্রছাত্রীরা বোর্ডের লেখা দেখে সেগুলি নিজেদের খাতায় লিখবে। ছেলেমেয়েরা প্রথমে বাড়ির পোষা জন্তুদের নিয়ে কথা বলবে পরে জঙ্গালের পশুদের কথা আলোচনা করবে। সব নামগুলি লেখা হয়ে গেলে শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একটি খেলা শুরু করবেন। এই খেলার নিয়ম হল শিক্ষিকা একটি করে পশুর নাম বললেই ছাত্ররা সেই পশুর ডাক নকল করে দেখাবে। তারপর তিনি বোর্ডে লেখা পশুদের নামগুলি ছাত্রদের কাছে জানতে চাইবেন। যখন তিনি বুঝবেন যে ছাত্ররা ভালোভাবে জন্তুদের নাম বুঝে তাদের চিনতে পারছে তখন তিনি সেই নামগুলি তাদের খাতায় লিখতে বলবেন। তারপর তিনি ছাত্রছাত্রীকে সেই পশুদের ছবি এঁকে তাদের প্রিয় পশুটির ছবিতে গোল দাগ দিতে তাদের চিহ্নিত করতে বলবেন। এরপর শিক্ষিকা সারা ক্লাস ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্ম দেখবেন এবং যেখানে তারা আটকে যাচ্ছে সেখানে তাদের কাজ সমাপ্ত করার সাহায্য করবেন।

দ্বিতীয় দিন : গল্পের বইয়ের দেওয়া তিনটি ছবির উপর তুলিকা আলোকপাত করবেন। তিনি ছবিতে দেখা বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রদের বলতে বলবেন। তারা বলবে যে ছবিতে তারা দেখতে পাচ্ছে দুটি ছেলে জঙ্গালে দাঁড়িয়ে আছে। একটি ভালুক সেখানে আছে এবং একটি ছেলে গাছের ওপর উঠে বসে আছে। তখন শিক্ষিকা ছবিতে দেখা বিষয় সম্বন্ধে তাদের কাছে আরো কিছু জানতে চাইবেন, যেমন ছেলে দুটি এবং ভালুকটা কি করছে। তারপর তিনি ছবিতে দেখা গল্পের বিষয়ে ছাত্রদের কাছে আরো কিছু জানতে চাইবেন। ছেলেমেয়েরা প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও ধীরে ধীরে অনেক কথাই বলবে যা তারা ছবিটা দেখে কল্পনা করেছে। তুলিকা সব গল্পগুলির প্রশংসা করে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করবেন।

এরপর তুলিকা জানাবেন যে তিনি পুরো গল্পটা ক্লাসে পড়ে শোনাবেন। তারপর তিনি উচ্চকণ্ঠে খুব জোরে কিন্তু ধীর গতিতে গল্পটি পড়বেন। এবার তুলিকা ছাত্রদের বলবেন তারা যেন তাঁর পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গল্পটির প্রতিটি লাইন ধরে ধরে পুরো গল্পটি বুঝতে পারে। ক্লাসের প্রায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে নীচু গলায় গল্পটি পড়ে যাবে, যারা তখনও পড়তে

নোট

পারছেনা, তারা মন দিয়ে গল্পটি শুনবে। অপেক্ষকৃত দুর্বল ছাত্ররা যাতে সুবিধে পায় সেভাবেই শিক্ষিকা ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা করেছেন। যে সব ছেলেমেয়ে এখনও ঠিকমত পড়তে পারে না, তাদের তিনি যারা পড়তে পারে-তাদের পাশে বসার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি গল্পের মাঝখানে থেমে যান-যেখানে দুই বন্ধু ভালুকটিকে দেখতে পারে। এরপর তিনি ছাত্রদের জঙ্গলের মাঝে আটকা পড়া দুটি ছেলের সম্ভাব্য পরিণতির কথা জানতে চান। ছাত্রছাত্রীরা নানা অনুমানের কথা বলে। তিনি তখন সেই সব অনুমানের কথা ছাত্রছাত্রীদের নাম সহ বোর্ডে লিখে রাখেন।

তৃতীয় দিন : আজ তুলিকা গল্পটি বারবার জোরে জোরে পড়ে শোনাবেন; যেখানে যেখানে থেমে গিয়েছিলেন-ঠিক সেখানে সেখানে আবার থামবেন। এই প্রক্রিয়া বারবার চালাবেন যাতে ছাত্ররা গল্পের শেষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং তারপর শিক্ষিকা আবার গল্পটি পড়ে শোনাবেন। গল্প পড়া শেষ করে তিনি গল্পে চরিত্রগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। এরপর নানারকম প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন দুই বন্ধুর আচরণ ছেলেমেয়েদের কেমন লেগেছে, তাদের বন্ধুত্বের পরিণতি কী হ'বে; এও জানতে চাইবেন এই পরিস্থিতিতে পড়লে তারা কী করতো?

এবার শিক্ষিকা বোর্ডে 'ভালুক' শব্দটি লিখবেন এবং ছেলেমেয়েদের বলবেন তাদের বই-এর 'ভালুক' শব্দটি দাগ দিয়ে চিহ্নিত করতে। এরপর তিনি জানতে চাইবেন গল্পে মোট কতবার 'ভালুক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর গল্পে ব্যবহৃত অন্য শব্দগুলির বিষয়েও তিনি একই পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।

শব্দচেনার খেলা শেষ হবার পর শিক্ষিকা ছাত্রদের সঙ্গে একটি নতুন খেলা শুরু করবেন যার নাম 'বেদিয়ার আগমন' এই খেলার নিয়ম হল ছেলেমেয়েরা মৃতদেহের মত শুয়ে থাকবে এবং একজন বেদিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করবে। বেদিয়ার কাজ হল ঘুরে ঘুরে শবদেহ দেখা। কিন্তু কোনোভাবেই দেহ হাত দিয়ে ছোঁবেনা। ছেলেমেয়েরা চোখ বন্ধ করে মূর্তির মত নিস্পন্দ হ'য়ে মাটিতে শুয়ে থাকবে। যে শিশু ভুলে চোখ খুলে ফেলবে অথবা হেসে ফেলবে 'বেদিয়া' তাকে খেলা থেকে বার করে দেবে।

ছেলেমেয়েরা খেলাটি ঠিকমত বুঝতে কিছুটা সময় নেবে। বুঝে গেলে তারা খুব মন দিয়ে খেলা শুরু করবে। তারা একে একে অনেক কষ্টে হাসি চেপে মাটিতে শুয়ে পড়বে। অনেক ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে একটু চোখ খুলবে, হাসবে। প্রথম দফায় খেলা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কয়েকবার খেলার পর ছেলেমেয়েরা খেলাটি ঠিকমত শিখে নেবে। তবে এত সহজেই খেলাটি শেষ হ'বেনা ঠিকমত বুঝলে তবেই হ'বে।

চতুর্থ দিন : চতুর্থ দিনে তুলিকা ক্লাসের প্রথমে কঠিন শব্দগুলি দিয়ে পাঠ শুরু করবেন। গল্পের মাধ্যকার শক্ত বা কঠিন শব্দগুলিকে ছাত্ররা যাতে চিহ্নিত করতে পারে-সেই নির্দেশ দেবেন।

ছেলেমেয়েদের নির্দেশিত শক্ত শব্দগুলি তিনি বোর্ডে লিখবেন। এরপর জানতে চাইবেন তারা এই শব্দগুলির অর্থ জানে কি না-। তারপর ঐ কঠিন শব্দ দিয়ে তাদের বাক্য রচনায় উৎসাহিত করবেন। তারপর সেই কঠিন শব্দগুলির অর্থ তিনি ছাত্রদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের সেই শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতে বলবেন।

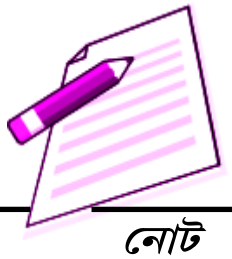

নোট

পঞ্চম দিন : পঞ্চম দিনে শিক্ষিকা অধ্যায় শেষের অনুশীলনী ছাত্রদের সঙ্গে অভ্যাস করবেন। একটি শব্দ নমুনাস্বরূপ দিয়ে তিনি ছাত্রদের তার মধ্যেকার একটি অক্ষর দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে বলবেন। এই প্রক্রিয়া শুরুর আগে তুলিকা ছাত্রদের যে-কোনো দুটি শব্দ উচ্চারণ করতে বলেন। তিনি বোর্ডে দুটি শব্দ লিখবেন যেমন 'কুর্সি' এবং 'কেতাব'। এরপর প্রথম শব্দের 'সি' এবং দ্বিতীয় শব্দের 'তা' যোগ করে কি শব্দ পাওয়া যাবে-ছাত্রদের কাছে জানতে চাইবেন। এই বিষয়টি ছেলেমেয়েদের কাছে সহজ এবং এভাবেই ওরা শব্দ নির্মাণ করার পথে এগোতে পারবে। শিক্ষিকা দুই বা তিনজন ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডে এটি লিখতে বলবেন এবং ক্লাসের বাকী ছাত্ররা তাদের খাতায় শব্দগুলি লিখবে। দু একজন অন্যদের চেয়ে তাড়াতাড়ি লিখতে পারবে। তুলিকা তাদের পরের অনুশীলনী অভ্যাস করতে বলবেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের জানা পশুদের নাম এভাবেই লিখবে। এবার শিক্ষিকা ক্লাসের পাঠক্রম ব্যাখ্যা করবেন। এটি খুব সহজ নয়, কারণ শুধু অক্ষর নির্বাচন করলেই হবে না, সেগুলি সুসংবদ্ধ করে সাজাতে হ'বে, যাতে নতুন অর্থবহ শব্দ তৈরী হয়। এই অনুশীলনীর পর তুলিকা ষষ্ঠ অনুশীলনী অভ্যাস করাবেন যেখানে বাক্যের মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দ ছাত্ররা খুঁজে বার করবে। শিক্ষিকা ক্লাসে জোরে জোরে বাক্যটি উচ্চারণ করবেন এবং ছাত্রদের উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন। এবার অসম্পূর্ণ বাক্য তিনি বোর্ডে লিখবেন এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণ করার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দেবেন। বেশিরভাগ ছাত্র মুখে মুখে উত্তর দেবে, কিছু সংখ্যক ছাত্র তাদের খাতায় লিখে উত্তর দেবে। এই প্রক্রিয়া বারবার ব্যবহার করে ক্লাসের শিক্ষা ও পাঠদান সম্পূর্ণ হ'বে।

ষষ্ঠ দিন : ষষ্ঠদিনে বাক্যগঠন রীতি নিয়ে তুলিকা ক্লাস শুরু করেন। প্রথমে তিনি প্রশ্নোত্তর মূলক অনুশীলনী অভ্যাস করাবেন। অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি ছাত্রদের উৎসহ দেবেন। কেউ কেউ উত্তর দেবেন, কেউ কেউ দেবে না। ছাত্রদের কাছে উত্তর পাবার পর শিক্ষিকা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর তিনি বোর্ডে লিখছেন। এইভাবে প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পূর্ণ হ'বে এবং সেটি ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের খাতায় লিখে নেবে, সারা ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী ঠিকমত কাজ করছে কিনা তুলিকা সেটি ক্লাস ঘুরে লক্ষ্য করবে। যারা বোর্ড থেকে ঠিকমত নকল করে লিখতে পারছেনা শিক্ষিকা তাদের সাহায্য করবেন।

এরপর তুলিকা 4নং অনুশীলনী নিয়ে কাজ শুরু করবেন সেখানে একটি প্রদত্ত শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে হ'বে। প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিকা অনুশীলনীটি সম্পূর্ণ করেন। যতক্ষণ না তাঁর ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছে ততক্ষণ বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে তিনি ছাত্রদের

নোট

বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন। কঠিন শব্দ দিয়ে ঠিকমত বাক্যগঠনে কোনো কোনো ছাত্র/ছাত্রী অসুবিধায় পড়ে। তখন শিক্ষিকা সেই শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেন। ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই অন্তত পাঁচটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে সমর্থ হয়। এই অনুশীলনীর মাঝামাঝি এসে ক্লাস শেষ হয়। বাড়িতে করার জন্য যে অনুশীলনী (home task) তিনি দিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনটি শব্দ অনুত্তর থেকে যায়।

আপনার উন্নতি ও অগ্রগতি পরীক্ষা - 5

1. তুলিকার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত?

   ক) 10 খ) 20 গ) 30 ঘ) 40

2. ছবি না দেখিয়ে শিক্ষিকা কেন ছাত্রছাত্রীদের জন্তু জানোয়ারের ছবি আঁকতে বলেন?

   _____

   _____

3. শিক্ষিকা ছাত্রদের কেন কিছু পশুর নাম বলেন না- তিনি কি জানতে চান ছাত্ররা সে নাম জানে অথবা জানে না।

   _____

   _____

4. গল্পের শেষ ছাত্রদের না বলে দিয়ে তিনি কেন ছাত্রকে সেটা অনুমান করতে বলেন?

   _____

   _____

5. তুলিকা ক্লাসের তৃতীয় দিনে কেন গল্পের প্রথমার্ধ আবার বলেন?

   _____

   _____

6. আপনি যদি তুলিকার জায়গায় থাকতেন-তাহলে যথাযথ ভাষা শিক্ষা না দিয়ে ছাত্রদের অনাবশ্যক কিছু কাজ করানোর জন্য অভিভাবকদের অভিযোগের উত্তরে কী বলতেন?

   _____

   _____

8.6.2 আদর্শ শিক্ষা প্রকল্প (model lesson) -2 সতপুরার ঘন জঙ্গল

এবার আমরা দেখবো হীনা কিভাবে ক্লাসে একটি কবিতা পড়াবার পরিক্লপনা গ্রহণ করেছে।

ভূপাল শহরের মফঃস্বল অঞ্চলে অবস্থিত মঙ্গলপুরী স্কুলে ক্লাস ফাইভের (Class 5) শিক্ষায়ত্রী-হীনা। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ছোট কাঁচা বাড়িতে থাকে। ঐ অঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী বা ভূগর্ভস্থ নর্দমার ব্যবস্থা নেই, পরিশ্রুত জল, বিদ্যুৎ-এর সংযোগ নেই এমনকি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তাও নেই।

ছেলেমেয়েদের সান্ধ্যকালীক পাঠাভ্যাসের জন্য রাস্তার আলোই একমাত্র ভরসা। ছাত্রদের বাবা-মা রা বেশিরভাগই অশিক্ষিত নিরক্ষর, কয়েকজনমাত্র পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ওখানকার লোকেরা বেশিরভাগই দিন মজুর, অটোরিক্সা চালক, কাগজ কুড়ানী বা গৃহপরিচারিকার কাজ করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই তাদের বাবা-মাকে কাগজ কুড়োনায় সাহায্য করে এমনকি মেয়েরা ঘরের কাজে তাদের মা কে সাহায্য করে।

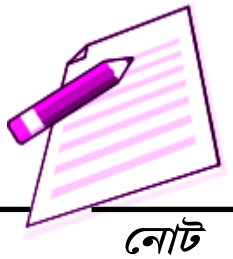

নোট

হীনার ক্লাসে 25জন ছাত্রছাত্রী। তারা উর্দু, মালভি মেশানো হিন্দিতে কথা বলে। অনেকেই পড়তে পারে না। যারা কিছুটা পড়তে পারে তারাও খুব ধীর গতিতে এক একটা অক্ষর উচ্চারণ করে, যেমন-সত-পুরা-কে-ঘন জঙ্গল'।

'সতপুরার ঘন জঙ্গলে একটি কবিতা যেখানে মধ্যপ্রদেশের এক ঘন জঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। কবিতাটি শিক্ষিকা হীনা দু-তিনবার চেঁচিয়ে পড়বেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের মানচিত্র দেখিয়ে সতপুরার অবস্থান বুঝিয়ে দেবেন।

তিনি ঠিক করেছেন চারদিনে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

তাঁর উদ্দেশ্য এমন -

- জঙ্গঁলে সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান।
- সকলের সঙ্গে আলোচনা করে ক্লাসের সবাই যাতে কবিতাটি উপভোগ করতে পারে।
- ছাত্রছাত্রীরা যেন কবিতাটির ভাষা বুঝতে পারে এবং কবিতার ভাব ও শৈলী হৃদয়ঙ্গঁম করতে পারে।
- সব ছাত্রছাত্রীরা যাতে কবিতাটি সম্বন্ধে মতামত দিয়ে লিখতে পারে।

শিক্ষিকা হীনার প্রতিদিনের পরিকল্পনা হল-

প্রথম দিন

- ছাত্রদের সঙ্গে জঙ্গালের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া
- নানাভাবে 'সতপুরা' অঞ্চলটিতে ছাত্রদের পরিচিত করানো
- কবিতাটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আবৃত্তি করার জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের উপযুক্ত তৈরি করা।
- কবিতাটি বোঝার জন্য তাদের বোধ জাগ্রত করা
- ছাত্রদের নিজেদের কথ্য ভাষায় জঙ্গালের পশুপাখির নাম শেখা এবং তাদের পাঠ্যগ্রন্থে ব্যবহৃত হিন্দি ভাষায় সেগুলির আয়ত্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

দ্বিতীয় দিন

- কঠিন শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দিতে হ'বে।
- আলোচনায় মাধ্যমে কবিতাটিতে বোঝানো ও আত্মস্থ করা।

- বিভিন্ন ধরণের শব্দ নিয়ে আলোচনা।

তৃতীয় দিন : আলোচনার মাধ্যমে কবিতাটির বোধ জাগ্রত করতে হ'বে।

নোট

- ক্লাসের পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে ছাত্রদের মানিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা।
- পাঠ শেষে ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে মিলিতভাবে অনুশীলনী অভ্যাস করতে হ'বে।

চতুর্থ দিন :

- ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নিয়ে আরব্ধ কাজ শেষ করতে হ'বে।
- ছাত্ররা যাতে নিজেরা উত্তর দিতে পারে সেব্যাপারে সাহায্য করা
- ছন্দ মিলিয়ে কবিতা পড়ার অভ্যাস করতে হ'বে।

প্রতিদিনের পাঠ প্রকল্পের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

প্রথম দিন

হীনা ক্লাস শুরু করতে গিয়ে প্রথমে জানতে চাইবেন ছাত্রছাত্রীরা জঙ্গল দেখেছে কি না। যারা দেখেছে তাদের অভিজ্ঞতা হিন্দিতে বলার জন্য নির্দেশ দেবেন। এরপর তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে শোনা জঙ্গলের বিবরণ, পশুপাখির নাম ইত্যাদি তাদের পাঠ্য ভাষার লিপিবদ্ধ করবেন ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের চেনা পশুপাখিরা নানা বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলতে পারে সেজন্য তিনি তাদের উৎসাহিত করবেন। তারপর তিনি শিক্ষার উপাদান হিসেবে মধ্যপ্রদেশের মানচিত্র দেখিয়ে ছাত্রদের সতপুরার সঠিক অবস্থান কোথায় তা নির্দেশ করবেন। এরপর তিনি কবিতাটি পড়া শুরু করবেন। প্রথম দিনে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কবিতা পাঠ করবেন এবং একজন ছাত্রকে পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তারপর তিনি অন্য এক ছাত্রকে কবিতাটির দুটি স্তবক পাঠ করতে বলবেন। আলোচনার মাধ্যমে কবিতাটি বুঝিয়ে সেদিনের ক্লাস শেষ হ'বে। সেই সঙ্গে জঙ্গলের পশুপাখির প্রতিদিনের আচরণের একটি কাল্পনিক বর্ণনাও পাঠ্যতালিকায় থাকবে।

দ্বিতীয় দিন : পাঠের দ্বিতীয় দিনে শিক্ষিকা হীনা পুরো কবিতাটি পাঠ করে তার বিষয় বস্তুর একটি ধারণা দেবেন। তারপর কবিতাটির তিনটি স্তবক ছাত্রদের পাঠ করতে বলবেন এবং স্তবকগুলিকে ভাগ করে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সেটিকে বোঝাবেন। পাঠের কঠিন শব্দের অর্থ বুঝিয়ে ছাত্রদের সেই শব্দ দিয়ে বাক্যরচনায় উৎসাহিত করবেন। ছাত্রছাত্রীরা যদি কোথাও আটকে যায় তিনি সেখানে তাদের সাহায্য করে বুঝিয়ে দেবেন।

তৃতীয় দিন : ছাত্রছাত্রীরা আলোচনার মাধ্যমে কবিতাটি বুঝে নিযে জোরে জোরে সেটি পাঠ করবে। শিক্ষিকা তাদের বোঝাবেন যে চেঁচিয়ে কবিতাটি বারবার পাঠ করে এবং আলোচনার মাধ্যমে তার অর্থ বুঝে তাদের পাঠ সম্পূর্ণ হতে পারবে। সমস্ত প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে তিনি

তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। আলোচনা করতে করতে তিনি কবিতাটি থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করে ছাত্রদের কাছ থেকে তার উত্তর জানতে চাইবেন। আলোচনা শেষ হলে দু-একটি ছাত্রকে তিনি সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়তে বলবেন। এরপর শিক্ষিকা বোর্ডে দুটি নামের দুটি বিভাগের দাগ কেটে লিখবেন- (1) আমার জঙ্গল ভালো লাগে (2) আমার জঙ্গল ভালো লাগে না। এবার ছাত্রছাত্রীদের তাদের পছন্দমত বিভাগে বাছতে বলবেন এবং তাদের মতানুযায়ী মন্তব্য লিখে রাখবেন। তারপর কবিতাটি থেকে ছাত্রদের একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলবেন। সারা ক্লাস ঘুরে ঘুরে তিনি ছাত্রদের উত্তর লেখায় প্রয়োজনমত সাহায্য করবেন।

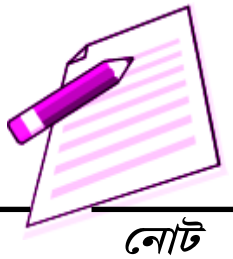

নোট

চতুর্থ দিন : পাঠের তৃতীয় দিনে শেখানো সব বিষয় আবার আলোচনার মাধ্যমে শুরু হ'বে চতুর্থ দিনের পাঠ। এরপর কবিতার শেষে দেওয়া অনুশীলনীর দিকে শিক্ষিকা লক্ষ্য দেবেন। আগের দিন তিনি কবিতাটি পুরো বুঝিয়েছিলেন আজ তাই ছাত্ররা নিজেরাই উত্তর লিখতে বসে যায়। এবার শিক্ষিকা ছন্দের মিলযুক্ত শব্দ বলে তার উপযুক্ত শব্দ ছাত্রদের বার করতে বলেন। যেসব ছাত্র বিষয়টি ভালো বুঝতে পারছেনা, তাদের সুবিধার জন্য তিনি উদাহরণ সহ শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেবেন। যেসব ছাত্ররা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে তাদের তিনি প্রশংসা করবেন। হয়তো সব ছাত্ররা সঠিক উত্তর দেয়নি তবু তাদের তিনি নিরুৎসাহ করবেন না। জঙ্গলে একা হারিয়ে গেলে ছাত্ররা কি করবে, সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখার জন্য তাদের তিনি নির্দেশ দেবেন। ছাত্রছাত্রীরা লেখা শুরু করলে শিক্ষিকা ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তদারক করবেন এবং কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়ে তাকে সাহায্য করবেন।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা - 6

1. পাঠপ্রকল্পের কোন দিন থেকে হীনা স্থির করে যে ছাত্রদের সাহায্য নিয়ে অনুশীলনী অভ্যাস করবেন?

   ক) প্রথম দিন খ) দ্বিতীয় দিন গ) তৃতীয় দিন ঘ) চতুর্থ দিন

2. ভাষা শিক্ষার ক্লাসে একটি মানচিত্র দেখানোর তাৎপর্য কী?

   _____

   _____

3. সে ক্লাসে নিজে কখনও কবিতার অর্থ ব্যাখ্যা করেনা, এ কথা জেনেও হীনা কে কি আপনি ভালো শিক্ষিকা বলবেন?

   _____

   _____

4. 'জঙ্গল হারিয়ে গেলে তুমি কি করবে'? এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর চেয়ে ছাত্রদের কাছে তুমি কি শিক্ষা দিতে চাইবে?

_____

_____

5. পাঠ-এর শেষে ছাত্রদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা কি সঠিক সিদ্ধান্ত? আপনার মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিন।

_____

_____

নোট

8.6.3 বর্ণ পরিচয়ের রীতি-প্রক্রিয়া

লোকেশ দিল্লীর দেবনগর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক। বিদ্যালয়টি শহরে অবস্থিত। কিন্তু ছাত্ররা অত্যন্ত নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসে। বেশির ভাগ ছাত্রের বাবা-মাই মজুর শ্রেণীর তাদের নিজেদের বাড়িঘর নেই। যখন কোনো বাড়ি ঘর তৈরির কাজ হয় তখন তারা সেই অঞ্চলে থাকে। আবার সেখানকার নির্মাণ কাজ শেষ হলে তাদের বাবা-মা অন্য যে জায়গায় মজুরের কাজ করে সেখানে চলে যায়। শহরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কাজের জন্য তাদের যেতে হয়-ফলে ছেলেমেয়েরা একই স্কুলে বেশিদিন পড়তে পারেনা। এক স্কুলে তিন/চার মাস, বড়জোর একবছর পর্যন্ত তারা পড়তে পারে। এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার খুবই বেশি।

লোকেশের ক্লাসে 15জন ছাত্রছাত্রী আছে। ঐ ক্লাসে আরো ৫টি ছেলেমেয়ে আছে যারা নিয়মিত ছাত্রছাত্রীরা ভাই বা বোন। তারা নিয়ম মত নথিভুক্ত (Registered) ছাত্র নয়।

ফলে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বয়স দেড় বছর থেকে পাঁচ/ছয় বছরের মধ্যে সীমিত। যদিও ছোট শিশুরা লোকেশের ক্লাসের অংশ নয়-তবু তাকে পুরো ক্লাসের দায়িত্ব নিতে হয়। এই ক্লাসে বসার ডেস্ক বা বেঞ্চ নেই। কিছু ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে কম্বলের ওপর বসে বাকিরা বাড়ি থেকে মাদুর নিয়ে আসে কিংবা ক্লাসে মাটিতে বসে।

লোকেশ ছাত্রদের হিন্দি বর্ণমালা শেখায়। যে প্রথমে ক্লাসঘরে সে সব জিনিস আছে-ছাত্রদের তার নাম বলতে বলে + যেমন পাখা, চেয়ার, টেবিল, খাতা বই ইত্যাদি। সে ছাত্রছাত্রীদের ছবি আঁকতে বলে এবং ছবির নাম লিখতে বলে। আগামী চারদিনের পাঠ পরিকল্পনাটি এমন-

- অক্ষর পরিচয় করানো
- গল্প বলার মাধ্যমে বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করানো
- ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার সুযোগ করা
- ছাত্রদের শব্দভান্ডার বাড়ানোর চেষ্টা করা।

লোকেশের দিনগত পরিকল্পনা নিম্নরূপ

প্রথম দিন 'র' অক্ষরটিকে বোঝানো

দ্বিতীয় দিন 'ক' অক্ষরটি প্রসঙ্গ সহ বোঝানো।

তৃতীয় দিন 'স' এবং 'ল' বর্ণ বোঝানো। তারপর অক্ষর ও বর্ণ চিনিয়ে একটি কবিতা পাঠ করে শোনাবো।

চতুর্থ দিন একই শব্দ থেকে অক্ষর চেনা এবং নতুন অক্ষর থেকে শব্দ চয়ন করার শিক্ষা দান।

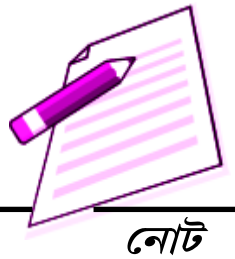

নোট

দিনগত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও সংক্ষিপ্ত সার

প্রথম দিন : লোকেশ খেলার মধ্য দিয়ে 'র' বর্ণটি চেনবার চেষ্টা শুরু করে। যেসব ছাত্রের নামে মধ্যে 'র' বর্ণ আছে শিক্ষক তাদের নাম বলতে বলবে। এরপর সেই নামগুলো বোর্ডে লিখে শিক্ষক 'র' বর্ণকে সোম দাস দিয়ে চিহ্নিত করবেন। তারপর তিনি এক বিশেষ ধরণের খেলা শুরু করবেন যেখানে একজন যাদুকর একটা বাচ্চার ভিতর থেকে কেবলমাত্র 'র' বর্ণটি বার করবেন।

শিক্ষক এবার বোর্ডে একটি বাক্সের ছবি এঁকে এক কাল্পনিক যাদুকরকে উপস্থিত করবেন যিনি মজা করে সেই বাক্স থেকে একের পর এক 'র' শব্দটি বার করবেন। যেমন রুমাল, রেডিও, রিক্সা ইত্যাদি। এভাবে তিনি 'র' বর্ণটি ছাত্রদের কাছে ভালোভাবে পরিচিত করানোর জন্য 'র'-যুক্ত অনেক শব্দ মজার সঙ্গে উপস্থিত করবেন এবং সেগুলো বোর্ডে লিখবেন তারপর 'র' দিয়ে শুরু এমন দুটি শব্দ ছাত্রদের লিখতে নির্দেশ দেবেন।

দ্বিতীয় দিন : দ্বিতীয় দিন লোকেশ 'ক' বর্ণটি পরিচিত করানোর জন্য একেই পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু করবেন। তিনি বোর্ডে একটি বাক্সের ছবি এঁকে ছাত্রদের কাছে জানতে চাইবেন যাদুকর কোন বর্ণটি বার করবে। ছেলেমেয়েরা 'ক' দিয়ে তৈরি অনেক হিন্দি শব্দ বলবে, লোকেশ সে শব্দগুলি বোর্ডে লিখবেন। তারপর তিনি আর একটি বাক্স এঁকে ছাত্র/ছাত্রীদের বলবেন সেটি 'র' দিয়ে তৈরি শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে লোকেশ ছাত্রদের সঙ্গে মিলে পড়াবেন।

তৃতীয় দিন : লোকেশ একই খেলা 'স' এবং 'ল' বর্ণ নিয়ে খেলবেন। তাপর বই থেকে দু'টি কবিতা তিনি পড়বেন এবং 'স' ও 'ল' বর্ণর শব্দ সেখান থেকে বেছে দাগ দিতে বলবেন। চারটি বর্ণ একই সঙ্গে খুঁজে দাগ দেওয়া ছাত্রদের কাছে কঠিন মনে হলে লোকেশ তাদের একটা বর্ণ চিহ্নিত করতে বলবেন।

চতুর্থ দিন : এবার ছাত্ররা চারটি বর্ণ ভালোভাবে চিনতে পারবে। এখন পুনরায় পাঠ অভ্যাস (Revise) করার পালা। কারণ ছাত্ররা অক্ষর চিনতে সক্ষম হ'য়েছে। তাই লোকেশ সেই চারটি বর্ণই বোর্ডে লিখবেন। তারপর তিনি ছাত্রদের চারটি আলাদা বাক্স তৈরি করতে বসে নির্দিষ্ট অক্ষরগুলো নির্দিষ্ট বাক্সে ভরতে বলবেন। এরপ লোকেশ একটি শব্দ 'সালোয়ার' এর কথা সেটি কোন বাক্সে থাকবে-ছাত্রদের কাছে জানতে চাইবেন। ছাত্ররা সঠিক উত্তর দিতে পারবেনা কারণ শব্দটিতে তাদের শেখা তিনটি অক্ষর বা বর্ণ আছে। তখন শিক্ষক তাদের বুঝিয়ে বলবেন যে যেহেতু তিনটি বর্ণ শব্দটিতে আছে সেজন্য তিনটি বাক্সেই শব্দটি থাকবে। এইভাবে কি করে ঐ চারটি অক্ষর পড়তে ও লিখতে হয় ছাত্ররা শিখে যাবে।

নোট

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা - 7

1. লোকেশের চতুর্থ দিনের পরিকল্পনা কি ছিল?

   ক) 'স' অক্ষর শেখানো খ) 'প' বর্ণটি শেখানো

   গ) 'চ' বর্ণ শেখানো ঘ) পুরানো পাঠের অভ্যাস করানো

2. আপনি কি মনে করেন বর্ণ পরিচয়ের জন্য লোকেশ সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন? যদি তাই হয়-তবে কেন?

   _____

   _____

3. 'সালোয়ার শব্দটি কোন বাক্সে যাবে-এই বিষয়টি বোঝাতে লোকেশ এত দীর্ঘ সময় কেন নিলেন? তিনি তো সোজাসুজি উত্তরটা বলে দিতে পারতেন?

   _____

   _____

8.6.4 আদর্শ প্রকল্প-4-রাধার ক্লাস

রাধা রাজস্থানের আটারু ব্লকের উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা। সে ইংরেজি ভাষার শিক্ষিকা। তার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শহর অঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল দু-জায়গা থেকেই আসে। তাদের বাবা-মা রা বেশির ভাগই কৃষি ক্ষেত্র, মুদির দোকান, ছোট ভোজনালয় (রেষ্টুর‍্যান্ট), জুতোর দোকান বা এমন কোনো জায়গায় কাজ করে। যেসব ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে তারা সবাই প্রধাণত কৃষক পরিবারের। বিদ্যালয়-ছুট ছাত্রের সংখ্যা বছরের বিশেষ-বিশেষ সময়ের ওপর নির্ভর করে যখন চাষের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মাকে সাহায্য করতে যায়।

রাধা অষ্টমশ্রেণীর 41 জন ছাত্র/ছাত্রীকে পড়ায়। ঠিকমত সুযোগ পেলে রাধা কবিতা পড়াতে পছন্দ করে। যেসময় কদিন যাবৎ বৃষ্টিতে শহর আচ্ছন্ন সেই সময়ের জন্য রাধার বিশেষভাবে তৈরি পাঠ প্রকল্প নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করবো।

এই পাঠ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কী-

- কবিতা পাঠে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ
- ছাত্রদের মনে কবিতাটির একটি ছবি তুলে ধরা
- আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান বাড়িয়ে তোলা
- ইংরেজি কবিতা বোঝার ব্যাপারে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা
- রাধার প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

নোট

প্রথম দিন

1. বর্ষাকালের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও তার আলোচনা
2. কবিতা আবৃত্তি এবং ক্লাসের কাজ করায় উৎসাহ।
3. আলোচনার মাধ্যমে কবিতাটির অর্থ বোঝার চেষ্টা।
4. কঠিন শব্দের অর্থ বোঝার জন্য সবাই মিলে একত্রে আলোচনা।

দ্বিতীয় দিন

1. একটি ছবি এঁকে তার সাহায্যে কবিতাটি বোঝার চেষ্টা
2. কবিতাটির প্রেক্ষাপট বোঝানোর চেষ্টা।

তৃতীয় দিন

1. বিশেষণ পদের সংজ্ঞা বুঝিয়ে শিক্ষক কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিশেষণ গুলি ছাত্রদের খুঁজে নিতে বলবেন।

চতুর্থ দিন

পাঠ্যপুস্তকের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনীর অভ্যাস।

দিনগত কাজের সারাংশ

প্রথম দিন : রাধা তার ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের বৃষ্টির দিনের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলেন এবং প্রশ্নোত্তরেয় মাধ্যমে আলোচনা করলেন। তারপর তিনি একটা খেলার ব্যবস্থা করলেন এই খেলার নিয়ম হল 'বৃষ্টি' শব্দটি শোনার পর ছেলে-মেয়েদের কোন শব্দটি মনে আসছে-সেটি বলতে হ'বে। তারপর একজন ছাত্রকে কবিতাটি জোরে পড়তে বলা হ'ল।

শিক্ষিকা তাদের নানা ভঙ্গি সহকারে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলায় ছাত্রছাত্রীরা কবিতাটিতে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী ভাবভঙ্গি সহকারে কবিতাটি পাঠ করলো।

দ্বিতীয় দিনে : রাধা তার ছাছাত্রীদের তাদের গ্রামের ছবি আঁকতে বলবেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তাদের পক্ষে সমগ্র গ্রামটির ছবি আঁকা সম্ভব নয়, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তাদের বাড়ি থেকে বিদ্যালয় আসার পথের ছবি আঁকতে বলবেন, যেটির কবিতাটিতে - উল্লেখ আছে। তারপর তিনি ছাত্রদের একটি বড় কুঁড়ে ঘর-এর ছবি আঁকতে বলেন এবং বোর্ডে কয়েকটি সংযোগকারী অব্যয়ের নাম লিখবেন যেমন 'তলার' (Under) 'ভিতরে' (in) 'বাইরে' (Out) ইত্যাদি। এই অব্যয় গুলি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের তিনি কুঁড়েঘর ও গাছের সূত্র ধরে বোঝালেন। এরপর তিনি ইংরেজিতে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশকাগুলি খুবই ছোট ছোট বাক্য বন্ধ-যেমন 'গাছের তলায় একটি পুতুল আঁকো'। ছাত্ররা যখন এই কাজে ব্যস্ত তখন তিনি

নোট

সারা ক্লাস ঘুরে ঘুরে তদারক করতে লাগলেন। 'around' বা 'behind' জাতীয় শব্দগুলির মাঝে ছাত্রদের বোঝানো বেশ কঠিন। কিন্তু রাধা নানা ধরনের উদাহরণ দিয়ে এগুলি বোঝাতে লাগলেন। এভাবেই ক্লাস শেষ হল।

তৃতীয় দিন : ছাত্রছাত্রীদের কবিতাটি পাঠ করতে বলে প্রশ্নোত্তর এর মাধ্যমে রাধা তাদের কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করতে বললেন। যেমন-বোর্ডে 'বাগান' শব্দটি লিখে তিনি ছাত্র/ছাত্রীকে বললেন তারা যেন 'বাগান' শব্দটি বোঝাতে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক শব্দ (সবুজ বিরাট, ছোট) ব্যবহার করে ছবিটি স্পষ্ট করে তোলে। তারপর তিনি কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষণভাব চিহ্নিত করতে বলেন। তাদের কয়েকটি বাক্য গঠন করতে বলেন যাতে বিশেষণের প্রয়োগ আছে এইভাবে ছবিটি দেখে ছাত্ররা তার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে।

চতুর্থ দিন : রাধা অনুশীলনী প্রশ্নগুলির জোরে পড়বেন এবং ছাত্ররা যদি ইংরেজি বুঝতে না পারে তখন তিনি হিন্দি এবং আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় সেটি বুঝিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উত্তর দিতে উৎসাহ দেবে। ছাত্রদের দেওয়া উত্তরগুলি রাধা বোর্ডে লিখবেন। তাদের আঞ্চলিক ভাষায় দেওয়া উত্তর গুলোও লিখবেন। তারপর কথাচ্ছলে উত্তর গুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবেন। শেষকালে ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড থেকে নিজেদের খাতায় সেগুলি নকল করবে এবং এভাবেই অধ্যায় শেষের অনুশীলনীর উত্তর দেবে।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা - 8

1. রাধা কোন বিষয়ের শিক্ষিকা

   ক) হিন্দি খ) ইংরেজি গ) বিজ্ঞান ঘ) অঙ্ক

2. পাঠের শেষ দিনে রাধা ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সমস্ত উত্তর বোর্ডে লেখাবার ব্যবস্থা করবে। তারা কি এভাবে কোনো ভাষা শিখতে পারবে?

   _____

   _____

3. আপনি ঐ কবিতাটি পড়াচ্ছেন এমন ভেবে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি পাঠ প্রকল্প তৈরী করুন।

   _____

   _____

8.6.5 কার্যকরী পাঠপরিকল্পনার ক্ষেত্রে গল্পবলার ভূমিকা

হরিয়ানা ফরিদাবাদ-এ কৌশল পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি শেখায়। সে 25 জনের ছাত্রদলকে শিক্ষাদান করে, যারা সকলেই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার থেকে এসেছে। বেশির ভাগ ছাত্রের অভিবকরা দিন মজুর, এবং কেউ কেউ রাস্তার ধারে ফল বিক্রী করে। ছেলেমেয়েরা বাড়ি কাজ করে

এবং ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করে।

প্রথমে কৌশল হরিয়ানা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের নবম পাঠটি শিক্ষা দেওয়া শুরু করে। সেই অংশে আছে নরেন্দ্র নামে একটি বালকের কাহিনী যে পরে এক বিখ্যাত মানুষ হ'য়ে উঠবে। কৌশল বিদ্যালয়ে যাবার আগেই পাঠ্যাংশটি পড়েছে।

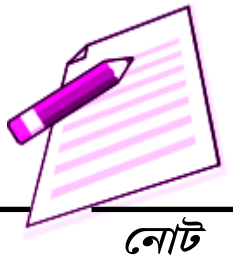

নোট

প্রথম দিন : কৌশল ছাত্রদের কাছে তাদের ছেলেবেলার কথা জানতে চাইবে। সে ছাত্রদের ছোটবেলার নানা মজার ঘটনা বলতে বলে এবং তারা যেসব শাস্তি পেয়েছিল সে কথাও জানাতে বলে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ছোটবেলার গল্প বলতে যদি লজ্জা বোধ করে, সেই লজ্জা ভাঙাতে গিয়ে কৌশল তাদের কাছে নিজের ছোটবেলার গল্পও বলতে থাকে। তার ফলে তাদের লজ্জ ভেঙে তারা মন খুলে তাদের ছোটবেলার গল্প বলতে থাকে। এরপর কৌশল পাঠ্য অধ্যায়টি জোরে জোরে পড়ে শোনায়। কারণ তার ক্লাসের বেশির ভাগ ছাত্রই ইংরেজি পড়তে পাবেনা, এবং যদি বা কেউ কেউ পড়তে পারে-তারাও দুটো-তিনটে শব্দের বেশি একসঙ্গে পড়তে পারেনা। কৌশল নানা ভাব ভঙ্গি সহকারের পড়াতে থাকে। কখনও কখনও বিষয়টি ভালো করে বোঝানোর জন্য সে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় পড়ায়। কৌশল গল্পটির নরেন্দ্রর ছেলেবেলার কথার তিনটি অধ্যায় পড়ে শোনায়। তারপর সে ছাত্রদের কাছে নরেন্দ্রর ছেলেবেলা গল্প শুনতে চায়-শেষে পুরো গল্পটি আবার পড়ে শোনায়। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে নরেন্দ্রর বিষয় কথা বলতে থাকে এইসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরে কৌশ বোর্ডে লেখে-

নাম : _____

বয়স : _____

মার নাম : _____

মা কি কাজ করেন : _____

বাবার নাম : _____

বাবা কি কাজ করেন : _____

তুমি কি কি পছন্দ কর? : _____

তুমি কি কি পছন্দ কর না? : _____

কৌশল তার প্রথম পাঠের শুরুতে পাঠ্যপুস্তকে নরেন্দ্রর বিষয়ে যা যা বলা হয়েছে-ছাত্রদের কাছে তা' জানতে চায়। ছাত্ররা নরেন্দ্রর বিষয়ে সব কিছু বলতে এবং ঠিকমত লিখতে পারে না। তখন কৌশল ছাত্রদের নির্দেশ দেয় যাতে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা অন্য প্রশ্নাবলীর উত্তর দেয়। ছেলেমেয়েরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরস্পরের মধ্যে কথা বলা শুরু করে দেয়?

দ্বিতীয় দিন : প্রথম দিনের কাজের বিষয় নিয়ে কৌশল আলোচনা শুরু করে। তারপর আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় পুরো গল্পটি পাঠ করে শোনায়। কিছু কঠিন শব্দও ব্যবহার করে। তারপর সে ক্লাসকে চারটি ভাগে ভাগে করে নরেন্দ্র বিষয়ে আলোচনা করে সে সব তথ্য লিখে রাখতে নির্দেশ দেয়। ছাত্রদের তাদের নিজস্ব কথা ভাষায় আলোচনা করার অনুমতি দিয়ে তাদের

নোট

লিখতে বলে। ছেলেমেয়েদের কথা বলার জন্য ক্লাসে বেশ গোলযোগ হয়। সেজন্য কৌশল তাদের আস্তে আস্তে কথা বলতে শেখায়।

তৃতীয় দিন : ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে কাজ করে তাদের অনুশীলনী সমাপ্ত করে। কৌশল প্রতিটি দলকে আলাদা নম্বর দেয় এবং প্রতিটি দলের কাজ অনুযায়ী তাদের মান নির্ণয় করে। আলোচনা থেকে সূত্র নিয়ে সেগুলি কৌশল বোর্ডে লেখে। এভাবে আলোচনা লিখে লিখে ক্লাসের কাজ সমাধা হয়।

চতুর্থ দিন : ছাত্ররা বই-এর অধ্যায় পড়তে শুরু করলে কৌশল তাদের অধ্যায় শেষের উত্তর খুঁজতে বলে। ছাত্ররা যখন উত্তর খুঁজতে থাকে তখন কৌশল সেগুলি বোর্ডে লিখতে শুরু করে। এইভাবে আলোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনুশীলনীর কাজ শেষ হয়।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা - 9

1. দ্বিতীয় দিন গল্পপাঠের সময় কৌশল কোন ভাষা ব্যবহার করেছিল?

   ক) আঞ্চলিক কথ্য ভাষার শব্দ খ) ইংরেজি শব্দ

   গ) উর্দু শব্দ ঘ) হিন্দি শব্দ

2. নরেন্দ্রর বিষয়ে না লিখে ছাত্রদের নিজেদের বিষয় গল্প লেখার জন্য কৌশল কেন নির্দেশ দিয়েছিল?

   _____

   _____

3. কৌশল কেন তার ক্লাসকে চারটে দল ভাগ করেছিল?

   _____

   _____

4. দলবদ্ধভাবে কাজ করে ছেলেমেয়েরা কেন বেশি উপকৃত হল?

   _____

   _____

5. আলোচনার করার জন্য কৌশলের ক্লাসে ভীষণ গোলমাল হচ্ছিল। এভাবে ক্লাস চালানো কি আপনার ভালো মনে হয়? এতে ক্লাসে আবহাওয়া নষ্ট হয় বলে কি আপনি মনে করেন? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

   _____

   _____

8.7 দেওয়াল চিত্র (Poster) ও বিজ্ঞাপন

পাঠপ্রকল্পের ক্ষেত্রে দেওয়ালচিত্র ও বিজ্ঞাপন খুবই কার্যকরী। আমাদের জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় এমন বিষয় দেওয়াল চিত্র ও বিজ্ঞাপন খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞাপন

এবং প্রাসঙ্গিক দেওয়াল চিত্র প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত নয়, কিন্তু এটা জানা প্রয়োজন যে এগুলি খুব ছোট ব্যাপার হলেও শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপকারী।

আমরা বিদ্যালয়ে, অফিসে, দোকানে, বাজারে নানা ধরণের সাইনবোর্ড, দেওয়াল চিত্র ও বিজ্ঞাপন দেখে থাকি এগুলি বোঝার জন্য খুব একটা কষ্ট করতে হয় না, কারণ এগুলি এমন ভাবে তৈরি যে সমান্যতম শিক্ষাগত মানের লোকেদেরও এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এগুলি পড়ার দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে। অন্য একটি ভাষা শেখার জন্য এটি একটি ভালো উপায়।

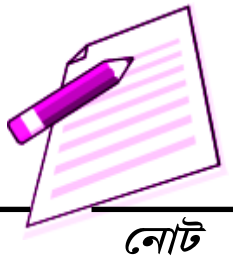

নোট

এগুলি প্রয়োগ ও ব্যবহারের বিভিন্ন দিক আছে। ছাত্রদের কোনো প্রকল্প (Project) তৈরির ক্ষেত্রে দেওয়াল চিত্র বা বিজ্ঞাপন ব্যবহারের জন্য শিক্ষক তাদের নির্দেশ দেবেন। পড়ার দক্ষতা বাড়াবার জন্য পোস্টারের ব্যবহার এবং ছবির ব্যবহার খুবই কার্যকরী।

নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে শিশুরা ছবি দেখে অনেক নতুন শব্দ শিখতে পারে।

শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের একটি সাইনবোর্ড দেখিয়ে তার কি অর্থ এবং সেটা কি বোঝাত চাইছে-জানতে চাইবেন। চাইছে সেই দেওয়াল চিত্র বা বিজ্ঞাপনে যে সব ছবি আঁকা আছে, যা লেখা আছে সেগুলো মাধ্যমে কি বোঝা যাচ্ছে-সেটাও শিক্ষক জানতে চাইবেন। ছাত্ররা আসলে কি বুঝেছে সেটাও তারা জানাবে। তখন শিক্ষক সেই কথাগুলি ছাত্রদের নিজেদের খাতায় শেখার জন্য নির্দেশ দেবেন।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা - 10

1. আমাদের চারপাশের নানা বিষয় সম্পর্কে দেওয়াল চিত্র বা বিজ্ঞাপন কোনভাবে বা পদ্ধতিতে কাজ করে-

   ক) দুর্বোধ্য ভাবে খ) অনাকর্ষণীয় ভাবে

   গ) সহজ ও আকর্ষণীয় ভাবে ঘ) বিরক্তি কর ভাবে

2. আপনার অঞ্চলে দেখা অন্তত 20টি দেওয়াল চিত্র ও বিজ্ঞাপনের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

   _____

   _____

3. পঞ্চমশ্রেণীর পাঠ প্রকল্প তৈরির ক্ষেত্রে কি ধরনের দেওয়াল চিত্র ব্যবহার বা তৈরী করবো? প্রাসঙ্গিক 5টি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করুন।

   _____

   _____

4. ভাষা শিক্ষার ক্লাসে এ ধরণের (দেওয়াল চিত্র ইত্যাদি) জিনিশ ব্যবহারের উপকারিতা কী? দেওয়াল চিত্র ও বিজ্ঞাপন কি অন্যভাবে ব্যবহার করা যায়?

   _____

   _____

5. ক্লাস টু বা ক্লাস থ্রির (দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী) জন্য কিছু বিজ্ঞাপন সহযোগে পাঠপ্রকল্প (lesson

plan) তৈরি করুন এবং সেই একই বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে ক্লাস ফোর-এর (চতুর্থ শ্রেণী) জন্য আর একটি প্রকল্প করুন।

_____

_____

নোট

8.8 পাঠপ্রকল্প কিভাবে প্রস্তুত করতে হয়?

একটি ক্লাসরুম বা শ্রেণীর দুটি প্রধান উপাদান-শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ছাত্র/ছাত্রী। এরা দুটি বিভাগই জ্ঞানার্জনের সঙ্গে জড়িত এই অর্থে যে এদের মধ্যে সর্বদাই জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া চলেছে-এরা একই সঙ্গে জ্ঞান লাভ ও শিক্ষায় মগ্ন। অন্যান্য উপাদান হল পাঠ্যপুস্ত, পাঠ্যসুচি, পরীক্ষা, ছাত্রদের নানা অভিজ্ঞতা লাভ এবং অভিভাবকদের প্রত্যাশা ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন শিক্ষক যখন পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, তখন এই সবই তাঁর মনে রাখা দরকার। Lesson Plan বা পাঠ প্রকল্প একই সঙ্গে ঘন সংবন্ধ ও নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথ রাখার জন্য প্রয়োজন ঘনসংবন্ধতা শিক্ষাদানকালে অসুবিধা হলে কিছু পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন নমনীয়তা।

সেজন্য শিক্ষক মনে মনে এমন পরিকল্পনা করবেন যাতে লক্ষ্য স্থিরও দৃঢ় থাকলেও শেষ মুহূর্তে কিছু পরিবর্তনের জন্যও জায়গা থাকবে। বিষয়টিকে যথাযথ মূল্য দেবার জন্য শিক্ষক পুরো বিষয় ও লক্ষ্য বস্তু লিখে রাখবেন এবং ক্লাসের অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে কিছু কিছু পরিবর্তন করবেন। এবার আমরা দেখবো কিভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা উচিত এবং ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কিভাবে পাঠ্যসূচি ছোট ছোট অংশে শিক্ষক ভাগ করবেন।

1. **ক্লাসের সময় :** শিক্ষক প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখবেন যে সারা বছরে পাঠ্যসূচি শেষ করার জন্য তিনি কতগুলি দিন ও সপ্তাহ পাবেন। পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে শেষ করার জন্য কতখানি সময় তিনি পেতে পারেন সেই বিষয়টি শিক্ষক হিসেব করে পাঠদান করবেন। সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয় যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যথাযথ বোঝাতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা (Lesson Plan বা) পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

2. **ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ও বয়সের হিসাবমত দল গঠন।**

3. **অধ্যায়ের শীর্ষনাম**

4. **পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞান** - ছাত্রদের পূর্বে প্রাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা শিক্ষকের জানা প্রয়োজন কারণ যথাযথ শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে গেলে সেটি মাথায় রাখতে হ'বে এবং সেইমত (plan বা) পরিকল্পনা সার্থক হ'বে।

   একজন শিক্ষক যখন তৃতীয় শ্রেণীর (class ও) ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন তখন ছাত্ররা ইংরেজি বর্ণমালাও অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত কিনা সেটা অবশ্যই জেনে নেবেন। যদি দেখা যায় অনেক ছেলেমেয়ে সেটা জানে না, তখন শিক্ষককে এমন ভাবে তাঁর পাঠ পরিকল্পনা সাজাতে হ'বে যাতে একেবারে নিম্নস্তরের ছেলেমেয়েরাও ইংরেজি পড়ানো বুঝতে পারে।

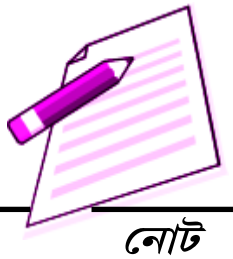

নোট

5. **সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য** - পাঠপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করতে হ'বে।

6. **বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য** - প্রতিদিনের পরিকল্পনা মত লক্ষ্য স্থির রাখা যাতে একটি ক্লাসে ঠিকমত পড়ানো যায়।

7. **পদ্ধতি ও প্রয়োগ** - পাঠ্য বিষয়ের বিশেষ ও সাধারণ উদ্দেশ্য মনে রেখে ছাত্রদের উন্নতির জন্য এগিয়ে যেতে হ'বে।

8. **নিজের মূল্যায়ন** - এই অংশটি শূন্য থাকবে। শিক্ষক তাঁর পড়ানোর শেষে মূল্যায়ণ করে এই অংশটি পূর্ণ করবেন। ক্লাসে কি ঠিক অথবা কি ভুল হ'চ্ছে সেটি শিক্ষক লিখবেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে কি না তাও জানাবেন। এর ফলে এটাও বোঝা যাবে কেন আপনাকে আপনার (lesson plan বা) পাঠপরিকল্পনা বদলাতে হ'য়েছে

9. **মন্তব্য** - আপনার ক্লাসে আপনার পরিকল্পনা মত কাজ করতে গিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা আপনি (শিক্ষক) জানাবেন। প্রথম পাঠদানের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পরিকল্পনা প্রয়োগে এটি সাহায্য করবে।

আপনার উন্নতির পরীক্ষা - 11

1. একটি পাঠপ্রকল্প (lesson plan) প্রস্তুত করার সময় কতগুলি বিষয় আপনি মনে রাখবেন?

   ক) চার খ) পাঁচ গ) নয় ঘ) বারো

2. আত্মমূল্যায়ণ বলতে কি বোঝায়?

   _____

   _____

3. সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্যর পার্থক্য কি?

   _____

   _____

4. পাঠপ্রকল্প প্রস্তুত করতে গিযে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবেন?

   _____

   _____

এই একক নানা পদ্ধতিতে আদর্শ পাঠপ্রকল্প গঠনের বিষয়টি নিশ্চয়ই আপনাকে বোঝাতে সহায়ক হ'য়েছে। কোটরার একটি বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণীতে 'জাপান' সম্বন্ধীয় পাঠপ্রকল্প কিভাবে শিক্ষিকা মহিমা প্রস্তুত করেছে। সেটা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। আমরা দেখেছি মহিমা প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের জাপান সম্বন্ধে কিছু বলার পর সেদেশের উৎসব ও সংস্কৃতির কথা আলোচনা

নোট

করেছে। এজন্য সে পৃথিবীর মানচিত্র ব্যবহার করে জাপানের অবস্থান কোনখানে সেটি নির্দেশ করে জাপানের রাজধানী টোকিও সম্বন্ধেও ছাত্রদের বলেছে। জাপানের রীতিনীত-উৎসব, পোশাক পরিচ্ছদ। সামাজিক নিময়, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্পসন্থার বিবরণ দিয়ে শিক্ষিকা মহিমা ছাত্রছাত্রীদের কাছে জাপানের একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করেছে। এরপরে পাঠ্যবইয়ে দেওয়া ছবি দেখিয়ে এবং কিছু কঠিন শব্দের অর্থ বুঝিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হ'য়েছে। এরফলে ছেলেমেয়েরা একক ভাবে কিংবা দলবদ্ধ ভাবো আলোচনা করে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়াবার পর শিক্ষিকা তাদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন। পাঠ্যসূচির ১০নং অধ্যায়ে একটি বিভাগ আছে যেখানে আশা করা যায় ছাত্ররা জাপান সম্পর্কিত সব উপাদান একত্রে সংগ্রহ করবে। শিক্ষিকা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের করা কাজের (Project) একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারেন।

8.9 দেওয়াল চিত্র (Poster) ও বিজ্ঞান

- আমরা ঠিকমত পরিকল্পনা করলে সুষ্ঠুভাবে পড়াতে পারবো।
- একটি পাঠপ্রকল্প তৈরি করার আগে ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ, পরিবার, শ্রেণীকক্ষের আয়তন, পাঠ্যবিষয়ের মূলসূত্র জেনে নেওয়া প্রয়োজন।ত
- প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীকে তাদের নিজেদের পরিচিত কথ্যভাষায় কথা বলতে দেওয়া উচিত।
- ক্লাসরুমের সব কাজে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করা উচিত।
- ক্লাসে পরিকল্পনামত পাঠ্যবিষয়ই ছাত্ররা শুধু শেখেনা। তাদের নিজস্ব ভাবনাও কাজ করে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সেটাও জরুরী-তাই পাঠপরিকল্পনার সময় ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাভাবনাকেও মূল্য দেওয়া উচিত।
- ছেলেমেয়েদের দেওয়া প্রতিটি উত্তরের ভুল না দেখে, উত্তর দেবার সময় তারা প্রদত্ত প্রশ্ন নিয়ে কি করছিল, সেটাই শিক্ষকের দেখা উচিত। ভুলের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ না করে সেটি যথাযথ ভাবে অর্জন করতে হয়। একজন শিক্ষকের জানা উচিত বা দেখা উচিত একজন ছাত্র কিভাবে উত্তর সঠিক দেয়-দুর্ভাগ্যাকত আমরা সবসময় ভুলগুলোর দিকে নজর দিয়ে থাকি।
- ক্লাসে আসার আগে যদি শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠ্য বিষয়টি নিজে দুতিনবার ভালো করে পড়ে আসেন, কি ধরনের অনুশীলনী বা কাজ করাবেন ভেবে আসেন তাহলে পুরো বিষয়টি অনেকটাই সহজ হ'য়ে যায়।
- পাঠ প্রকল্প (lesson plan) প্রস্তুত করার আগে ক্লাসের আয়তন ছেলেমেয়েদের বয়স, শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ পরিবার সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কাজকর্ম

তিনধরনের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন-প্রথমটি কবিতা শেখানোর জন্য, দ্বিতীয়টি গল্প বলার

জন্য এবং তৃতীয়টি নাট্য পাঠের জন্য। তারপর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরিকল্পনা করা উচিত। শিক্ষকের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

8.10 পাঠ ও সহায়ক গ্রন্থের তালিকা (References)

হিন্দি ভাষা 2 (2000) পাটনা/বিহার স্টেট পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড ইংরেজি বই-5 (2004) পাঁঞ্চকুলা-হরিয়ানা গর্ভমেন্ট, টেক্সবুক প্রেস।

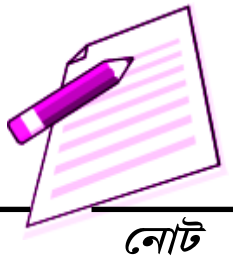

নোট

8.11 একক শেষের অনুশীলনী

1. এই এককে বিন্যস্ত আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা বিষয়ে যা জেনেছেন তার তালিকা করুন নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিত্তিতে আপনার উত্তর দিন-

   ক) শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব; খ) ক্লাসের কর্মে ছাত্রদের অংশগ্রহণ

   গ) বিষয়ের ওপর কাজ; ঘ) প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনার পদ্ধতি

2. মহিমার ক্লাসের সঙ্গে অন্য শিক্ষকদের ক্লাসে মৌল পার্থক্য কী?

   _____

   _____

3. কোনো ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে আপনি কোন বিষয়গুলি সম্বন্ধে তথ্য জেনে যাবেন এবং কেন? পাঠপ্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য এতে কি কাজ হ'বে?

   _____

   _____

4. আপনি যদি শিক্ষিকা মহিমার জায়গায় থাকতেন তাহলে জাপান বিষয়ক অধ্যায় আপনি কিভাবে পড়াতেন?

   আপনার উত্তর এর সঙ্গে একটি পাঠপ্রকল্প প্রস্তুত করুন।

   _____

   _____

নোট

একক - 9 শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ-এর বিষয়ে কিছু নতুন মাত্রা

গঠন

9.0 – ভূমিকা

9.1 – শিক্ষণীয় বিষয়/শিখন উদ্দেশ্য/অভিলক্ষ্য

9.2 – শিক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

9.3 – শিক্ষনীয় উপকরণ কেন প্রয়োজন?

9.4 – শিক্ষণ-শিখন উপকরণ অথবা শিক্ষার সহায়ক উপকরণ/শিক্ষামূলক প্রদীপন

9.5 – প্রদর্শনের জন্য মডেল বা উপাদান

9.6 – শিক্ষণ-শিখন উপাদান (TLM) কিভাবে সহায়ক?

9.7 – ভালো বা উপযুক্ত শিক্ষার উপকরণ কী?

9.8 – একটি মাত্র বস্তু (উপাদান) দিয়ে একবারই কি করা যায়?

9.9 – ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্ডের ব্যবহার।

9.10 – শিখনের যথার্থ অর্থ বোঝাতে ভাষা শিক্ষায় কি উপকরণ লাগে

9.11 – ভাষা শিক্ষার ক্লাসে কোন ধরণের উপকরণ প্রয়োজনীয়।

9.12 – উপকরণের জোগান কেমন?

9.13– কিভাবে উপকরণ ব্যবহার করা হ'বে?

9.14 – কিভাবে উপকরণ নির্বাচন করা হ'বে? অনুশীলনী

9.15 – উপসংহার/সারসংক্ষেপ

9.16 – পঠনীয় ও সহায়ক গ্রন্থ সমূহ

9.17 – একক শেষে অনুশীলনী

9.0 - ভূমিকা

ঠিকমত চিন্তা করলে আমরা দেখবো যে আমাদের চারপাশের সব কিছুই আমরা শিশু সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। এক হিসেবে স্কুল, ক্লাসঘর, খেলার মাঠের মতোই ধূলোবালি, নুড়ি-পাথর, গাছের পাতাও শিক্ষার উপকরণ হ'তে পারে। সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু শিক্ষার উপকরণ অহেতুক জটিল ও যান্ত্রিক হ'য়ে পড়েছে। যে কোনো দামী ও বৈদ্যুতিন জিনিসপত্র

নোট

শিক্ষার উপকরণ হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট-এমন এক ভ্রান্ত ধারণা বর্তমানে অনেককে প্রভাবিত করছে। তথ্য প্রযক্তির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে কমপিউটার, অন্তর্জাম (ইন্টারনেট) ওয়েবসাইট, নেটওয়ার্ক সহ অনেক নতুন ধরণের উপকরণ আমাদের সামনে উপস্থিত। একটা সময়ে রেডিও, টেলিভিশন টেপ-রেকর্ডার প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সহায়ক বলে মনে করা হ'ত। তারও আগে ছোট ছোট কিছু জিনিস দেওয়াল চিত্র, ছবি ইত্যাদিকে শিক্ষার উপকরণ বলে গন্য করা হত। সাম্প্রতিক কালে সেসব বস্তুর গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবুও এটা দেখার যে এইসব উপকরণ এখন স্কুলগুলোতে যথাযথ এবং যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা হ'চ্ছে না।

সাম্প্রতিক কালে শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ এবং শিশুদের গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোলাগার বিষয়ে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এই নতুন বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ও উপাদানের প্রয়োগ কৌশলও এক নতুনতর মাত্রা লাভ করেছে।

শিক্ষার উপকরণকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এবং ছাত্রদের ক্ষেরে ভিন্ন ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা যায়। অন্য একটি ভাগ হল মৌখিক ও দৃশ্যগত (Visual)। ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের প্রয়োগবিধিও পৃথক। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষার উপকরণগুলি শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে নিজে নিজে কোনো নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম নয়। এই উপকরণগুলির প্রয়োগ পরিকল্পনাটিই মূল বিষয়। কিভাবে এই উপকরণগুলিকে ক্লাসে প্রয়োগ করা হ'বে এবং এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে কি হওয়া উচিত।

এই সব প্রশ্নগুলি নিয়েই আমরা এই এককে আলোচনা করবো।

9.1 শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য

- শিখন উপকরণ কি কি হওয়া উচিত তা স্থির করা
- প্রয়োজনীয় শিক্ষণ সহায়ক বস্তুগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা
- শিখনের যথার্থ ভালো উপকরণ কাকে বলা যায়?
- TLM (শিক্ষণ-শিখন উপকরণ) ও শিক্ষাসহায়ক-এর পার্থক্য
- ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন উপকরণ (learning material)-এর উপযোগিতা
- কিভাবে এবং কখন TLM ব্যবহার করা উচিত।

9.2 শিক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়েজনীয় উপাদানসমূহ

এটা জানা খুব জরুরী যে, যে কোনও ক্লাসে শিক্ষার উপকরণ গুলি পাবার কতখানি সুযোগ সুবিধা আছে। ঠিক তেমনভাবেই স্কুলের প্রয়োজনীয় উপকরণ গুলি স্কুলে পাওয়া যায়-সেই সুবিধে থাকাও

নোট

জরুরী। আমরা অনেকসময় খেয়াল করি না যে ভাল ও প্রকৃত শিক্ষার জন্য কিছু উপকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। এদের মধ্যে কিছু জিনিসের কথা সহজেই মনে আসে, আবার এমন কিছু আছে যা সহজ নয়। যেমন প্রতিটি শিশুরই বেঞ্চি, টেবিল বা বসার চেয়ার প্রয়োজন, যথাযথ আলোর জন্য ব্যবস্থা করা জরুরী। এছাড়া পরিস্কার পানীয় জল, শৌচালয় ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করা উচিত। ১৯৮৬-তে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষানীতি সারা দেশে ব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ণের জন্য জরুরী পদক্ষেপ প্রতিটি বিদ্যালয় অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় উপাদানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এগুলি হল শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা। যেখানে বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা, কিছু ক্রীড়ার সরঞ্জাম পাঠাগারের পর্যাপ্ত বই ইত্যাদি। একজন শিক্ষকের মনে রাখা দরকার স্কুলের যথাযথ পঠনপাঠনের জন্য কি ধরণের সহায়ক উপাদান প্রয়োজন। শিক্ষক হিসেবে আপনার মনে পড়তে পারে আপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষার কি কি উপকরণ ছিল এবং কোন জিনিসগুলি ছিল না।

স্কুলের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ছাড়া আরো কিছু শিক্ষাসংক্রান্ত উপাদান শিক্ষাদেবার জন্য প্রয়োজন।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা যাচাই করুন।

১. নিম্নলিখিত জিনিসগুলি কি প্রয়োজনীয় উপরকর আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

(ক) নকশা (চার্ট) (খ) মডেল (গ) বেঞ্চ (ঘ) ভাষা চিত্র

২. স্কুলে কোন কোন প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকা প্রয়োজন?

.....

.....

.....

৩. আপনার স্কুলে কি ধরণের উপকরণের অভাব অনুভব করেন?

.....

.....

.....

9.3 শিক্ষার জন্য বিশেষ উপকরণ কেন প্রয়োজন

শিক্ষার উপকরণ বিষয়ে সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন হ'ল-এগুলি প্রধাণত কারা ব্যবহার করবে? শিক্ষণ-শিখন

নোট

পদ্ধতির প্রয়োগের উপর এর উত্তর নির্ভর করবে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে একটা আদর্শ মডেল ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করবেন-এমনটাই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। অর্থাৎ ছাত্রদের কাছে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা করে তাদের বোঝানোই শিক্ষকের কর্তব্য। ছাত্ররা চুপচাপ বসে শিক্ষকের কথা শুনবে-এটাই স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের কথা শুনে তাদের খাতায় সেটি লিখে নেবে অথবা যেভাবে উপকরণগুলির ব্যবহারবিধি শিক্ষক/শিক্ষিকা অথবা যেভাবে উপকরণগুলির ব্যবহারবিধি শিক্ষক/শিক্ষিকা বলেছেন-সেভাবেই করবে। এইভাবে নকশা (চার্ট) ছবি (স্লাইড) মডেল দিয়ে বিষয়গুলি বোঝানো সহজ হবে। এটি হল শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি। এখনও পর্যন্ত এটিই বহুল প্রচলিত, স্বীকৃত, জনপ্রিয় রীতি। অনেকেই এই পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে শিক্ষার উপকরণগুলি প্রধানত শিক্ষক/শিক্ষিকারাই ব্যবহার করেন। ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি দেখে মাত্র। তারা নিজেরা সেগুলি ব্যবহার করতে পারে না। শিক্ষকদের ধারণা শিশুদের হাতে পড়লে সেগুলি হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা প্রাথমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সঠিক বলে মনে করা হয় না। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মতো করে নিজেরা সেগুলি ব্যবহার করতে শিখবে-এটাই মনে করা হচ্ছে শিক্ষক তাদের প্রচেষ্টা ও প্রয়োগে সাহায্য করবেন-এটাই সঠিক পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। অন্য কারবারে সাহায্য পরিচালিত না হয়ে নিজেদের যুক্তি বুদ্ধি সহকারে ছাত্রছাত্রীরা কাজটি করবে-সেটাই উচিত। শিক্ষার উপকরণ ও সহায়ক বস্তুগুলি ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত বলে বর্তমানে মনে করা হচ্ছে।

ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ধারণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য উপকরণগুলি তাকে সাহায্য করবে। এজন্য তাদের সেই উপকরণগুলি ব্যবহার করা, নানাভাবে পরীক্ষা করে হাতে কলমে প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাদানের এই রীতি অনুসারে উপকরণগুলি ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যের জন্য সবসময় তাদের হাতের কাছে থাকা দরকার।

অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করবো ভাষা শিক্ষার ক্লাসের কি ধরণের শিক্ষাউপকরণ ব্যবহার করা হ'বে।

শিক্ষাদানের দুটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রচলিত কিছু বিষয় ও বস্তুতে কিভাবে প্রয়োগ করতে হ'বে-সেটিও আমাদের বিবেচনা করতে হ'বে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগবিধি নিয়ে আমাদের ভাবতে হ'বে।

শিক্ষণ পদ্ধতির আলোচনার TLM শব্দ বস্তুটি বহুর প্রচলিত ও জনপ্রিয়। সেই সঙ্গে শিক্ষা সহায়ক (Teaching aid) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এ দুটি শব্দকে সমার্থক মনে করা হয়। আসলে এ দুটির ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের উপকরণ, ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন - 2

১. TLM শব্দটির প্রসারিত অর্থ হ'ল:

নোট

(ক) Total listening matter

(খ) Total learning matter

(গ) Teaching Learning Material (শিক্ষণ-শিখন উপকরণ)

(ঘ) Teaching learning module

২. Teaching Learning Material বা উপকরণ ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছনো কেন জরুরী?

.....

.....

.....

৩. TLM বলতে কি বোঝায়? এর যথার্থ অর্থ কি?

.....

.....

.....

৪. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ সঠিক নয়?

.....

.....

.....

9.4 শিক্ষণ-শিখনের/শিক্ষণ সহায়ক বস্তু/শিক্ষামূলক প্রদীপন (Teaching Learning) উপকরণ বণাম শিক্ষার সহায়ক বস্তু

TLM পদ্ধতিকে সর্বপ্রকার শিক্ষাক্ষেত্রে, সর্বশ্রেণীর প্রেক্ষিতে সব সমস্যার সমাধান সূচক বলে মনে করা হয়। এই বিশ্বাসে যে TLM পদ্ধতি ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সব কিছুকে পালটে দিতে পারে। TLM (Teaching Learning Material) অর্থাৎ এই উপকরণ তৈরির জন্য কর্মশালা আয়োজিত হয়। এজন্য থার্মোকল, চার্ট পেপার, নানাধরমের রং-পেন্সিল ও যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়। শিক্ষক/শিক্ষিখার তাঁদের শৈল্পিক নৈপুণ্য, কল্পনাশক্তি দিয়ে নানাধরণের সুন্দর মডেল বা আদর্শ প্রতিরূপ তৈরি করেন।

নোট

9.5 প্রদর্শণের জন্য তৈরি 'মডেল' ও অন্যান্য বিষয়

এই সব 'মডেল' দেখে ও তাদের গুণাগুণ পর্যালোচনা করে আমরা তিনটি মূল প্রশ্ন ও প্রসঙ্গে উপনীত হই।

১. এই মডেলগুলি কি ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাশক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে? এগুলি কি তাদের তাদের কল্পনা, স্বাধীন চিন্তা কে বাড়িয়ে নিজস্ব ভাবনা প্রকাশে সাহায্য করে?

অথবা

এগুলি তাদের কাছে শুধুমাত্র জানার মাধ্যম-এবং সব ছাত্রছাত্রীই একই ভাবে এগুলিকে গ্রহণ করে।

২. এগুলি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কি নিজেরা কিছু করতে পারে। এগুলি নিজেরা হাতে নিয়ে উল্টে-নির্মাণ ও নতুন ভাবে তৈরি করতে পরে?

অথবা

তারা এগুলি থেকে দূরে থাকে এই ভয়ে যে হয়তো এগুলি ভেঙে যাবে বা নষ্ট হ'য়ে যাবে।

৩. ছাত্রছাত্রীরা এগুলো পেতে পারে এবং ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারে।

অথবা

মডেলের একটি মাত্র প্রতিরূপে তৈরি করা খুব কঠিন। এগুলোর প্রতিরূপ করতে এত সময় লাগে একটি শিশুর পক্ষে নিজের জন্য তা করা সম্ভবপর নয়।

যদি 'OR' শব্দ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো হয় - তাহলে বুঝতে হ'বে সেটি TLM পদ্ধতি নয়। TLM বলতে বোঝায় শেখাও শেখানোর উপকরণ। যে সব উপকরণ 'OR' বা অথবা শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, সেগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলি হল শিক্ষার সাহায্য করার উপকরণ যাদের 'teaching aid' বলা হয়।

TLM (শিক্ষণ শিখন-উপকরণ) ও Teaching aid (শিক্ষা সহায়ক)-দুটিই কার্যকরী কিন্তু এদের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় সেটি বিবেচনা করা দরকার। আমাদের মনে রাখতে হ'বে শুধুমাত্র ক্লাসরুমে পাওয়া যায় বলেই এই উপকরণগুলি কিন্তু শিক্ষাদনের পক্ষে সঠিক ও যথোপযুক্ত হবে এমন কোনও মানে নেই।

ভালো শিক্ষণ শিখন উপকরণ (TLM) এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বলতে সাধারণত নানাধরণের দেওয়া চিত্র বা নকশা (Charts)। মডেল বা প্রতিরূপকে বুঝি যেগুলি থার্মেকল, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। এগুলিকে শিক্ষা সহায়ক হয়তো বলা যায়। কিন্তু এগুলি আসলে শিশুদের প্রয়োজনের কিছু জিনিস। শিক্ষা শিক্ষণ পদ্ধতিতে এটি বিশেষ কার্যকরী নয়। আসল শিক্ষক/শিক্ষিকারা দীর্ঘদিন ধরে

নোট

এগুলি তৈরি করেন এবং ক্লাসঘরে এগুলি দীর্ঘদিন ধরে সাজানো থাকে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা এগুলি হাতে করে নাড়াচাড়া করতে পারে না বা বেশি সময় ধরে দেখতেও পায়না। কারণ তাদের মনে বয় থাকে যে হয়তো অসাবধানে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে বা ভেঙ্গে যাবে। মডেলগুলি শৈল্পিক নিদর্শন এবং তৈরি করতেও দীর্ঘসময় লাগে। একবার নষ্ট হলে সহজেই তা আবার তৈরি করার যায়না।

প্রায় সব স্কুলে একই ধরণের শিক্ষাসহায়ক (Teaching aids) উপকরণ দেখা যায়। হয়তো আকারে বা রঙের ব্যবহারে কিছুটা তফাৎ থাকে। এ জাতীয় 'মডেল' তৈরি করতে শিক্ষকদের বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন হলেও ছাত্রছাত্রীদের তা বিশেষ কাজে লাগে না। তারা হয়তো একবার মাত্র সেগুলি দেখে কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে, এবং তারপর ভুলেও যায়। এতে তারা কিছুই শিখতে পারে না।

9.6 TLM কিভাবে সাহায্য করে?

আমাদের নিজেদের কাছেই প্রশ্ন রাখতে হ'বে যে আমরা ছাত্রছাত্রীকে কি শেখাতে চাই এবং তারা কিভাবে শিখবে। যদি আমরা বুঝি যে শেখার সময় ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী ও উৎসাহী তাহলে সবরকম সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত। এই প্রক্রিয়াতে নানাধরণের উপকরণ খুবই উপকারী ছাত্ররা যদি শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের বিষয় নিয়ে জানতে আগ্রহী হয় তাহলে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মানো প্রয়োজন। এই উপকরণ রঙ, আকৃতি, ওজন বিভিন্ন ধরণের হ'তে পারে। এই শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে তার নির্দিষ্ট নামকরণ করা দরকার। পরিবেশ বিদ্যার কোনো অংশ যদি ভাষাগঠনের অংশ হয়-তাহলে এমন উপকরণ বেছে নেওয়া উচিত যা দুটি বিষয়ের কাজে লাগবে, আসলে সঠিক কাজ বেছে নিয়ে তার উপযোগী উপকরণ নির্বাচন করতে হ'বে।

এই কাজ নানাভাবে করা যেতে পারে। অনেক উপকরণের মধ্য থেকে শিশুকে সঠিক বস্তু বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হ'বে। অথবা শিক্ষক তাঁর ছাত্র/ছাত্রীকে উপকরণ গুলি ভালো ভাবে দেখে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করার নির্দেশ দেবেন। উদাহরণ স্বরূপ-শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর ছাত্রদের উপকরণগুলির মধ্যে থেকে গোল/চৌকো বা অন্য আকৃতির বস্তুগুলি আলাদা করে বাছতে বলবেন। এই পদ্ধতিতে ছাত্ররা শ্রেণীবিভাগ ও বিন্যাসের বিষয়টি বুঝতে পারবে। এর ফলে বিভিন্ন স্তরে শ্রেণী নির্ণয়ে তারা দক্ষ হ'য়ে উঠবে। এর ফলে যে শুধু ভাষাগত দক্ষতাই বাড়বে তা নয়, ভাষার বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতাও বাড়বে। দেখা যাচ্ছে যে প্রাপ্ত উপকরণগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে শিশুরা প্রতি বিষয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করবে এবং সব ধরণের উপকরণ ব্যবহার করতে শিখবে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা

১. এদের মধ্যে কোনটিতে ছাত্রদের ভূমিকা নগণ্য? (negligible)

(ক) TLM (খ) শিক্ষা-সহায়ক (গ) শিখন (ঘ) মডেল

নোট

২. 'TLM' কোনো ম্যাজিক (বা যাদু) নয়-এই মন্তব্য কি বোঝাচ্ছে?

.....

.....

.....

৩. TLM ও Teaching aid -এর পার্থক্য কোথায়?

.....

.....

.....

৪. TLM ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে পৌঁছবার প্রয়োজনীয়তা কি?

.....

.....

.....

৫. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে TLM কিভাবে সাহায্য করে এবং ছাত্রদের কাছে কেমন করে তার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব?

.....

.....

.....

9.7 প্রদর্শণের জন্য তৈরি 'মডেল' ও অন্যান্য বিষয়

যখন আমরা বলি শিক্ষার ভালো উপকরণ মানে এই নয় যে শিক্ষক। শিক্ষিকা তাঁর মতামত জানাবেন বা তথ্য দেবেন-তখন একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে আসে। অতিরিক্ত কোনো উপকরণ কি শিক্ষাদানে সাহায্য করে? যেমন ব্ল্যাকবোর্ড, লেখার চক, বা পাঠ্যবই? যদি এই উপকরণের প্রচলিত ব্যবহার বিধি যথাযথ না হয় - তাহলে সেগুলিকে ক্লাসে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি কি ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের চেয়ে উন্নততর বিকল্প? এর উত্তর পেতে হ'য়ে আমাদের বিবেচনা করা দরকার ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে শিক্ষা নিচ্ছে এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি কি হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে শিক্ষা-শিক্ষণের বর্তমান পদ্ধতির কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন। এটাও জানা দরকার যে সব মানুষ-এমনকি শিশুরাও নতুন কিছুকে তাদের পুরানো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। আমাদের পুরাণো ধ্যানধারণার প্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে নতুন ধ্যানধারণা। এটাও বোঝা দরকার যে অস্পষ্ট কিছু ধারণাকে যথাযথ আত্মস্থ করার জন্য শিশুর পক্ষে সদ্যলাভ করা স্পষ্ট কোনো জ্ঞান বা শিক্ষা প্রয়োজন। আসলে প্রতিটি শিশুই নিজের মতো করে এটা করে থাকে। আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাত্রছাত্রীরা-এবং শিখন ও শিক্ষণের (learning and teaching) ক্ষেত্রে তাদের

নোট

অংশগ্রহণই সবচেয়ে জরুরী ও আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের যে কোনও ক্ষেত্রে বা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেবলমাত্র নীরব দর্শক বা শ্রোতা নয়-তারাই প্রধান। এজন্য শিক্ষার উপকরণ এমন হওয়া উচিত যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

এতে বোঝা যায় যে উপকরণ এমন হওয়া উচিত যাতে শিশুরা সেগুলি হাতে দিয়ে নাড়াচাড়া করে হাতে কলমে জ্ঞান লাভ করে শিখতে পারবে। তারা সেগুলি নিয়ে এমনভাবে কাজ করবে, যাতে সেগুলি ভেঙে যাবার বা নষ্ট হবার কোনো ভয় তাদের থাকবে না। TLM শিশুদের এমন সুযোগ দেয় যাতে তারা নিজেদের জ্ঞান বাড়াতে পারে। তারা সেইসব উপকরণগুলি নিয়ে খেলা করতে পারে, নানাভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং সেগুলিকে সুযোগমত কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দুরূহ ধারণাগুলিকে বোঝার জন্য তাদের স্পষ্ট বাস্তবরূপের দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। দরকার বিভিন্ন ধরণের সম্ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মনোভাব। এসবই ছাত্রদের ধারণা ও বোধশক্তিকে সমৃদ্ধ করে।

এটা লক্ষ্য করার যে শিশুরা স্পষ্ট বাস্তব রূপ না দেখেও বিমূর্ত ধারণা বুঝতে এবং তাকে কাজে লাগাতে পারার মত দক্ষতা অর্জন করে। এর থেকে বোঝা যায় যে উপকরণের (materials) ব্যবহার বোধশক্তি বাড়ায়, কিন্তু সেটি teaching-learning (শিক্ষণ-শিখন) পদ্ধতির লক্ষ্য নয়। যতক্ষণ ক্লাসরুমের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট না হয়, ততক্ষণ এই (material) উপকরণ দিয়ে কোনও লাভ হয় না। এটাও বলা হয় যে বিভিন্ন অবস্থা, পারিবারিক পরিবেশ, বা শিশুদের বয়স অনুযায়ী TLM সমান হয় না। একটা বিষয়ের সব দিকে এর ক্ষেত্রেও TLM এক হয় না। TLM-এর প্রকৃতি ও প্রয়োগবিধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হ'য়ে থাকে।

এটা খুব স্পষ্ট যে বর্তমান শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণসমূহ দর্শকদের সামনে শিক্ষক/শিক্ষিকার শৈল্পিক দক্ষতা ও সৃজনীসক্তিকেই তুলে ধরে। অধ্যক্ষর (প্রিন্সিপাল) নিজস্ব ঘর ও TLM-এর ঘরগুলিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য TLM (উপকরণগুলি) তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে TLM-ছাত্রছাত্রীদের উপকারের জন্যই তৈরি হ'য়েছে যাতে তারা এগুলির যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ পায়। সেগুলিকে যদি পরীক্ষা করা, ব্যবহার করা, ফেলে দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে দেখা হয় - তার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হ'বে। ঠিক তেমনি যেসব উপকরণ নিয়ে শিশুরা কাজ করবে-আর যেসব উপকরণ কেবল প্রদর্শ'নের জন্য সাজানো থাকবে-তাদের ধরণও আলাদা হ'বে। উপকরণগুলি এমন হওয়া দরকার যাতে অতিরিক্ত দামী না হয় এবং সহজেই নষ্ট না হ'য়ে যায়।

যেখানে ছাত্র-শিক্ষকরা শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের বোধশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে সেই শ্রেণীকক্ষ বা Class room কে খুব আকর্ষণীয় করে সাজাতে হ'বে। তার অর্থ বহিরঙ্গ সাজসজ্জা নয়; - যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা ও কাজের সুবিধা হয়

নোট

সেইভাবে একে সাজাতে হ'বে। এই শ্রেণীকক্ষ এমনই হওয়া উচিত যা শিশু শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাবে এবং এটি একান্ত তাদের নিজস্ব এমন অনুভূতি জাগ্রত করবে। তারা এই ক্লাসরুমকে নোংরা করবে বা জিনিসপত্র ভেঙে ফেলবে এমন কোনো ভয় বা আশঙ্কা যেন তাদের মনে না হয়। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তখনই সুন্দর হ'য়ে ওঠে যখন তার ছাত্রছাত্রীরা প্রাণবন্ত ও আনন্দিত থাকে। সুন্দর, রঙ করা ঘর, সুদৃশ্য ছবি বা দেওয়াল চিত্র দিয়ে সুসজ্জিত হবার প্রয়োজন পড়ে না। যথাযথ শিক্ষার উপকরণ এবং সঠিক শিখন পদ্ধতিতে ছাত্ররা যদি যোগ্য হ'য়ে ওঠে তখনই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাসরুম আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীরা যেন তাদের ক্লাসকে নিজেদের বলে অনুভব করে যেখানে তাদের শিক্ষা ও বোধশক্তি যথাযথ বিকাশ ঘটে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা-৪

১. একটি প্রাথমিক স্কুলের ক্লাসরুমের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায়?

(ক) রঙীন দেওয়াল (খ) সুদৃশ্য চার্ট

(গ) উৎসাহী ছাত্রছাত্রী (ঘ) অন্যান্য আকর্ষনীয় উপকরণ

২. শিক্ষার উপযুক্ত ও ভালো উপকরণের বৈশিষ্ট্য কি?

.....

.....

.....

৩. Learning teaching প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষার্থীর (learner) ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

.....

.....

.....

৪. শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণগুহ কেমন হওয়া উচিত?

.....

.....

.....

9.8 একটি মাত্র উপকরণ দিয়ে আমরা কি করতে পারি?

শিক্ষা দেবার জন্য অনেক উপকরণের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য নতুন নতুন উপকরণ দরকার হয় না। যদি শিক্ষাদানের লক্ষ্য সঠিক হয় এবং আমরা সঠিক ভাবে চিন্তা করি তাহলে একটি মাত্র উপকরণকে নানাভাবে ব্যবহার করে কাজে লাগানো যায়। একটি বিষয়ে নয় এটিকে অনেক বিষয়ের শিক্ষার জন্য কাজে লাগানো যায়। আমাদের কাছে একটা 'কিউব' থাকলে তার ওপরে

নোট

আমরা ছোট ছোট বিন্দু আঁকতে পারি। তারপর সেই 'কিউবে' যে কয়টি বিন্দু দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের ততগুলি নুড়ি কুড়িয়ে আনতে বলা হ'বে। দুই বা তিন বার কিউব উল্টে পাল্টে খেলাটি খেলতে হ'বে এবং কে কতগলি নুড়ি সংগ্রহ করেছে সেটা দেখতে হবে। এইভাবে সংখ্যার হিসেব তারা শিখবে। এই ধরণের আরো খেলা ভাবা যেতে পারে।

এবার একটা কাগজে ওপর 'কিউব' বসিয়ে দেখতে হ'বে পুরো কাগজটা ঢাকবার জন্য কতগুলি 'কিউব' লাগবে। এতে কাগজটির আয়তন কতখানি জানা যাবে। বাচ্চারা এই 'কিউব' গুলো দিয়ে আরো অনেক ধরণের খেলা খেলতে পারবে। এগুলি নানাভাবে সাজিয়ে নানা আকার দিতে পারবে। সেগুলি দিয়ে তৈরি আকার (Shape) কেমন দেখতে হ'য়েছে তাও তাদের প্রশ্ন করে জানতে চাওয়া হ'বে। শিক্ষকের কাছে অক্ষর বা বর্ণের ছবি, কার্ড থাকলে সেগুলি দিয়ে অনেক আকর্ষনীয় কাজ করা যেতে পারে।

9.9 ভাষা শিক্ষার জন্য ছবির কার্ড-এর প্রয়োগ বিধি

ভাষা শিক্ষার 'কার্ড' ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রছাত্রীদের সংকেতের পাঠোদ্ধার করতে শেখানো। অর্থাৎ সংকেত/ চিহ্নের বিনির্মাণ করতে শেখা। তাদের ছবির কার্ড দিয়ে সেগুলি শব্দ-কার্ডের সঙ্গে মেলাবার কাজ দিতে হ'বে। এছাড়া শব্দ-কার্ড দিয়ে তার অনুরূপ আর একটি শব্দ কার্ড খুঁজতে দিতে হ'বে। পরপর অনেকগুলি শব্দকার্ড সাজিয়ে ছাত্রছাত্রীরা গল্প তৈরি করতে পারবে। ঠিক তেমন ভাবে ছবি ও ছবির কার্ড দিয়ে কথোপকথন, আলোচনা, কল্পনা দিয়ে অনেক নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। গল্প তৈরির সুযোগ হ'বে। প্রথমে এই বিষয়টি মৌখিক ভাবে শুরু করে পরে লিখিত রূপ দেওয়া যাবে। এই ছবির কার্ডগুলি যে কোনও শ্রেণী (Class) তে যে-কোনো কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

শিক্ষার একটি উপকরণ নানা কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং যথাযথ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হ'বে। সব দিক বিবেচনা করে দেখা যায় যে শিশুদের কি ধরমের শিক্ষা দেওয়া হ'বে এবং তাদের কাজের অগ্রগতি কেমন হ'বে-সেগুলি যথাযথ ভেবে এগোতেই TLM যথার্থ কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হ'বে। ছাত্রছাত্রীকেই এই কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতে হ'বে। তাহলেই আমাদের চারপাশের ছড়ানো নানা উপকরণ খুঁজে পেতে অসুবিধে হ'বে না।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা-৫

১. ভাষা শিক্ষায় কার্ডের ব্যবহার কেন?

(ক) পড়তে শেখার সময় চিহ্ন বোঝায় সাহায্য করে

(খ) ছবি দেখে শেখা যাবে

(গ) ছবি তৈরি করতে শিখবে

(ঘ) স্বর্ণ অক্ষর লিখতে শিখবে।

নোট

২. ক্লাসরুমে একটি বলকে আমরা কতরকম ভাবে ব্যবহার করতে পারি?

.....

.....

.....

৩. ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দ কার্ড (Word Card) ও চিত্রকার্ড (Picture card) কিভাবে ব্যবহার করা যায়?

.....

.....

.....

9.10 ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা-উপকরণগুলির অর্থ বুঝে প্রয়োগবিধির কৌশল

ভাষা শিক্ষাও শিক্ষণের বিভিন্ন প্রেক্ষিতে শিক্ষার উপকরণের (Teaching materials) প্রকৃতি এবং ব্যবহার বিধিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ কোনো কবিতা ও গদ্য বোঝানোই যদি একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় - তাহলে শিক্ষাদান ও উপকরণের ধরণ একরকমের হয়। অপর পক্ষে ছাত্র বা শিক্ষার্থীকে যদি স্বাধীন চিন্তক, ভালো ছাত্র কিংবা সাহিত্যে আগ্রহী রূপে গড়ে তোলা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয় - তখন প্রত্যাশা হয় সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা যদি আশা করি যে শিক্ষার্থী তার চিন্তাভাবনাকে স্পষ্ট প্রকাশ করতে সক্ষম হ'বে, তাহলে শিক্ষার উপকরণের প্রকৃতি ও তার প্রয়োগবিধি একেবারে অন্য রকমের হ'বে।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে আমাদের বোঝা দরকার - আমরা কি চাইবো একটি শিশু বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও নির্দিষ্ট নিয়মে কবিতা পড়তে পারবে-না কি শেখানোর অতিরিক্ত যে কোনো নতুন কবিতা আবৃত্তি করতে সক্ষম হ'বে, নতুন গান গাইতে পারবে। আমরা কি তাদের কাছে মুখস্ত করা প্রবন্ধ বা শেখানো প্রশ্নোত্তর জানতে চাইবো না কি তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ও অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইবো। নতুন কোনো প্রসঙ্গে তারা যেন প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করে - সেটাই আমরা আশা করবো। যদি এই দ্বিতীয় মতটিই আমাদের লক্ষ্য হয় অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারে সে নিজস্ব দক্ষতা অর্জনে উপযুক্ত ও সক্ষম হ'য়-তাহলে ক্লাসে সে যাতে নিজস্ব বোধশক্তি ও কল্পনা বিকাশের যথাযথ সুযোগ পায় - সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

এর জন্য আকর্ষণীয়, নতুন কল্পনা বর্ধনকারী নানাধরণের ছবির সাহায্য নিতে হ'বে। 'পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নতুন গল্প তৈরি করার জন্যও তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। একজন শিক্ষক এমন পথ বাব করবেন যাতে ছাত্ররা মুক্ত চিন্তাভাবনার যথেষ্ট সুযোগ পায়, এজন্য অন্য ধরণের উপকরণও অনুঘটকের কাজ করে থাকে। শিক্ষার্থী শিশুদের চিন্তাভাবনা, আলোচনা ও

নোট

বোধশক্তি উজ্জীববিত করে তার নতুন পথের দিশা দিতে পারে।

উচ্চৈস্বরে বলা ও পড়ার প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানকে সীমিত করে এবং তাদের মানসিক বিকাশে বাধা দেয়। এর ফলে নতুন ভাবনাকে অনেকটাই প্রতিহত করে। ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতার জন্য এমন এক শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজন যা শিক্ষার্থীদের কল্পনা প্রসার ও মুক্ত চিন্তার বিকাশে সহায়তা করে। এজন্য নানা ধরণের পদ্ধতি আছে। নানা ঘটনার ছবি, অনেকগুলি ছবির বর্ণময় প্রকাশ শিশুদের গল্পরচনায় উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলে। এর ফলে তারা যে শুধু ছবিটিও আগ্রহী হ'য়ে ওঠে তাই নয়, তার বাইরে কল্পনার সাহায্যে আরো অনেক নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে নিজেদের ভাষায় তা' ব্যক্তি করতে পারে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা-৬

১. নতুনতর বোধে জাগ্রত হবার জন্য শিশুদের বিকাশে কি কি করা যেতে পারে?

(ক) নতুনতর বোধে জাগ্রত হবার জন্য শিশুদের বিকাশে কি কি করা যেতে পারে

(খ) তাদের স্বাধীন ভাবনা ও কল্পনার সুযোগ দিতে হ'বে।

(গ) মুখস্ত করা উত্তর দিতে বলা।

(ঘ) ছবি দেখিয়ে কবিতা বলার চেষ্টা।

(ঙ) বিশেষ ধরণের কবিতা-গল্প শিশুদের ব্যাখ্যাকরে বোঝানো

২. ক্লাসে ভাষা শিক্ষা দানের জন্য কোন উপকরণ সহজেই লভ্য? এসব ব্যবহার করে শিশুরা কি করতে পারে।

.....

.....

.....

৩. গল্প শোনা ও গল্প বানানোর সুযোগ পেলে শিশুদের ভাষা শৈলী কিভাবে উন্নত হ'তে পাে?

.....

.....

.....

নোট

9.11 ভাষা শিক্ষার ক্লাসে কি ধরনের উপকরণ প্রয়োজন ?

ভাষা শিক্ষার ক্লাসে শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার কেবলমাত্র নানাভাষার চিহ্ন জানার জন্যই নয়, ছাত্রছাত্রীর ভাষাগঠন ও ভাষাজ্ঞান বাড়াবার ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানাধরণের উপকরণের ব্যবহার শিশুর কল্পনাশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এগুলি মৌখিক অথবা লিখিত হ'তে পারে। এছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের শেখার জন্য আলাদাধরণের উপকরণ প্রয়োজন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে লেখা অত্যন্ত জরুরী। অল্প বয়সী ছাত্রছাত্রীরা যাতে নতুন নতুন শব্দ শিখে কথা বলতে পারে সেজন্য ক্লাসে নানাধরণের উপকরণ তাদের প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগবিধি শুনে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই তার সুর, যতি, ছন্দ ধরতে পারবে। এটা তাদের ভাষার পারদর্শিতার লক্ষণ। আমরা যদি ভাষাশিক্ষার ক্লাসের জন্য উপকরণের তালিকা প্রস্তুত করি, তাহলে তাদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে হ'বে, একটি হল লিখিত উপকরণ অন্যটি মৌখিক। লিখিত বিষয়ে থাকবে পাঠ্যপুস্তক অনুশীলনীর খাতা। এছাড়া থাকবে পোষ্টার বা দেওয়াল চিত্র, কবিতা, গান অথবা শুধুই কিছু শব্দ। এগুলো ছাড়াও অক্ষর, বর্ণ, শব্দ। ছবি এবং কার্ড বোর্ড থেকে তৈরি নানা ধরণের কার্ড, পাঠাগারের উপযোগী পত্রপত্রিকা বই খবরের কাগজ ও খুবই প্রয়োজনীয় উপকরণ।

মোখিক উপকরণের মধ্যে এমন বিষয় থাকবে যা রেডিও, টেপরেকর্ডার, সি.ডি.ফিল্ম প্রজেক্টরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছবে। এতে যে তারা কবিতা, নাটক ইত্যাদি শুনতে পাবে তাই নয়। অঙ্গ সঞ্চালনা, যথাযথ উচ্চারণ শিখবে এবং তাল ছন্দের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে। এর ফলে তাদের বর্ণনা করার ক্ষমতা এবং নানাধরণের ভাব প্রকাশ করার দক্ষতা বাড়বে। অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার যে মৌখিক উপকরণ (সফট ওয়্যার) টেপ বা টি.ভি যাই হোক না কেন তার উন্নত মানের হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র ভালো (হার্ডওয়্যার) জিনিস হলেই হ'বে না।

কমপিউটার বা ইন্টারনেটও (শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী) নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। এগুলি যে কেবল শিশুদের ভাবপ্রকাশের সুযোগ করে দেয় তা নয়, বিভিন্ন ধরণের ছবি বা দৃশ্য নিয়ে তাদের ভাবনার সুযোগও করে দেয়, ক্লাসে একটি ফিল্ম দেখানোর ব্যাপারে এগুলি সাহায্য করতে পারে। ভাষার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এই দ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক উপকরণগুলি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী। যেহেতু সব শিক্ষক/শিক্ষিকা ভালো আবৃত্তি করতে বা ভালো গান গাইতে পারেন না সেজন্য ভালো আবৃত্তি বা গানের রেকর্ড ছাত্রছাত্রীদের শোনাবার ব্যবস্থা করা উচিত। এসবই কমপিউটার বা ইন্টারনেটের সাহায্যে করা সম্ভব, অবশ্য এসবই সম্ভব যদি শিক্ষক/শিক্ষিকা ঠিকমত ঠিক সময়ে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

ভাষা শিক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কার্যকরী হ'তে পারে। আমরা আগেই বলেছি যে উপকরণকে ছোট ছোট ভাগ করে, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা, নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যুক্তি সহ বিচার বিবেচনা করা-সবই ভাষা শিক্ষার অঙ্গ। এটা বোঝা খুব দরকার যে বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজশিক্ষার বই-ও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ হ'তে পারে। শিশুদের কাজকর্মের

নোট

নির্দেশ দেওয়াও তাদের ভাষাশিক্ষার জরুরী উপকরণ হ'তে পারে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা-৭

১. এর মধ্যে কোনটি মৌখিক উপকরণ নয়-

(ক) রেডিও (খ) পাঠ্য বই (গ) সি.ডি প্লেয়ার (ঘ) ফিলম প্রজেকটর

২. ভাষা শিক্ষার মৌখিক উপকরণ হিসেবে কোনটি আপনি ব্যবহার করতে চান এবং কেন?

.....

.....

.....

৩. ভাষা শিক্ষার জন্য পাঠাগার (লাইব্রেরী) কিভাবে ব্যবহার করা হয়?

.....

.....

.....

৪. ভাষা শিক্ষা দানের ভালো উপকরণ নির্বাচন করার সময় কি কি মনে রাখা দরকার?

.....

.....

.....

9.12 উপকরণ পাবার সঠিক পথ

আমাদের চারপাশের নানাধরণের উপকরণ ছড়ানো আছে। যেসব উপকরণ সহজে পাওয়া যায় না। সেগুলো খুঁজে বার করা দরকার, অনেকসময় কিছু উপকরণ কিনতেও হ'তে পারে। ক্লাসে ব্যবহারের জন্য উপকরণ সবসময় খুব দামী না-ও হ'তে পারে এবং কাছাকাছি বাজারে তা পাওয়া যেতে পারে। কিছু উপকরণ বিপুল পরিমানে কিনে অনেকগুলি স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যদি উপকরণ কেনার দায়িত্ব নিতে হয় তাহলে তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থর ব্যবস্থাও করে দেওয়া আবশ্যিক। সমস্ত প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হওয়া প্রয়েঅজন।

নোট

বিগত দুই দশকে শিক্ষার উপকরণ গুলি যাতে স্কুলে সহজেই পাওয়া যায় - এমন চেষ্টা করা হচ্ছে। সেগুলি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগানও সম্ভব হ'য়েছে। যাতে শিক্ষকরা নিজেরা সেগুলি কিনতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষিকা যাতে ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উপযোগী উপকরণ কিনতে পারেন-সেজন্যই এই ব্যবস্থা। অর্থকরী হিসেবের ব্যাপারটিও অনেকটাই সরলীকৃত হয়েছে যাতে বেশী করে উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কুল এবং শিক্ষকরা যাতে তাদের প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ সদব্যবহার করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। তবে শিক্ষকদের পক্ষে উপকরণগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও ক্লাসে সেগুলির পূর্ণ সদব্যবহার করা অনেকসময়ই হয় না। সেজন্য এর যথাযথ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সাধারণত স্কুল এবং শিক্ষকের পক্ষ থেকে দেখতে সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিস কিনে প্রদর্শনের সহশিক্ষকরা মূল্যবান উপকরণ সমূহ স্কুলে রাখার ক্ষেত্রে একটু ইতস্তত করেন। নানাধরণের উপযোগী উপকরণ যে কোনও সাধারণ দোকানে সবসময় পাওয়া যায় না। স্কুলের কাছাকাছি বাজার দোকানে ভালমানের ক্যাসেট বা চার্টপেপার সবসময় মেলে না সেগুলি দিয়ে ছাত্রদের বিকাশে সাহায্য করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে সব রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে ভাবছে যাতে জেলায় জেলায় কয়েকটি স্কুলকে নির্বাচন করে যেখানে নানাবিধ উপকরণের সংগ্রহ শালা করা যায় যাতে ছাত্রছাত্রীরা সেগুলির ব্যবহা করতে পারে। এর ব্যবহারিক উপযোগিতার বিষয় বিবেচেনা করার প্রয়োজন আছে। এই সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য ও যথাযথ ব্যবহারের উপযোগিতার বিষয়টি্য ভাববার। বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ জাতীয় সংগ্রহশালার যথার্থ প্রয়োজনীয় কথাও বিবেচনা করা উচিত। প্রতিটি ঘরের জন্য যে অর্থ ব্যয় হ'বে সেটি হিসেব করে দেখা দরকার যেন বেশি সংখ্যক স্কুলে এ জাতীয় সংগ্রহশালা খোলা যায়। শুধু তাই নয় প্রতি ছাত্র শুধু তাই নয় প্রতি ছাত্র পিছু যে অর্থ লাগবে তার যথাযথ প্রয়োগ ও উপযোগিতার বিষয়টিও হিসেবের মধ্যে রাখতে হ'বে। উপকরণপূর্ণ এই সংগ্রহশালা শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য না থেকে ছাত্রদের ব্যবহারের যাতে লালে সেটাও ভেবে দেখতে হ'বে। যদি দেখা যায় ছাত্রছাত্রীরা এর ঠিকমত ব্যবহা করতে পারছে না, তাহলে বেশী বড় করে এ ব্যবস্থা না নেওয়াই ভালো। যদি শিশুপ্রতি খরচ অতিরিক্ত বেশি হয় তাহেল মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা-৮

১. উপকরণ নির্বাচনের ব্যাপারে এর মধ্যে কোনটি সঠিক নয় :

(ক) উপকরণ খুব দামী হওয়া উচিত।

(খ) কাছাকছি বাজারে পাওয়া যেতে পারে।

(গ) উপকরণ দামী হওয়া উচিত নয়।

(ঘ) উপকরণ কিনে বিদ্যালয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত।

নোট

২. উপকরণ পাবার অপ্রতুলতা কিভাবে সমাধান করবেন?

.....

.....

.....

৩. ক্লাসে ভাষা শিক্ষা দানের সময়ে উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহারের জন্য আপনি কি প্রস্তুতি নেবেন?

.....

.....

.....

৪. ক্লাসে শেখাবার জন্য উপকরণ বাছতে গিয়ে আপনি কি কি বিষয় মনে রাখবেন?

.....

.....

.....

9.13 উপকরণগুলির ব্যবহার বিধি কেমন হ'বে?

উপকরণের ব্যবহার ও শিক্ষাদানকালে যে বিষয় গুলির যথা এই এককে বলা হয়েছে - সেগুলো মনে রাখতে হ'বে। সেই নীতিগুলি উপকরণ ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগের শিক্ষকদের সাহায্য করবে।

১। উপকরণগুলি সহজ লভ্য হওয়া চাই। উপকরণ ব্যবহার করার আগে শিক্ষক শিক্ষিকাকেও তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হ'বে। শিক্ষক যদি নির্দিষ্ট উপকরণ খুঁজতে বেশী সময় নেন ছাত্রছাত্রীরা অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে পড়বে এর ফলে শিক্ষালাভের ধারাবাহিক ও আকর্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হ'বে ও কমে যাবে।

২। এটা মনে রাখতে হ'বে যে শিক্ষাদানের উপকরণ গুলি শুধু প্রদর্শনের জন্য নয় শেখার জন্যও জরুরী। উপকরণ নিজে নিজে কাজ করবে না; শিক্ষক পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলি ব্যবহার করে শিক্ষা দেবেন। শিক্ষাদানকে যথার্থ কার্যকর করার জন্য TLM একটি প্রয়োগমাধ্যম মাত্র। একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের গ্রহণযোগ্যতা ও আগ্রহের কথা মাথায় রেখে উপকরণ নির্বাচন করবেন।

নোট

৩। আমাদের কাছে যদি অনেক উপকরণ থাকে তাহলে সেগুলি এক এক করে ব্যবহার করতে হ'বে। যদি দুই বা ততোধিক উপকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝানোর দরকার হয়, তাহলেই একাধিক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৪। উপকরণগুলিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মাথায়, রাখতে হ'বে যে শিশুদের প্রয়োজন সেগুলি তাড়াতাড়ি তাদের হাতে তুলে দিতে হ'বে। যদি এমন হয় ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি নিয়ে যথাসময়ে ফেরৎ দেবে তাহলে সংগ্রহ ও বিতরণ পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করতে হ'বে। তারা এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ও দায়িত্ব নিতে শিখবে। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই গ্রহণ ও ফেরৎ দেওয়ার পদ্ধতি অনেক কম সময়ে সম্মন্ন হ'তে পারবে।

৫। ব্যবহার করার সময় জিনিসগুলি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা আছে - সেক্ষেত্রে এই ক্ষতি ও উপকরণগুলির বদলে নতুন উপকরণ দেবার প্রক্রিয়া চালু রাখতে হ'বে। ছাত্রছাত্রীরা বই পড়া, চার্ট দেখা, চক বা রং পেন্সিল ব্যবহার করতে গিয়ে সেগুলি ক্ষয়ে যেতে পারে, ছিঁড়ে যেতে পারে। ভেঙেও যেতে পারে। সেই ক্ষতি মেনে না নিলে উপকরণের ব্যবহারে শিশুরা আর আগ্রহী হ'বে না।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা-৯

১. ছাত্ররা উপকরণ ব্যবহার কালে এরমধ্যে কোনটি ঘটা সম্ভব নয়,

(ক) উপকরণগুলি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা

(খ) উপকরণের ব্যবহার জনিত ক্ষয়

(গ) উপকরণের অপচয়

(ঘ) উপকরণ যথাযথই থাকবে

২. শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ ব্যবহার এর ক্ষেত্রে কোন্ নীতি গ্রহণ করা উচিত

.....

.....

.....

৩. শ্রেণীকক্ষে (Class) উপকরণগুলি সংরক্ষণ করা কেন জরুরী?

.....

.....

.....

নোট

9.14 উপকরণ নির্বাচনের মূল ভিত্তি

প্রতি শিক্ষক/শিক্ষিকা ভাবতে হ'বে কি ধরণের উপকরণ তিনি সংগ্রহ করবেন, কি কিনবেন এবং কোনগুলির উপর জোর দেবেন। উপযুক্ত উপকরণ বাছবার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। এর নীতি নিম্নরূপ-

১। ***প্রথম নীতি হল*** - উপকরণগুলি যেন শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়। এর অর্থ আমরা যা করতে চাই তা যেন সম্পূর্ণ হয় এবং শিশু সুযোগ সুবিধা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-যদি শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীর কল্পনাশক্তিকে বাড়াতে চান তার ভাবনাকে যথাযথ রূপ দেবার ব্যাপারে সহায়তা করেন তাহলে একটা ছবি দেখিয়ে সে ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করা দরকার।

২। ***দ্বিতীয় নীতি হল*** - উপকরণগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্য যেন প্রয়োগ করা যায়। এমন ধরণের উপকরণ শিক্ষক/শিক্ষিকা নেবেন যে গুলিকে নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩। ***তৃতীয় নীতি হল*** - উপকরণগুলির যাতে সহজলভ্য হয় এবং তা পেতে বিশেষ কোনো চেষ্টা না করতে হয়। সেগুলি যেন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তা' যেন অতিরিক্ত দামী না হয়। শিশুরা যাতে সহজেই তা ব্যবহার করতে পারে। থার্মোকোল দিয়ে তৈরি মডেল সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও একটু জোর লাগলেই ভেঙে যায়; সেগুলি কিন্তু ভালো উপকরণ নয়। আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে উপকরণ ও তার দ্বারা তৈরি মডেল বা অন্য সব শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী হওয়া দরকার।

৪। ***চতুর্থ নীতি*** - শিশুদের ব্যবহার যোগ্য উপকরণ এমন হ'বে যার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের দরকার হ'বে না; নিরাপত্তার জন্যও কোনো বাড়াবাড়ি করতে হ'বে না।

৫। ***পঞ্চম নীতি*** - শিক্ষার উপকরণ নির্বাচন ও চয়নের প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন, আগে থেকে ঠিক করে পরে সামগ্রী স্কুলের পাঠানোর প্রক্রিয়া সঠিক নয়। শিক্ষক ও ছাত্রের এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। উপকরণ নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ খুব জরুরী।

৬। ক্লাসে যাতে সঠিক পদ্ধতিতে উপকরণগুলি ব্যবহার করা যায়, সেজন্য ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া উচিত আমরা সকলেই জানি শিশুদের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষক বা ছাত্রদের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপকরণগুলি নিয়ে কাজ করে একজন শিক্ষক নতুন নতুন সৃজনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সাধারণ্যে প্রচলিত একটি ধারণা আছে যে শিক্ষকদের ওপর আস্থা রাখা যায় না এবং উপকরণ নির্বাচনের দায়িত্ব অন্য কাউকে

নোট

দেওয়া উচিত। এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই প্রচলিত যে উপকরণ নির্বাচন করে সেগুলি পরে শিক্ষকদের দেওয়া হ'বে। বিভিন্ন স্কুলে উপকরণ প্রেরণের এই কেন্দ্রীয় নীতি কিন্তু সবসময় ভালো ফলপ্রসু হয় না, তবু এই রীতি এখনও অপরিবর্তিত। কারণ এখনও এই ধারণাই বহুল প্রচলিত যে শিক্ষার উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহে শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া সঠিক পদ্ধতি নয়।

আপনার অগ্রগতি পরীক্ষা-১০

১. উপকরণ নির্বাচনে কতগুলি নীতি এখানে আলোচিত হ'য়েছে?

(ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৮

২. উপকরণ নির্বাচন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ কেন প্রয়োজন?

.....

.....

.....

৩. উপকরণ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় দু'টি নীতির উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

9.15 উপসংহার

ছাত্রছাত্রীদের শেখার জন্য স্কুলে কিছু উপকরণ থাকা জরুরী, এগুলি হ'ল মাদুর, বেঞ্চ, চেয়ার, শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল ইত্যাদি। এগুলিকে আমরা আবশ্যিক উপকরণ বলবো। এছাড়া অন্য উপকরণও আছে সেগুলিকে শিক্ষার উপকরণ বলা হয়। এর মধ্যে আছে দেওয়াল চিত্র (চার্ট) মডেল, ভাষা সংস্কৃতি কার্ড ইত্যাদি। শিক্ষার এই উপকরণ শিক্ষকের শিক্ষাদান ও ছাত্রের শিক্ষালাভের প্রধান যন্ত্র বা হাতিয়ার এ জন্যই একে Teaching-Learning Material বা TLM নাম দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের এই নতুন প্রেক্ষিতে উপকরণগুলি ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছে যায় সহজেই। অর্থাৎ শিশুরা এসব উপকরণ হাত দিয়ে ছুঁতে পারে, নানাভাবে নাড়াচাড়া করে দেখতে পারে এবং অনেক কাজ করতে পারে। উপকরণগুলি ভেঙে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাদের থাকে না। শিক্ষার ভালো ও যথাযথ উপকরণ শিশুদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভিতকে সুদৃঢ় করে তাদের শিক্ষালাভ সাহায্য করবে। প্রতিটি কাজের জন্য উপকরণ প্রয়োজন হয় না। ঠিকমত ব্যবহার করলে একটি উপকরণ দিয়ে অনেক কাজ করা যেতে পারে। ভাষা শিক্ষার ক্লাসে ব্যবহৃত উপকরণ কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষাকে নয় শিশুদের ভাষা ব্যবহারের দক্ষতাকেও বাড়াতে সাহায্য করবে। এছাড়া এটাও আমরা বুঝতে পারছি যে কেবল শিক্ষক-শিক্ষিকাই নয় ছাত্রছাত্রীরাও উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ভাবে সেগুলি ব্যবহারের সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

নোট

9.16 নির্ধারিত পাঠ রেফারেন্স বই-এর তালিকা

এইচ.কে.দেওয়ান-TLM VS Teaching Aids - বুনিয়াদী শিক্ষা - ১৮ (বিদ্যাভবন সোসাইটি এবং আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়)

http// jtmadhavan.wordpress.com/2010/07/08 teaaching learning materials-english/

http/w.w.w teachercrelid.com/books/language-arts.

9.17 একক শেষের অনুশীলনী

১. সাধারণ উপকরণ ও শিক্ষার উপকরণের পার্থক্য কোথায়? উদাহরণ দিন।

২. শিক্ষার উপকরণের নতুন প্রেক্ষাপট কি?

৩. শিক্ষার ভালো উপকরণের মূল বৈশিষ্ট্য কি? উদাহরণ দিন।

৪. উপকরণ নির্বাচনের ভিত্তি কি?

৫. উপকরণ নির্বাচনের ভিত্তি কি?

৬. শিক্ষা ক্ষেত্রে উপকরণের ক্ষতিপূরণ থাকা দরকার - এই মন্তব্যের অর্থ কি?

একক - 10 মূল্যায়ন - 3

নোট

গঠন :

10.0—ভূমিকা।

10.1—শিক্ষার উদ্দেশ্য।

10.2—মূল্যায়নের পদ্ধতি।

10.3—মূল্যায়ন কেন?

10.4—মূল্যায়ন বৈশিষ্ট্য।

10.4.1—শোনা ও বলা।

10.4.2—লেখা।

10.4.3—প্রকাশভঙ্গি।

10.5—ভাষাগত মূল্যায়নের পদ্ধতি।

10.5.1—মৌখিক পরীক্ষা।

10.5.2—উপলব্ধি (observation)।

10.5.3—লিখিত পরীক্ষা।

10.6—গদ্য, পদ্য ও নাটকের মূল্যায়নের কাজ

10.6.1—পদ্য।

10.6.2—গদ্য।

10.6.3—নাটক।

10.7—উপসংহার

10.8—পঠনীর বই ও রেফারেন্স।

10.9—একক শেষে অনুশীলনী।

10.0. ভূমিকা :

এই এককে আমরা ভাষা শিক্ষার ক্লাসের মূল্যায়ন কীভাবে করা হয়। মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায় এবং তার মধ্যে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া উচিত? এছাড়াও আমরা মূল্যায়নের বর্তমান পদ্ধতি লক্ষ্য করবো কীভাবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ হতে পারে।

এছাড়াও মূল্যায়নের কয়েকটি বিকল্প পদ্ধতিও ভাবা দরকার যার দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় আকর্ষণ হারাবা না, বরং আকর্ষণ বোধ করবে, আগ্রহী হবে। মূল্যায়নের পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যা শিশুদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে। এই মূল্যায়নের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা উভয়েই উপকৃত হবে। এছাড়াও আমরা লক্ষ্য রাখবো গঠনমূলক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপযোগী কাজ কেমন করে সম্পন্ন হবে।

10.1. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ :

এই একক পাঠ করে আমরা শিখবো—

- বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতির ফলাফল জানবো।
- মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয় জানবো।
- ভাষাগত যোগ্যতা মূল্যায়নের নানা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করবো।

10.2. মূল্যায়নের বর্তমান পদ্ধতি :

বর্তমান মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতি কিভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করবে—সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়ে মূল্যাযন দরকার এই পদ্ধতি কি সে বিষয়ে সাহায্য করবে? বর্তমান পদ্ধতি বোঝার জন্য একটি ভাষা শিক্ষার ক্লাসকে আমরা দেখবো—

উদাহরণ-1

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে শিক্ষক একটি পরীক্ষা নেবেন। ছাত্রকে তার পাঠ্যবই থেকে একটি গল্প বলতে হবে—এটাই পরীক্ষা। ত্রিশ মিনিট হল ক্লাসের সময়। মায়াঙ্ক ছাড়া সব ছাত্রই গল্পটি বলতে পেরেছে। বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী 10-এর মধ্যে 6 পেয়েছে। প্রকৃতি সর্বোচ্চ 8 পেয়েছে, কিন্তু মায়াঙ্ক-এর প্রাপ্ত নম্বর মাত্র 2। শিক্ষক যখন ছাত্রছাত্রীদের মায়াঙ্ক-র নাম্বার বললেন, তখন সবাই হাসতে লাগলো এবং মায়াঙ্ককে ঠাট্টা করতে লাগলো। মায়াঙ্ক কিন্তু বুঝতে পারলো না, সে কেন এত কম পেলো, কারণ সে তো অন্যদের মতোই গল্প বলেছে। সে মন খারাপ করে বসে থাকার কিছুক্ষণ পরে শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলো কেন তার নাম্বার এত কম হয়েছে। শিক্ষক উত্তরে বললেন—‘‘আমি তোমাকে বই-এর একটি গল্প বলতে বলেছি তোমার মনে যা আসবে এমন কথা বলতে বলিনি।” এবার থেকে মায়াঙ্ক আর কোনো কাজে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ পেত না এবং পরদিন থেকে স্কুলে আসতে চাইত না। তাকে স্কুলে পাঠানোর জন্যে তার বাবা-মাকে খুব বেগ পেতে হতো। কারণ স্কুলে যাবার উৎসাহ সে হারিয়ে ফেলেছিল।

উদাহরণ-2

এটিও তৃতীয় শ্রেণির ভাষাশিষক্ষা ক্লাসের একটি ঘটনা। শিক্ষক ছাত্রদের তাদের খাতায় গরু সম্বন্ধে 5টি বাক্য লিখতে বলেন। বাক্যগুলি হল—

1. গরু আমাদের জননী।
2. গরুর চারটি পা।
3. গুর সবুজ ঘাস খায়।
4. গরু দুধ দেয়।
5. গরুর গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি হয়।

নোট

শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের এই 5টি বাক্য মুখস্ত করে পরীক্ষার লেখার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন প্রতিটি বাক্যের জন্য 1 নম্বর ধার্য করা হয়েছে এবং 5 টি বাক্য পরীক্ষায় ঠিক লিখলে পূর্ণ নাম্বার (full marks) পাওয়া যাবে।

শিক্ষকের নির্দেশমত ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী পাঁচটি বাক্য মুখস্ত করতে শুরু করলো। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় শিক্ষকের দেওয়া ঐ পাঁচটি বাক্য ঠিকমত লিখলো। নীলম নামের মেয়েটি 5টি বাক্যই লিখলো, কিন্তু শিক্ষকের নির্দেশমত বাক্যগুলি থেকে তা ভিন্ন নীলমের লেখা বাক্যগুলি নিম্নরূপ—

1. গরু আমাদের জননী।
2. গরুর চারটি পা।
3. আমাদের বাড়িতে অনেক গরু আছে।
4. গরুর দুধ বেচে আমরা টাকা পাই।
5. জিতুর গরুর একটা বাছুর আছে।

বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী 5-এর মধ্যে 5 পেল কেবল নীলম মাত্র 2 পেল; যদিও সে অন্যদের মতো 5টি বাক্য লিখেছিল। তার লেখায় কোনো ভুল ছিল না, তবু সে কম নম্বর পেল।

উপরের উল্লিখিত দুটি উদাহরণ আমাদের দেশের শিক্ষার মূল্যায়ন-এর সাধারণ নিদর্শন। এই ধরনের মূল্যায়ন ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতা দেয়, তারা অপমানিত বোধ করে। কিন্তু বই মুখস্ত করে সেটা যথাযথ লেখা ভাষার দক্ষতা প্রমাণ করেনা। ছাত্রছাত্রীদের কল্পনা ও সৃজনশীলতার সুযোগ করে দেওয়াই যথার্থ মূল্যায়ন পদ্ধতি।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্রথাই বর্তমান প্রচলিত পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে কিছু বিরতি সই এই প্রথাই চলে আসছে। মৌখিক পরীক্ষার কথা একদিন আগে জানানো হয় এবং লিখিত পরীক্ষা অন্য একদিন সম্পন্ন হয়। এতে ছাত্রদের উদ্বেগ ও শঙ্কা বেড়ে যায়। শিক্ষা-শিক্ষণ (Teaching learning) পদ্ধতির থেকে এ জাতীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। প্রশ্নপত্র অন্য জায়গায় প্রস্তুত করা হয় এবং যিনি পড়ান তিনি অন্য কেউ, যিনি প্রশ্নপত্র করেন তিনি ছাত্রছাত্রীদের বোঝেন না, কারণ তাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকায় তারা কি শেখে ও কতটা জানে—সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই হয় না।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—1

1. বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়নের পদ্ধতির মধ্যে কোনটি শিশুদের পক্ষে ভালো এবং কাম্য নয়—

(ক) উদ্বেগ

(খ) নিরাপত্তার অভাব

(গ) ভীত এবং অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা।

(ঘ) আনন্দের উপলব্ধি

নোট

2. আপনি যদি শিক্ষক হতেন মায়াঙ্ক-এর উত্তর কীভাবে মূল্যায়ণ করতেন?

_____

_____

_____

3. নীলমের কম নাম্বার পাওয়ার কারণ কি বলে আপনার মনে হয়? এটা কি ঠিক? বিশদ ব্যাখ্যা করুন।

_____

_____

_____

10.3. মূল্যায়ন কেন প্রয়োজন?

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্যেই মূল্যায়ন খুব প্রয়োজন। একদিকে একটি শিশুর বয়স, যোগ্যতা, শেখার ক্ষমতা, সব কিছু বোঝার জন্য যেমন তা জরুরী, অন্যদিকে প্রতিটি শিশুর জন্যে ঠিক কী করা উচিত শিক্ষককে সেই ব্যাপারে সাহায্য করে। শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীকে ঠিকমতো নম্বর দেওয়ার জন্যই কিন্তু মূল্যায়ণ করা হয়না। কেন ছাত্র কত (marks) নম্বর পেল এটাই বড় কথা নয়। ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের হিসাবে সবচেয়ে সফল ও সবচেয়ে দুর্বলদের হিসেব রাখা মূল্যায়ণের কাজ নয় (যদিও সেটাই বেশি হয়ে থাকে)। একজন শিক্ষক তাঁর পাঠদানের কোনও ফাঁক লক্ষ্য করে তাঁর পরবর্তী কর্তব্য কীভাবে করবেন সেটা স্থির করাই হল মূল্যায়ণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয় মূল্যায়ন ছাত্রছাত্রীকে তার অগ্রগতির বিষয়ে জানিয়ে উৎসাহ দেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা এর দ্বারা শিশুদের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে তাদের উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণ (পাশ-ফেল) ঘোষণা করা হল মূল্যায়ণের প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু এই সীমিত সুযোগোর মধ্যেই তা শেষ হয় না। ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য পরিমাপ করা নয়, মূল্যায়ণের লক্ষ্য হল শিক্ষা-শিক্ষণ (teaching-learning) পদ্ধতিকে আরো উন্নত করা। যেমন—একজন ভাষা শিক্ষক যখন মূল্যায়ণ করেন তখন লক্ষ্য করেন একজন শিশু কতটা পড়তে পারে, কত ভালোভাবে পড়তে পারে, গড়গড় করে পড়তে পারে না থেমে থেমে পড়ে। শিক্ষকের পড়া শোনার পর সে কতটা বুঝতে পারে বা কতটা প্রকাশ করতে পারে, তার কথা কি সে লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে; তার শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠনের ক্ষমতা কতখানি।

প্রকৃত মূল্যায়ণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন শিশু যদি পড়তে না পারে, তার কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য। সে কি কিছু বর্ণ ও অক্ষর চিনতে পারেনা, নাকি এক একটি বর্ণ-অক্ষর পরপর পড়ে তার অর্থ বোঝেনা? ছাত্রছাত্রীকে ঠিকমত বোঝার জন্য এইসব প্রশ্নের উত্তর জানা একজন শিক্ষকের পক্ষে জরুরী।

নোট

ততক্ষণ আমরা একটি শিশুর পড়া ও ভাষাশিক্ষার বিষয়ের মূল্যায়ণের কথা আলোচনা করলাম। সেই বিষয়গুলি আমাদের নথিবদ্ধ করে রাখা উচিত। মূল্যায়ণের সময় প্রতিটি শিশুর বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখা উচিত, অনুপুঙ্খ বর্ণনা না হলেও তা যেন স্পষ্ট হয়। মূল্যায়ণের সময়ে যা দেখা বা বোঝা যায় তার বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ক্লাসে নতুন আসা প্রথম শ্রেণির এক শিশু সম্বন্ধে যদি মন্তব্য করা হয়—'জয়া বই পড়ায় আগ্রহী' তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ হবে। এর পরিবর্তে লেখা যেতে পারে—''জয়া বই পড়তে ভালোবাসে। অনেকক্ষণ ধরে সে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটি বই বেছে নিয়ে তার পাতার পর পাতা উলটিয়ে দেখা ও ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখা। সেই বইটি জন্তুজানোয়ার বিষয়ক বই।"

এ জাতীয় মূল্যায়ণ-এ আমরা একটি শিশুর আচরণ লক্ষ্য করি এবং যা ঘটেছে তা বুঝতে পারি। এভাবে দুই থেকে চার মাস ধরে একটি শিশুর বিষয়ে যদি 7 বা 8 টি ধরাণা জন্মায় তাহলেই তার ভাষার দক্ষতা বিষয়টির অগ্রগতি বোঝা সম্ভব। এ ব্যাপারে এমন মন্তব্য করা উচিত যাতে একটি শিশু পড়া-শোনার পর কি শিখতে পেরেছে সে বিষয়ে শিক্ষকের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। এর ফলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধেও সজাগ থাকা উচিত। একটি শিশুর পড়তে গিয়ে যদি অসুবিধার সৃষ্টি হয় তার সমাধান আমাদের বার করতে হবে। তার জন্য নতুন বা অন্য পদ্ধতি খুঁজতে হবে যাতে শিশুটি ঠিকমত পড়তে পারে।

মূল্যায়ণ করতে গিয়ে একটি শিশুর আগের কাজের সঙ্গে বর্তমান কাজের তুলনা করতে হবে। অন্য শিশু বা ছাত্রের কাজের সঙ্গে তার তুলনা করা ঠিক নয়। প্রতি শিশুর শেখার ধরণ তার নিজস্ব, অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিছু ছাত্রছাত্রী পড়তে, বুঝতে ও বলতে পারে সহজেই, কিন্তু কঠিন বিষয় একটু দেরীতে বোঝে। একজন শিক্ষক কেবলমাত্র ভালো ছাত্রছাত্রীর দিকেই নজর দেবেন না সব ছাত্রছাত্রীদের দিকেই সমান লক্ষ্য রেখে সমান উৎসাহ দেওয়া উচিত। মূল্যায়ণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া একবারের জন্য নয়, তিন-চার মাস অন্তর করারও নয়, মনে রাখা উচিত এটি দীর্ঘদিন ধরে করে যাওয়া উচিত।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—2

1. মূল্যায়ণের সময় কী কী মনে রাখা উচিত?

সঠিক পদ্ধতিতে চিহ্ন দাও।

(ক) একটি শিশুর আগের কাজের সঙ্গে তুলনা করা

(খ) একটি শিশুর সঙ্গে অন্য শিশুর কাজের তুলনা করা।

(গ) যারা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে এবং বেশি শিখতে পারে তাদের সঙ্গে অন্য শিশুর তুলনা করা।

(ঘ) যারা তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারে তাদের সঙ্গে অন্য শিশুর তুলনা করা।

নোট

2. মূল্যায়ন পদ্ধতি কেন ছাত্রকেন্দ্রিক হওয়া উচিত? এই ধরণের সুবিধা কী?

_____

_____

_____

10.6 গদ্য, পদ্য ও নাটকের মূল্যায়নের নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

3. শেখা এবং শেখানো (teaching-learning) পদ্ধতির সঙ্গে মূল্যায়নের কী সম্পর্ক? আপনার মতামত দিন।

_____

_____

_____

10.6 গদ্য, পদ্য ও নাটকের মূল্যায়নের নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

4. একটি শিশুর পাঠ করার ক্ষমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করুন। এবার সেই শিশুটির শেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে মন্তব্য করুন এবং আপনার মন্তব্যের কারণ জানান।

_____

_____

_____

10.6 গদ্য, পদ্য ও নাটকের মূল্যায়নের নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

10.4 ভাষা মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

সঠিক শব্দ, ব্যাকরণ 'সঠিক' উচ্চারণ সহ 'সঠিক' বাক্য লিখতে পারাকেই বলা হয় বিশুদ্ধ ও সঠিখ ভাষা শিক্ষা। অন্যদিকে একজন শিশুর কথা বলা, পড়া, লেখা ও নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতাকে বলা হয় বাকপটুতা (fluency) এক্ষেত্রে ব্যাকরণের বিশুদ্ধতার চেয়ে অর্থ প্রকাশেও ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।

মূল্যায়নের প্রাথমিক স্তরে অনর্গল কথা বলার (fluency) ওপরই জোর দেওয়া হয়। সঠিক ও শুদ্ধ প্রয়োগের কথা পরে আসে। প্রাথমিক স্তরের পরে শুদ্ধ উচ্চারণ ও বাকপটুতার ওপর জোর দেওয়া উচিত। একটি শিশুর ভাষা শিক্ষার বিষয় মূল্যায়নের মাধ্যমেই জানা যায়। মূল্যায়ন শুরু করার আগে শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের জন্য যথাযথ সুযোগ পেয়েছে কিনা সেটি দেখাও নির্ধারকের কর্তব্য। এই সুযোগ যদি শিক্ষার্থী না পেয়ে থাকে তাহলে মূল্যায়ন করা নিরর্থক। এক্ষেত্রে তাদের কুশলতা বা দক্ষতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তা নির্ণয় করা উচিত। ছাত্রদের কর্ম পদ্ধতির মূল্যায়ন করতে গেলে আলাদা আলাদা করে প্রতি বিভাগের দক্ষতার বিচার করার প্রয়োজন হয়না। শিক্ষক-ছাত্রর এমন কর্ম দক্ষতা বেছে নেবেন যা তিন-চার অথবা তার অধিক বিষয়ে আলোকপাত করে। প্রধান যেসব দক্ষতা বিচার্য তা, হল—

নোট

10.4.1 শোনা ও বলা (শ্রবণ ও কথন) Listening & Speaking

একটি ছবি দেখে তার বর্ণনা করা যা শুনেছি সে বিষয়ে, নিজেদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতাই ছাত্রদের মূল্যায়ণের নির্ণায়ক। এগুলি কথোপকথন, ভাষণ বা আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে। জিজ্ঞাসার উত্তরে সঠিক শব্দ প্রয়োগ করে শুদ্ধ বাক্যরচনা করার ক্ষমতা ছাত্রদের থাকা দরকার। তাদের চেনা জানা বিষয়, মানুষ বা ঘটনাকে যথাযথ বর্ণনা করার দক্ষতাই তাদের কুশলতার প্রমাণ।

10.4.2 পাঠ ও মর্ম গ্রহণ (Reading with Comprehension)

ঠিক মত মর্ম গ্রহণ করে বা বুঝে পড়াই হল মূল কথা; আলাদা আলাদা শব্দ ও বাক্যকে সামগ্রিকভাবে বোঝাই আসল, যাতে সব পঠনীয় বিষয়কে একই প্রসঙ্গে আনা যায়। একজন ছাত্র বা ছাত্রী যাতে শব্দগুলিকে চিনতে ও বুঝতে পারে এবং সেইভাবে পড়তে পারে—সেই বোধশক্তির মূল্যায়ণই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ছবি দেখে শব্দ ও বাক্যের যথাযথ প্রয়োগ এবং গল্প শুনে তার মূল্য বক্তব্য বুঝতে পারা একটি শিশুর দক্ষতার প্রকাশক। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শব্দ ও বাক্যকে প্রকাশ করতে পারা শিক্ষার্থীর কুশলতা প্রমাণ করে।

10.4.3 লিখন (Writing)

লিখনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে ছাত্ররা ছোটো ছোটো শব্দ দিয়ে চিঠি বা অন্য কিছু লিখতে পারে কিনা সেটি দেখতে হবে। তারপর যাতে তারা না দেখে নিজেরা লিখতে পারে, সেটাও দেখতে হবে। এর পরের পর্যায়ে আমরা দেখবো যে ছাত্রছাত্রীরা কঠিন শব্দ দিয়ে দুই বা তিন বাক্যে গঠিত রচনা লিখতে সক্ষম হবে।

10.4.4 ভাবপ্রকাশ (Expression)

এই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো ছাত্রছাত্রীরা কোনো ঘটনা দেখার পর তার যথাযথ বর্ণনা প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছে কি না। সেইসঙ্গে নিজের স্বাধীন ভাব প্রকাশ অথবা কবিতা বলা গল্প বলা বা কোনো ঘটনার বর্ণনা দিতে পারছে কি না সেটাও দেখতে হবে। মাটি বা অন্য কিছু দিয়ে কোনো খেলনা বা মূর্তি গড়তে পারলে সেই বিষয়েও তার মূল্যায়ণ করতে হবে। তাদের স্বাধীন ভাব প্রকাশের ক্ষমতার ওপরও সার্বিক মূল্যায়ণ করতে হবে।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—3

1. অনর্গল বলা (fluency) বলতে কী বোঝায়?

(ক) সঠিক উচ্চারণে বাক্য বলা

(খ) নির্ভুল লেখার ক্ষমতা

(গ) কথাবলা, পড়া ও ভাবপ্রকাশের দক্ষতা

ঘ) ব্যাকরণের নিয়মবিধি বুঝতে পারা।

নোট

2. একটি শিশু ঠিকমত বুঝে পড়তে পারছে কি না সেটা দেখার জন্য কোন্ পদ্ধতি নিতে হবে?

_____

_____

_____

10.6 গদ্য, পদ্য ও নাটকের মূল্যায়ণের নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

3. শিশুর কথন (speaking) ও শ্রবণের (listening) মূল্যায়ণের সময় শিক্ষকের কোন্ বিষয় মনে রাখা উচিত?

_____

_____

_____

10.6 গদ্য, পদ্য ও নাটকের মূল্যায়ণের নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

10.5 ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ণের পদ্ধতি

লিখিত অথবা মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ভাষাশিক্ষার মূল্যায়ণ করা হয়ে থাকে। প্রশ্নপত্র সাধারণত পাঠ্যপুস্তক ও মুখস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়—ভাষা বোঝা বা গ্রহণ যোগ্যতা নির্ভর হয় না। মূল্যায়ণের নতুন পদ্ধতি অনুসারে মখের ভাষা, কল্পনা শক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকেও গণ্য করা হয়।

2005-এর জাতীয় পাঠ্যসূচির পরিকল্পনা (National Curriculum) মূল্যায়ণ পদ্ধতির পরিবর্তন করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। ভাষা প্রসঙ্গে মূল্যায়ণ পদ্ধতি নানা ধরণের হতে পারে।

10.5.1 মৌখিক পরীক্ষা

মৌখিক পরীক্ষা প্রথাসিদ্ধ (formal) বা সাধারণ (informal) দু'ধরণের হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলবদ্ধ আলোচনা বা তাদের দিয়ে অভিনয় বা মূকাভিনয় করানো—সবই শিক্ষণ-শিক্ষা (teaching learning) পদ্ধতির অন্তর্গত। এর মধ্য দিয়ে শিশুদের ভাষাগত দক্ষতার মূল্যায়ণ অন্তর্গত। এর মধ্য দিয়ে শিশুদের ভাষাগত দক্ষতার মূল্যায়ণ সম্ভব। নীচে কতকগুলি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে যেগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব : এই পদ্ধতিতে শিশুদের প্রশ্ন ও উত্তরদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রারম্ভিক প্রশ্ন এমন হওয়া উচিত, যাতে সব ছাত্রছাত্রীই উত্তর দিতে পারে। শিশুদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের ভালোলাগা ও প্রয়োজন—এসব নিয়েই প্রশ্ন করা যেতে পারে। এই কাজের মূল্যায়ক হিসাবে একজন শিক্ষক শিশুদের ভাব প্রকাশের জন্য সবরকম সুযোগ দেবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এই প্রশ্নোত্তর পর্ব ছাত্রছাত্রীদের শব্দভাণ্ডার উচ্চারণ শুদ্ধতা ও বাক্যগঠন ক্ষমতার মূল্যায়ণে সাহায্য করবে।

গল্প বলা : শিশুরা যখন তাদের পড়া কোনো গল্প নিজের ভাষায় বলে তখন তার দক্ষতা প্রকাশ পায়। এই গল্প শিশুরা অনেক সময় নিজেরাই মন থেকে বানিয়ে বলে। মূল্যায়ণ করার সময় এটা

নোট

মনে রাখতে হবে, শিশুর ভাবপ্রকাশের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে এবং তার স্মৃতিশক্তি ও উপস্থাপনার দিকটিকেও মূল্যায়ণে গুরুত্ব দিতে হবে।

জোরে জোরে পড়া (Reading aloud)

জোরে জোরে পড়ার সময়ে সঠিক উচ্চারণ এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—এটি মূল্যায়ণের এক বৈশিষ্ট্য। জোরে পড়ার পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিভিন্ন সংলাপের আবেগ, ছোটো, বড়ো পাঠ্যাংশের কথোপকথন, নাটক বা নাট্যাংশের উচ্চারণ ও ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল্যায়ণ হবে।

কোনো শিশু যদি ঠিকমত উচ্চারণ না করতে পারে অথবা পাঠ্যাংশের প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়বোধক চিহ্ন বোঝাতে কোনো উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না পায়—তাকেও ভাবপ্রকাশে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বাধা পেলে যে ভয় পাবে এবং পড়াতে উৎসাহ হারাবে। শিশুকে শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়ে সুষ্ঠভাবে কথা বলার জন্যে শিক্ষক তাকে পরিচালনা করবেন। দেখা, শোনা ও পড়ার বিষয়ে তাকে উপযুক্ত করতে হবে। ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা যাচাই করার ক্ষেত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করা খুব জরুরী। প্রাথমিক ক্লাসের প্রথমেই শিক্ষার্থীকে ছবি বা অন্য কিছু দেখিয়ে সেটির বর্ণনা করতে নির্দেশ দিতে হবে। একেবারে প্রথম পর্বে একটি মাত্র বাক্য দিয়েই সেই বর্ণনা শুরু হতে পারে।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—4

1. যদি কোনো ছাত্র ঠিকমত উচ্চারণ না করতে পারে কিংবা প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়সূচক শব্দকে চিনতে না পারে, শিক্ষক কী করবেন?

(ক) তৎক্ষনাৎ ছাত্রটিকে থামিয়ে দেবেন।

(খ) সঠিক উচ্চারণ শিখিয়ে দেবেন।

(গ) সেই শব্দ বরাবর অভ্যাস করাবেন।

(ঘ) তৎক্ষণাৎ বাধা দেবেন না।

2. প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নের ধরণ কী হবে?

_____

_____

_____

3. নীচের ছবিটি একটি খেলার মাঠের ছবি, ছবিটি দেখে ক্লাস টু ও ক্লাস ফাইভের ছাত্রছাত্রীরা কী বলবে?

_____

_____

_____

নোট

10.5.2 উপলব্ধি (Observation)

আপনি যখন ক্লাসে পড়ান তখন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবে লক্ষ্য করেন। এই observation বা আপনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় নথিবন্ধ করে রাখবেন। ভাষা শিক্ষা ও তার স্বাধীন প্রকাশের মূল্যায়ণের ব্যাপারে এই নথি (record) আপনাকে সাহায্য করবে। সেখানে নম্বর বা গ্রেড দেবার বদলে 3 বা 5 পয়েন্ট দেওয়া যেতে পারে।

তালিকাটি নিম্নরূপ হতে পারে—

বর্ণনা	1	2	3	4	5
শব্দ বিষয়ে জ্ঞান		✓			
অনর্গল বলার দক্ষতা				✓	
বাক্যবিন্যাস			✓		
ভাবপ্রকাশ					✓

উপরের এই সারণী বা তালিকার 5টি দুর্দান্ত ভালো কাজ এবং 3টি সাধারণ মানের। দুই বা তার নীচে হলে বুঝতে হবে ছাত্রকে ভালোভাবে তৈরি হবার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে।

10.5.3 লিখিত পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র তৈরি করার ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া এ প্রসঙ্গে খুব জরুরী। প্রশ্নপত্র এমন ভাবে প্রস্তুত করা উচিত যা পড়া এবং মর্মগ্রহণ, কল্পনা এবং সৃজনীশক্তি, স্বাধীন ভাবপ্রকাশ, সংক্ষিপ্তসার লেখন এবং তুলনামূলক আলোচনার যথাযথ মূল্যায়ণ করার উপযোগী হবে। প্রশ্নপত্র এমন হবে যা ছাত্রছাত্রীর মুখস্ত করার ক্ষমতার চেয়ে তার নিজস্ব রচনা ও ভাবপ্রকাশের সুযোগ দেবে ছাত্রছাত্রীদের নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার সুযোগ যেন প্রশ্নপত্রে থাকে। এমন প্রশ্ন করা উচিত যা ছাত্রছাত্রীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ করে দেবে। বই মুখস্ত করে খাতায় লিখে দেবার চেয়ে ছাত্ররা যাতে নিজের ভাষায় লিখতে পারে সেদিকেই জোর দিতে হবে।

শ্রুতিলিখন বা শ্রুতিলিপি : ভাষার দক্ষতার মূল্যায়ণ করার জন্যে শ্রুতিলিখন একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। পড়াশোনা ও বলার দক্ষতা বোঝার জন্য শ্রুতিলিখন একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই শ্রুতিলিখন কিন্তু শ্রুতিলিখনের চেয়ে আলাদা। বর্তমানে শ্রুতিলিখনকে ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা নির্ণায়ক মনে করা হয় না—এটিকে ভাষাশিক্ষার এক মাধ্যম হিসাবে দেখা হয়। শ্রুতিলিখন শুনে বিষয়ের সারমর্ম লেখার দক্ষতা প্রমাণ করে এবং ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণে সাহায্য করে।

তৃতীয় শ্রেণি থেকে শ্রুতিলিখন-এর অভ্যাস করানো দরকার। সেজন্য খুব যত্ন সহকারে অনুচ্ছেদ নির্বাচন করা উচিত। এমন অনুচ্ছেদ গ্রহণ করা উচিত যেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শিশুরা যেন তার অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারে। এটি শিশুর বয়স ও শ্রেণির তুলনায় এক স্তর উপরের হওয়া বাঞ্ছনীয় যেটি তার বোধশক্তির অনুকূল। এর ফলে শিক্ষক শিশুর মনোবিকাশের উন্নয়ণ বঝতে পারবেন।

নোট

ছাত্রছাত্রীদের শ্রুতিলিখনের বিষয়টি খুব নিয়মমতো হওয়া দরকার এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সম্পন্ন হওয়া উচিত; তাতে তাদের অগ্রগতির বিষয়টি বোঝা যাবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটি করা যেতে পারে—

প্রথম ধাপ বা স্তর : শিক্ষক সাধারণভাবে সঠিক উচ্চারণ ও ভাবপ্রকাশ করে নির্বাচিত রচনাংশটি পাঠ করবেন। এই সময়ে ছাত্রছাত্রীরা লেখার আগে মনোযোগ দিয়ে অংশটি শুনবে। এর ফলে আলোচ্য বিষয়টি তাদের বোধগম্য হবে এবং সেটি যথাযথ লেখার জন্য তারা প্রস্তুত হবে।

দ্বিতীয় ধাপ বা স্তর : এরপর শিক্ষক প্রথমবারের চেয়ে কিছু ধীরে ধীরে অনুচ্ছেদটি পড়বেন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই তা' লিখতে পারে।

তৃতীয় ধাপ বা স্তর : এবার শিক্ষক অনুচ্ছেদটি ধীরগতিতে কিন্তু জোরে জোরে পড়বেন। এর ফলে যে সব শিশুরা ভুল লিখেছে বা কোনো অংশ বাদ দিয়েছে সেগুলি সংশোধন করে নিতে পারবে। এই তিনটি পাঠ ছয় থেকে আট মিনিটের বিরতি দিয়ে পড়া হবে।

এ জাতীয় শ্রুতিলিখন শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভুল চিনতে ও সংশোধন করতে সাহায্য করবে। তাদের নিজেদের চিন্তাভাবনার সুযোগ করে দিয়ে নিজেদের ভুল শোধরাবার সুযোগ করে দেবে। নিজেদের খাতায় ভুল সংশোধন দেখে শিক্ষক তাদের বোধের পরিচয় পাবেন। তাদের খাতা দেখে শিক্ষক প্রধান ভুলগুলি দেখিয়ে দিয়ে পরবর্তী পর্বের জন্য তাদের প্রস্তুত করবেন। এর ফলে যদি আমরা যথাযথ ও সঠিক শ্রুতিলিখন পদ্ধতি অবলম্বন করি তা শুধু ছাত্রছাত্রীকেই সাহায্য করবে-তা-ই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিশুদের মূল্যায়ণে সাহায্য করে তাদের পরবর্তী স্তরের জন্য প্রস্তুত করতে পারবেন।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা-5

1. শ্রবণ-কথনের (listening-speaking) মূল্যায়ণের সঠিক পদ্ধতি—

(ক) কথন ও বলা (খ) শ্রবণ বা শোনা

(গ) বলাও শোনা—দুই (ঘ) শ্রুতিলিখন (dictation)

2. মৌখিক পরীক্ষার সময় কোন্ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য দিতে হবে?

_____

_____

_____

3. একজন শিক্ষক তাঁর বন্ধুকে বলছেন—''ছাত্রটি যা লিখেছে তা সঠিক কিন্তু আমি যা বলেছি ঠিক সেই শব্দগুলি প্রয়োগ করেনি। এক্ষেত্রে আমি কি করবো—তাকে কি কম নম্বর দেবো?

—এর উত্তরে আপনি কী বলবেন?

_____

_____

_____

নোট

4. 'শ্রুতিলিখন'-এর বিষয়ে নতুন কিছু কী জানবেন? বর্ণনা করুণ—

_____

_____

_____

10.6 গদ্য, পদ্য ও নাটকের মূল্যায়ণের নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিশুদের যোগ্যতা মূল্যায়ণের বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা গদ্য, পদ্য, নাটকের উদাহরণসহ আলোচনা করে মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন কী ধরণের হবে স্থির করে সেই মতো কাজ করতে পারি। এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হল—

10.6.1 অনুচ্ছেদ

Close test (নিবিড় পরীক্ষা)

নিবিড় পরীক্ষা বা (close test) ভাষাশিক্ষার দক্ষতা নির্ণয়ে বিশেষ কার্যকরী। এটি ভাষা বিষয়ক সব ধরণের দক্ষতা যাচাই করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ছাত্রদের যে রচনার অংশ শোনানো হয় তাতে শব্দ ব্যবহারে ঘনঘন বিরতি এবং সেই শূন্য অংশ পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

কীভাবে এই নিবিড় পরীক্ষা পদ্ধতি নেওয়া হয় :

এ জাতীয় পরীক্ষার জন্য যে নির্বাচিত অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হয় তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচিত পাঠ্যাংশটি আকর্ষণীয় হওয়া দরকার।

এর প্রথম লাইনটি অবিকৃত অর্থাৎ যেমন আছে তেমনই থাকবে, কিন্তু দ্বিতীয় লাইনের 5, 6 বা 9 শব্দ বলা হবেনা। শেষ বাক্যটি সম্পূর্ণ ও অবিকৃত থাকবে। প্রতি পরীক্ষায় অন্তত কুড়িটি (20) স্থান শূন্য থাকবে। দ্বিতীয় পরীক্ষা হল শব্দ মুছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিশেষ ধরণের শব্দই কেবল বলা হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কিছু কিছু ক্রিয়া, বিশেষ্য বা বিশেষণ মাঝে মাঝে বলা হবে না। তখন আমরা ছাত্রছাত্রীর বোধশক্তির পরিচয় পাবো-তারা শূন্য স্থান পূর্ণ করে দেবে যথাযথভাবে করতে পারলে বুঝতে পারবো ভাষাশিক্ষা সফল হয়েছে।

ছাত্রদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে প্রথমে খুব ভালো ভাবে প্রদত্ত রচনাংশটি পড়া প্রয়োজন। দু-তিনবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে তারপর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে। তাদের আরো বুঝিয়ে বলতে হবে একটি শূন্যস্থানে একটি মাত্র শব্দ বসাতে হবে। এই জাতীয় পরীক্ষা তৃতীয় শ্রেণি (class 3) থেকে নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক বারবার ছাত্রছাত্রীকে এটা অভ্যাস করতে বলবেন। তারপর ধীরে ধীরে শক্ত রচনা দেবেন।

এই নিবিড় পরীক্ষার ক্ষেত্রে দুভাবে নম্বর দেওয়া যায়। প্রথমটি মূল পাঠ্যপুস্তকের অনুযায়ী যথাযথ শূন্যস্থানে করতে পারলে নম্বর দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পন্থা হল মূল পাঠের শব্দের সমার্থক শব্দের ব্যবহার, সেক্ষেত্রেও নম্বর দেওয়া যাবে। নিবিড় পরীক্ষার একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল :

নোট

পুকুরে বসবাসকারী এক কচ্ছপও কাছাকাছি গর্তে বাস করা এক শিয়াল খুব ভালো বন্ধু ছিল। একদিন পুকুর পাড়ে বসে তারা নানা ধরণের গল্প করছিল, হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল এক চিতাবাঘ। ভীষণ ভয় পেয়ে শিয়াল ছুটে পালিয়ে গেল। বেচারা কচ্ছপ লুকোতেও পারল না, ছুটে পালাতেও পারল না। এক লাফ দিয়ে চিতাটা এসে কচ্ছপটাকে মুখে কামড়ে একটা গাছতলায় বসে তাকে খাবে ভাবলো, কিন্তু কচ্ছপের ভীষণ শক্ত খোলো থাবা বা দাঁত বসাতে পারল না। শিয়াল তার গর্ত থেকে চিতার অবস্থা দেখে তার বন্ধু কচ্ছপকে বাঁচানোর এক ফন্দি বার করলো। গর্ত থেকে বেরিয়ে চিতাকে বিনয়ের সঙ্গে ভালোমানুষের মতো বললো—''ঐ কচ্ছপের খোলকে ভাঙবার একটা সজহ উপায় আমার জানা আছে। কচ্ছপটাকে জলে ফেলে দিন। জলে ভিজে ওর শক্ত খোল এক মিনিটেই নরম হয়ে যাবে। দেখুন না চেষ্টা করে।''

বোকা চিতা বললো—''এটা তো ভাবিনি। কী ভালো বুদ্ধি বাতলেছ।'' এই বলে সে কচ্ছপকে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিল। কচ্ছপের কাছে এর চেয়ে বাঁচার ভালো উপায় আর কী হতে পারতো?

নিবিড় পরীক্ষা

পুকুরে বসবাসকারী এক কচ্ছপও কাছাকাছি গর্তে বাস করা এক শিয়াল খুব ভালো বন্ধু ছিল। একদিন পুকুর পাড়ে বসে তারা 1. _____ গল্প করছিল, হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল 2. _____ শিয়াল ভীষণ ভয় পেয়ে 3. _____বেচারা কচ্ছপ 4. _____ পালাতে পারলো না কিংবা 5. _____ পারল না। এক লাফ দিয়ে চিতাটা 6. _____ কামড়ে একটা বসে তাকে ভাবলো। 7. _____ 8. _____ কিন্তু কচ্ছপের শক্ত 9. _____ থাবা বা 10. _____ বসাতে পারল না। 11. _____ তার গর্ত থেকে 12. _____ তার বন্ধু কচ্ছপকে 13. _____ ফন্দি বার করলো। তখন 14. _____ থেকে বেরিয়ে চিতাকে বিনয়ের সঙ্গে 15. _____ মতো বললো—আমি ঐ 16. _____ খোলকে ভাঙবার একটা সহজ 17. _____ জানা আছে। কচ্ছপটিকে জলে ফেলে দিন 18. _____ জলে ভিজে যাবে ওর 19. _____ নরম হয়ে যাবে 20. _____। দেখুন না চেষ্টা করে। বোকা চিতা 21. _____ ''এটা তো ভাবিনি 22. _____ বুদ্ধি বাতলেছ।'' এই বনে যে কচ্ছপকে ছুঁড়ে 23. _____ ফেলে দিল। কচ্ছপের কাছে এর চেয়ে বাঁচার ভালো উপায় আর কী হতে পারতো?

এই অংশটির মূল্যায়ণের জন্য কী করা দরকার :

- তোমার নিজের ভাষায় গল্পটি লেখো (মাতৃভাষা বা চলিত ভাষা)।
- গল্পের একটা শীর্ষ নাম দাও।

মূল্যায়ন

এই কাজ করার সময় শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করবেন কেন তারা এই শীর্ষ নাম দিয়েছে এবং সবার মধ্যে কার গল্পের শিরোনামটি সবচেয়ে উপযুক্ত।

● প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

এটা একজন ছাত্র বা ছোটো ছোটো দলে কয়েকজনকে নিয়ে করা যেতে পারে। যদি দলে ভাগ করে এটি করা হয় তাহলে এক দল প্রশ্ন করবে এবং অন্য দল তার উত্তর দেবে—এভাবে করা যেতে পারে।

পরীক্ষার প্রশ্ন নিম্নলিখিত ধরণের হতে পারে—

1. শিয়াল কেন ভয়ে পালিয়ে গেল?
2. কচ্ছপকে জলে ফেলে দেবার কথা শিয়াল কেন বললো?
3. চিতাটা কেন কচ্ছপকে কামড়ে ধরলো?
4. এই গল্পে চিতাটাকে কেন বোকা বলা হয়েছে?
5. চিতা আর শিয়ালের সম্পূর্ণ কথোপকথন নিজের ভাষায় লেখো।
6. এই গল্পে যেসব প্রবাদ প্রবচন আছে সেগুলোর উল্লেখ করে নতুন বাক্য তা প্রয়োগ কর।
7. গল্পটিকে কথোপকথনে রূপান্তরিত করো।

ছাত্রছাত্রীকে এ গল্পের বিভিন্ন দৃশ্যকে লিখতে বলো। এটি এক একটি দলে ভাগ হয়ে করা যায়।

10.6.2 কবিতা

Special Friend	**বিশেষ বন্ধু** (অনুবাদ)
Up and down and all around	ওপর-নীচ সবখানে
There's my shadow on the ground	আমার ছায়া মাটিতে আমার সঙ্গে
Doing everything I do	আমার মতো সব সে করে
Instead of one, he makes me two	একের বদলে দুই হ'য়ে।
When I run along the beach	বালুবেলায় যখন যাই
There he is within my reach	আমার সাথে থাকে সদার্থ।
When I build sand castles fine	বালির বাড়ি বানাই যখন
There are his right next to mine	তার বাড়িটি হয় যে তখন।
When I climb high in a tree	যখন ভাবি উঁচু গাছে
Still he tries to follow me	সে যায় আমার পাছে পাছে
But I lose him in the shade	কিন্তু যখন চাকার তলায়
Can it be that he's afraid?	তখন সে হঠাৎ পালায়।

– MAY Pynchen

নোট

1. নীচের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই কবিতাপাঠের মূল্যায়ণ করা যেতে পারে

1. ছেলেটির (রাজেশ) বিশেষ বন্ধু কে?

2. রাত্রিবেলায় এই বন্ধু কোথায় থাকে?

3. তোমার কি এমন বন্ধু আছে?

4. তুমি যা করো তোমার ছায়াও কী তাই করে?

সঠিক উত্তরে চিহ্ন (✓) দাও—

1. রাজেশের ছায়া দেখা যায় যখন—

(ক) তার ওপর দৃষ্টি পড়ে (খ) যখন তার ওপর আলো পড়ে

(গ) যখন অন্ধকার (ঘ) এর কোনোটিই নয়।

2. সে তার ছায়াকে হারায়, যখন—

(ক) সে বালুকাবেলায় থাকে (খ) সে মাঠে থাকে

(গ) সে গানে থাকে (ঘ) সে ছায়ার তলায় থাকে।

3. ক্লাসে করে দেখাও :

(ক) 'চড়া' মানে ওপরে ওঠা। কী করে তুমি 'ওঠা' দেখাবে?

(খ) চলমান আলোর সামনে ছায়া কেমন করে—কীভাবে দেখাবে?

4. এই কবিতাটিতে ছায়া কী কী করে বোঝাতে কী কী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে?

5. ছায়ার কাজ—

প্রশ্ন : তোমরা কি জানো ছায়া কীভাবে তৈরি হয়?

উত্তর : যখন কোনো কিছুর দ্বারা আলো ঢাকা পড়ে, তখন ছায়া তৈরি হয়। তোমরা এভাবে এটি করে দেখতে পারো।

1. অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের সামনে দাঁড়াও।

2. কাউকে বল যেন তোমার সামনে একটা চর্ট জ্বালায়।

3. তখন দেওয়ালে তোমার ছায়া পড়বে।

4. এবার নীচের ছবির মতো 'ছায়ার মূর্তি' গড়তে তোমার হাতকে ব্যবহার করো—

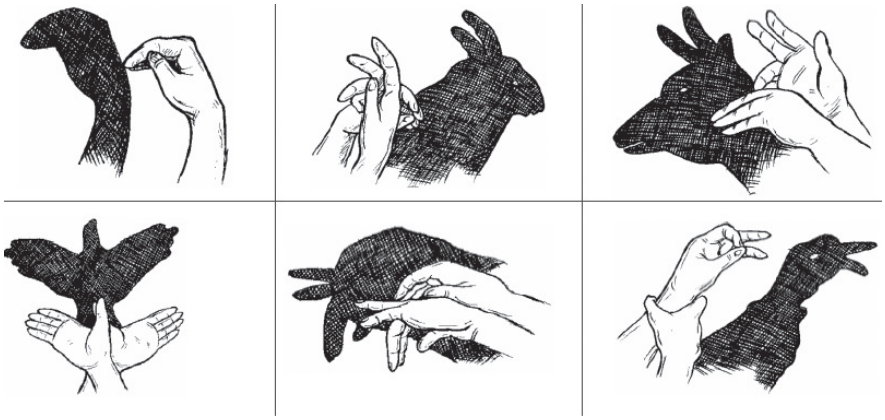

নোট

5. তোমার ছায়া কেমন—তুমি কী দেখতে চাও? বেশ-তুমি কিন্তু তোমার নিজের ছায়া আঁকতে পারো।

(ক) একটা বড়ো সাদা কাগজ নিয়ে সেটা দেওয়ালে সেঁটে দাও।

(খ) এবার সেখানে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।

(গ) একজন কাউকে বলো যেন সে তোমার ওপর টর্চের আলো ফেলে।

(ঘ) আর একজন কাউকে বলো দেওয়ালে লাগানো সেই কাগজে তোমার ছায়ার পাশে রেখা টানতে।

10.6.3 নাটক

আমরা কোনো ছোটো নাটক লিখতে অথবা অভিনয় করে দেখাতে পারে। এক একজন ছাত্র -ছাত্রী তাদের চিত্র নাট্য লেখায় কীভাবে সংলাপ লিখেছে তার ওপর নির্ভর করে 'গ্রেড' বা নম্বর দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভাবনাকে যথাযথ রূপদান করতে পারছে কি না সেটা শিক্ষক যাচাই করে দেখবেন। মূল নাটকে যে সব শব্দ বা বাক্য আছে তার অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে তারা সক্ষম কি না দেখতে হবে। তাদের লেখা সংলাপ সহজ ও আকর্ষণীয় কি না সেটাও দেখতে হবে। নাটকের যথাযথ মূল্যায়ণ করার জন্য এগুলোই জরুরী ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

গায়ক রাম

চরিত্রলিপি খ) রাম, গায়ক

খ) মধু-রামের স্ত্রী

গ) প্রতিবেশীবৃন্দ

রাম—(হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান (প্র্যাকটিস) করছে।

সা রে গা মা পা ধা নি সা

নোট

প্রথম প্রতিবেশী—(রামের স্ত্রীকে) মধু, তোমার স্বামীকে গান বন্ধ করতে বলো, এটা শুনে আমার মাথা ব্যথা করছে।

দ্বিতীয় প্রতিবেশী—রাম ভাবে ও খুব ভালো গায়ক, কিন্তু আসলে তা নয়।

তৃতীয় প্রতিবেশী—ও কি আর গান গায়? ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করবে।

চতুর্থ প্রতিবেশী—সত্যি ও অসহ্য।

(প্রতিবেশীরা চলে যাবে)

রাম—(গান গেয়ে চলেছে) সারে গা/রে গা মা/গামা গা।

প্রথম প্রতিবেশী—আমার কথা কানেই তুললো না, কালায

দ্বিতীয় প্রতিবেশী—ওকে আমরা উচিত শিক্ষা দেবো।

তৃতীয় প্রতিবেশী—রাম একটা গোঁয়ার।

চতুর্থ প্রতিবেশী—(তার দিকে এক পাটি জুতো ছুঁড়ে মারে)

রাম—গ্রামে একজনও মানুষ নেই যে আমার প্রতিভার সমঝদার।

মধু—(রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে) চিন্তা করো না। তুমি গান গেয়ে যায়। ঐ লোকটা আর এক পাটি জুতো ছুঁড়বে, তখন আমাদের এক জোড়া জুতো লাভ হবে।

1. এ গল্পের আর একটা শিরোনাম কী হতে পারে?

2. এ গল্পে সবচেয়ে কোন চরিত্রটি তোমার পছন্দ এবং কেন?

3. (ক) রামের স্ত্রীর নাম কী?

(খ) মধু কী রামের গান পছন্দ করে?

4. চতুর্থ প্রতিবেশী রামকে এক পাটি জুতো ছুঁড়ে মারে। যদি সেটা রামের মুখে লাগতো, তাহলে কী হতো? নাটকটি সংলাপ অনুযায়ী শেষ করো।

5. তুমি ও তোমার বন্ধু মিলে একটা খেলা খেলবে—সে বিষয়ে আলাপ করো।

6. তোমার প্রতিদিনের কাজে কেউ সমানে বিরক্ত করে চলেছে। এ বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে কীভাবে সামলাবে তার বর্ণনা দাও।

7. নাটকটি সবাই মিলে অভিনয় করে দেখাও।

চালাক ভোলা

পত্রলিপি— ভোলা-গ্রামবাসী

দিব্যা-ভোলার স্ত্রী

ভোলার ছেলে

ডাব্বু-ডাকাত

কথক বা সূত্রধর—একদিন ভোলা পাশের গ্রামে যাচ্ছে। তাকে একটা গভীর জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর তাকে থামিয়ে দিল।

ডাব্বু—দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি। যদি এক পা নড়ো, আমি গুলি করবো।

নোট

দিব্যা—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের কাছে কিছু নেই।

ডাব্বু—বাজে বোকো না। সবাই একই কথা বলে। যা আছে সব দিয়ে দাও, নইলে তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবো।

ভোলা—না না, আমাদের ছেড়ে দাও। আমার টাকার ব্যাগ আমি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।

ডাব্বু—হা, হা হা; কেমন বোকা বানালুম। এই বন্দুকে একটাও গুলি নেই। হা হা হা।

ভোলা—হা হা হা হা ...

ডাব্বু—এই বোকার মতো হাসছ কেন?

ভোলা—আমিও তোমায় বোকা বানিয়েছি। আমার ঐ ব্যাগে এক টাকাও নেই।

ডাব্বু— কী?

ভোলা—তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করেছিলে? হা হা হা।

1. এ নাটকের অন্য কোনো শিরোনাম কী হতে পারে?
2. তুমি যদি ভোলা হতে এই পরিস্থিতিতে কী করতে?
3. (ক) ডাব্বু সঙ্গে কী ছিল—কেন?
   (খ) দিব্যা কেন বললো তারা খুব গরীব মানুষ?
4. ভোলা তাকে বোকা বানাবার পরে যদি ডাব্বু বন্দুক থেকে গুলি বার করতো তাহলে কী হতো? নাটকটি সংলাপের ভিত্তিতে শেষ করো।
5. নাটকটিকে গল্পরূপ দাও।
6. নাটকটি সকলে মিলে অভিনয় করে দেখাও।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—6

1. একজন শিক্ষার্থীর ভাষা বিষয়ে দক্ষতা বোঝার জন্য কি করা প্রয়োজন?
   (ক) রচনা লিখন (খ) গল্পলেখা
   (গ) নিবিড় পরীক্ষা (ঘ) শ্রুতিলিপি বা শ্রুতিলিখন
2. নিবিড় পাঠ (close test) বলতে কী বোঝেন—লিখুন।

____

____

____

3. নিবিড় পরীক্ষা নেবার সময় কী মনে রাখা প্রয়োজন?

____

____

____

নোট

4. পঞ্চম শ্রেণির জন্য একটি রচনাংশ নির্বাচন করুন, এবার নিবিড় পরীক্ষা নিয়ে ফাঁকা অংশগুলি দেখে ছাত্রছাত্রীদের ভাষার দক্ষতা বিচার করুন।

_____

_____

_____

5. ছাত্রছাত্রীদের একটি নাটকের অভিনয় করে দেখাতে বলুন। সেটি দেখার পর তাদের মধ্যেকার আত্মবিশ্বাস, ভাব প্রকাশের দক্ষতা অনুযায়ী তাদের মূল্যায়ণ করুন।

_____

_____

_____

10.7 উপসংহার

এই এককে আমরা দেখলাম যে মূল্যায়ণের বর্তমান পদ্ধতিকে পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। পাঠ্যাংশের বিষয় বর্ণনাই নয় অন্য সব কিছু ঠিকমতো বোঝাই হল মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য। সব কিছু বুঝে ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির বিষয়ে লক্ষ্য রেখে তার মূল্যায়ণ করা উচিত। শিক্ষাবর্ষের সমস্ত সময় জুড়ে এই মূল্যায়ণ পদ্ধতি সক্রিয় থাকা জরুরী, কারণ প্রতিটি স্তরেই এর অগ্রগতি হতে পারে।

মূল্যায়ণের ফলাফল লিখিত ভাবে নথিবদ্ধ করা উচিত। ছাত্রছাত্রীর পারিবারিক পরিবেশ ও তাদের বিশেষ প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে শিক্ষার বিভিন্ন খাতে তাদের যথাযথ সুযোগ দেওয়া উচিত। এই এককে কয়েকটি মাত্র উপায়ের কথা বলা হল। আপনার অভিজ্ঞতার নিরিখে ইচ্ছামতো আরও কোনো পদ্ধতির কথা যোগ করতে পারেন।

1. বিষয়বস্তুর চেয়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার বিষয়টি মনে রেখে মূল্যায়ণ করা উচিত।

2. প্রথম স্তরে সঠিক বিবরণের চেয়ে অনর্গল বলে যাবার বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

3. বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন কাজের দরকার নেই। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা একটি কাজের মধ্য দিয়েই বোঝা যেতে পারে।

4. ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন ও পরিবেশেও ভিন্নতা হেতু তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে—এটাই মূল্যায়ণের লক্ষ্য।

5. সারা শিক্ষাবর্ষ জুড়েই মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া চালু রাখা উচিত এবং একজন শিক্ষার্থী শিশুর সব কাজের মূল্যায়ণ করা দরকার। এটাই মূল্যায়ণের অবিরাম গতিশীল পদ্ধতি।

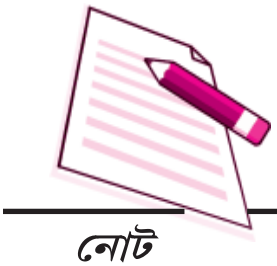

নোট

10.8 প্রস্তাবিত বই ও সাহায্যকারী গ্রন্থ তালিকা (References)

1. NCERT 2007 - Manual for Assesment–NCERT New Delhi

2. NCERT 2008 - Understanding of Reading–NCERT New Delhi

3. Vidya Bhawan Soceity 2009 Kites Series Books for Classes 1 to 8, New Delhi-Macnilla

10.9 একক শেষের অনুশীলনী

1. বর্তমানে প্রচলিত মূল্যায়ণ পদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে বিষয় লিখুন।

2. শিক্ষকের পাঠপ্রকল্প গ্রহণে মূল্যায়ণ কীভাবে সাহায্য করে বর্ণনা করুন।

3. একজন শিশুর অগ্রগতির সঙ্গে অন্য শিশুর কাজের তুলনা করা কেন উচিত নয়?

4. প্রাথমিক স্তরে কোনটিতে আপনি জোর দেবেন—সঠিক বর্ণনা না অনর্গল বসে যাওয়ার ক্ষমতা?—কেন?

5. ভাষা শিক্ষার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল বিষয় কী কী? যে কোনোও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির বিস্তৃতি বিবরণ দিন।

অনুশীলনী (assignment)

ক্লাস থ্রির (তৃতীয় শ্রেণি) পাঠ্যবই থেকে একটি রচনা, একটি কবিতা ও একটি নাটক বেছে নিয়ে যথাযথ মূল্যায়নের উপযোগী প্রশ্ন প্রস্তুত করুন।